জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper :www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

জ্বলছে বাংলাদেশ

আগুন লাগিয়ে দেওয়া হল বাংলাদেশের সংবাদপত্র ‘প্রথম আলো’র অফিসে। ভাঙচুর অন্য টিভি চ্যানেলেও। সঙ্গে ভারতবিরোধী স্লোগান। সাংবাদিকেরা ভয়ে তটস্থ। অনেকেই বাড়ি ছেড়েছেন। ডেইলি স্টার অফিসে আটক ১৫ সাংবাদিক। জ্বলছে অফিস

জাঁকিয়ে শীত নয়

বড়দিনেও জাঁকিয়ে শীতের সম্ভাবনা ক্ষীণ। ২৫ ডিসেম্বরের পর থেকে নববর্ষের মধ্যে শীতের স্পেল হওয়ার সম্ভাবনা। কলকাতার তাপমাত্রা বেড়ে ১৬.৭ ডিগ্রি। এখনও সামান্য বাড়তে পারে তাপমাত্রা

জলপাইগুড়ির কলাবাড়ি, চিতার মুখ থেকে সন্তানকে বাঁচালেন মা

২৯ ডিসেম্বর মুখ্যমন্ত্রী শিলান্যাস করবেন নিউ টাউনের দুর্গাঙ্গনের

বর্ষ - ২১, সংখ্যা ২০৪ ● ১৯ ডিসেম্বর, ২০২৫ ● ৩ পৌষ ১৪৩২ ● শুক্রবার ● দাম - ৪ টাকা ● ১৬ পাতা ● Vol. 21, Issue - 204 ● JAGO BANGLA ● FRIDAY ● 19 DECEMBER, 2025 ● 16 Pages ● Rs-4 ● RNI NO. WBBEN/2004/14087 ● KOLKATA

সাগরদিঘিতে ৬৬০ মেগাওয়াটের সুপার ক্রিটিক্যাল থার্মাল ইউনিট ● আসানসোল ও বাঁকুড়ায় ২টি WBSIDCL পার্ক ● পুরুলিয়া, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, কলকাতা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, দার্জিলিং, আলিপুরদুয়ার, মালদহে MSME ফেসিলিয়েশন সেন্টার ● হরিণঘাটায় নতুন প্ল্যান্ট, খরচ হবে ৬,৫৫৮ লক্ষ

ভরসা বাংলাতেই

বিজনেস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি কনক্লেভ। বক্তা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার ধনধান্য অডিটোরিয়ামে। রয়েছেন দেশ-বিদেশের বিশিষ্ট শিল্পপতি এবং রাজ্যের মন্ত্রী ও আমলাগণ।

আরও প্রকল্প ও লগ্নি

প্রতিবেদন : বাংলা এখন যে বিনিয়োগের ভরসার গন্তব্য হয়ে উঠেছে— একথা বলছেন বিনিয়োগকারীরাই। বলছেন ইন্ডাস্ট্রির ক্যাপ্টেনরাই। বৃহস্পতিবার ধনধান্য প্রেক্ষাগৃহে সঞ্জীব গোয়েঙ্কা, সঞ্জীব পুরী, হর্ষবর্ধন নেওটিয়ারা একসুরে বুঝিয়ে দিলেন তাঁরা এখন নিশ্চিন্তে কেন বিনিয়োগ করছেন বাংলায়। ভাবনায় রয়েছে একের পর এক বিনিয়োগ পরিকল্পনা।

জার্মানির প্রতিনিধিও বললেন, কেন বাংলায় আসতে চান তাঁরা। হোস্ট মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উপদেষ্টা প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী অমিত মিত্রকে পাশে বসিয়ে বললেন, বাংলা গত সাড়ে ১৪ বছরে কীভাবে শিল্পবন্ধু হয়ে উঠেছে। তিনি বলেন, পশ্চিমবঙ্গের নামে গুজব ছড়ানো হচ্ছে। কিছু মানুষ শুধু পশ্চিমবঙ্গের বদনাম করে। কে বলে পশ্চিমবঙ্গে শিল্পের সম্ভাবনা নেই? পশ্চিমবঙ্গ এশিয়ার অন্যতম বড় লজিস্টিক হাব, যা শিল্পক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পশ্চিমবঙ্গ অত্যন্ত শান্তিপূর্ণ রাজ্য।

সঞ্জীব গোয়েঙ্কা বলেন, ২৬ হাজার ৫০০ কোটি টাকা আমরা বিনিয়োগ করেছি গত ১৫ বছরে। এটা সম্ভব হয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর জন্যে। পশ্চিমবঙ্গে নতুন করে আরও ১৫ হাজার ৮০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করব। মূলত পরিবেশবান্ধব বিদ্যুৎ-প্রকল্প, শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য পরিকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যেই এই বিপুল অর্থ খরচ করা হবে। গত ১৫ বছরের সাফল্যের ধারা বজায় রেখেই এবার নতুন বিনিয়োগের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। (এরপর ৭ পাতায়)

গান্ধীজির নামে কর্মশ্রী প্রকল্প

প্রতিবেদন : নাম হবে গান্ধীজির নামে। বৃহস্পতিবার ধনধান্য অডিটোরিয়ামে শিল্প সম্মেলনের মঞ্চে দাঁড়িয়ে বড় ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী। বিজেপিকে বিঁধে তাঁর স্পষ্ট কথা, জাতির পিতাকে ওরা অসম্মান করেছে আমরা সম্মান দেব। এর পরেই কেন্দ্রকে তোপ দেগে তিনি বলেন, ১০০ দিনের কাজ, আবাস যোজনার প্রাপ্য অর্থ দিচ্ছে না কেন্দ্র। তার পরেও সাধারণ মানুষদের জন্য বহু প্রকল্প চালাচ্ছে রাজ্য সরকার। ১০০ দিনের কাজের প্রকল্প থেকে সরানো হয়েছে গান্ধীজির নাম। জাতির জনককেও কি আমরা ভুলে যাচ্ছি? ওরা ভুললেও বাংলা ভুলবে না। এর আগেও বাংলার মনীষীদের অসম্মানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে গর্জে উঠেছেন মুখ্যমন্ত্রী। বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভাঙাই হোক কিংবা ‘বঙ্কিমদা’ সম্বোধন, প্রতিটি ক্ষেত্রেই দিল্লি থেকে কলকাতা প্রতিবাদে সরব হয়েছেন তিনি। কলকাতায় মিছিল করেছেন— বাংলা ভাষার অপমান ও বিজেপি (এরপর ১০ পাতায়)

কেন্দ্রকে উচিত শিক্ষা

পার্ক স্ট্রিটে শুরু ক্রিসমাস ফেস্টিভ্যাল

প্রতিবেদন : বাংলা সব ধর্মকে সম্মান করে। তবু কেউ কেউ রাজ্যকে বদনাম করার চেষ্টা করেন। বৃহস্পতিবার কলকাতা ক্রিসমাস ফেস্টিভ্যালের উদ্বোধন মঞ্চ থেকে উৎসব ও সম্প্রীতির বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রতি বছরের মতো এ-বারও পার্ক স্ট্রিট সংলগ্ন অ্যালেন পার্কে কলকাতা ক্রিসমাস ফেস্টিভ্যালের উদ্বোধনে হাজির ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। বৃহস্পতিবার থেকেই আলোয় আলোয় সেজে উঠছে পার্ক স্ট্রিট এলাকা। বড়দিন ও নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ভাল থাকতে হলে মাঝে-মধ্যে রিল্যাক্সেশন প্রয়োজন। (এরপর ৭ পাতায়)

অ্যালেন পার্কে বড়দিনের অনুষ্ঠান সূচনায় মুখ্যমন্ত্রী।

দিনের কবিতা

‘জাগোবাংলা’য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— ‘দিনের কবিতা’। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

ডুংরি

সাঁঝেকেরি আকাশ
ফুলেকেরি মহুবাস
ফুল ডুংরিক বাহারে—
ডুলুং লদিক চমক বিজুরিরে।
গুনগুন ভঁওরা উড়ি উড়ি গেল,
বনফুলে ভরি কাঁসাই-এক জল,
পাথর ফাটাইকে ডুংরি পাহাড়ে
ঝিঙ্গা ফুল ঝরিকে পড়ে।
কোল, কুড়মী, মুন্ডা, সাঁওতাল
জিৎকীর মহুল পিয়াল শাল।
পৌষ পরবেক বাঁকা পিঠা,
খাতে লাগায় বেড়ে মিঠা।
পুরুইলা-মানভূম কেইসন সুন্দর
ছৌ নাচে-নাচয় জঙ্গল।

যোগ্য শিক্ষকদের চাকরির মেয়াদ বাড়াল আদালত

কোর্টে আস্থার প্রমাণ

প্রতিবেদন : নবম-দশম এবং একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে ৩১ অগাস্ট পর্যন্ত মেয়াদ বৃদ্ধি করেছে সুপ্রিম কোর্ট। যা কার্যত মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঠিক নির্দেশের প্রতি যে শীর্ষ আদালতের বিশ্বাসযোগ্যতা রয়েছে তারই প্রমাণ দেয়। শীর্ষ আদালতের এই নির্দেশের পর এক্স হ্যান্ডেলে ব্রাত্য বসু লেখেন, নবম-দশম এবং একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষক নিয়োগ মামলায় গুরুত্বপূর্ণ রায় দিলেন সুপ্রিম কোর্ট। সর্বোচ্চ আদালত নিয়োগ প্রক্রিয়া ৩১ অগাস্টের মধ্যে শেষ করতে নির্দেশ দিয়েছেন যা আমাদের রাজ্যের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঠিক দিক নির্দেশের (এরপর ১০ পাতায়)

নানা রকম

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
19 December, 2025 • Friday • Page 2 || Website - www.jagobangla.in

তারিখ অভিধান

১৮৬০
লর্ড ডালহৌসি
(১৮৯২-১৮৬০) এদিন প্রয়াত হন। ১৮৪৮-১৮৫৬ ব্রিটিশ ভারতের গভর্নর জেনারেল। তিনি সর্বক্ষেত্রে পাশ্চাত্যের শ্রেষ্ঠত্বে প্রবল বিশ্বাসী ছিলেন, তাঁর শাসনকালে ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণ এবং একই সঙ্গে এদেশে অনেক সংস্কার ও গঠনমূলক কার্য সম্পন্ন হয়েছিল। ডালহৌসি দ্বিতীয় শিখ যুদ্ধ (১৮৪৮-'৪৯) সংঘটিত করে পাঞ্জাব অধিকার করেন। ১৮৫০ সালে তিনি সিকিমের কিয়দংশ দখল করেন এবং ১৮৫২ সালের শেষদিকে তাঁর সেনাবাহিনী দ্বিতীয় বার্মা যুদ্ধে অংশ নিয়ে বার্মার নিম্নাঞ্চল জয় করেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, ভারতীয়দের জন্য তাদের নিজ রাজন্যবর্গের চেয়ে ব্রিটিশ শাসন অধিক হিতকর। তিনি স্বত্ববিলোপ নীতি প্রবর্তন করেন। এ নীতি অনুসারে, যদি কোনও দেশীয় রাজা স্বাভাবিক উত্তরাধিকারী না রেখে মারা যান তা হলে ওই স্বাধীন রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের হাতে ন্যস্ত হবে। এ আইনে দত্তকপুত্র গ্রহণের অধিকার অবৈধ ঘোষণা করা হয়। ডালহৌসির সময়ে ঔপনিবেশিক রাজ্যের বেশ কিছু সংস্কার সাধন করা হয়। তিনি কলকাতার সচিবালয় পুনরায়

সংগঠিত করেন এবং গভর্নর জেনারেলের প্রশাসনিক গুরুভার মোচন করতে বাংলার জন্য একজন লেফটেন্যান্ট গভর্নর নিয়োগ করেন। তিনি ভারতের রেল ব্যবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রধান রেল লাইনসমূহ স্থাপন করেন। তাঁর আমলে টেলিগ্রাফ যোগাযোগ স্থাপিত হয় এবং এর সঙ্গে ডাক ব্যবস্থারও উন্নয়ন সাধন করা হয়। তিনি সরকারি পূর্ত বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন যার মাধ্যমে পূর্ত কর্মসূচি, যেমন রাস্তা ও সেতু নির্মাণ, সেচ প্রকল্পসমূহের সম্প্রসারণ এবং জনসাধারণের উপকারে আসে এমন অন্যান্য কার্যাবলি বাস্তবায়ন করেন। গণশিক্ষা বিভাগ প্রতিষ্ঠা করে শিক্ষাক্ষেত্রে ক্রমান্বয়িক পর্যায় সম্পর্কে পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। নতুন আইন প্রণয়ন করে তিনি হিন্দু বিধবাদের পুনর্বিবাহকে বৈধ ঘোষণা করেন।

১৯১৮
ডাঃ রাধাগোবিন্দ কর
(১৮৫২-১৯১৮) এদিন পরলোকগমন করেন। প্রখ্যাত চিকিৎসক। কলকাতা থেকে ডাক্তারি পাশ করে তিনি ইউরোপে যান ও এডিনবরা থেকে চিকিৎসাশাস্ত্রে ডিগ্রি লাভ করেন। দেশে ফিরে কারমাইকেল কলেজ নামে প্রথম বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। সেটিই আজ তাঁর নামে নামাঙ্কিত হয়ে আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল নামে পরিচিত। উনিশ শতকের শেষ ভাগে রাধাগোবিন্দ বেসরকারি মেডিক্যাল স্কুল ও হাসপাতাল গড়ার কাজ শুরু করলেও ১৯১৬ সালের ৫ জুলাই

দিনটাকেই আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের প্রতিষ্ঠা দিবস হিসেবে ধরা হয়। রাধাগোবিন্দ বাংলা ভাষায় চিকিৎসা বিজ্ঞান ও ধাত্রীবিদ্যার বিষয়ে একাধিক বইও লেখেন। ১৮৯৯-তে কলকাতায় প্লেগ রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিলে তিনি ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গে একজোটে সংক্রমণ রুখতে ও মৃত্যুর হার কমাতে কাজ করেছিলেন।

১৮৭৩
উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী
(১৮৭৩-১৯৪৬) এদিন জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কালাজ্বরের ওষুধ ইউরিয়া স্টিবামাইন আবিষ্কার করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে গ্রিফিথ মেমোরিয়াল পুরস্কারে সম্মানিত করেছিল। স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিন অ্যান্ড হাইজিন

তাঁকে মিন্টো পদক দিয়েছিল। এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল তাঁকে স্যার উইলিয়াম জোনস পদকে সম্মানিত করেছিল। এ ছাড়াও তিনি কাইজার-ই-হিন্দ স্বর্ণপদক পেয়েছিলেন। ব্রিটিশ সরকার তাঁকে রায়বাহাদুর উপাধিতে ভূষিত করেছিল। ১৯৩৪-এ উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী নাইট উপাধি পান। ১৯২৯-এ তাঁর নাম মেডিসিনে নোবেল পুরস্কারের জন্য বিবেচিত হয়েছিল।

১৯২৭
রামপ্রসাদ বিসমিল ও আসফাকউল্লাহ খান
দুই স্বাধীনতা সংগ্রামী এদিন ফাঁসির মঞ্চে আত্মাহুতি দেন। অহিংস আন্দোলনের আদর্শ পরিত্যাগ করে সহিংস লড়াইয়ে মুক্তির পথ

খুঁজেছিলেন দু'জনে। এই সংগ্রামের পথ তাঁদের অকৃত্রিম বন্ধুত্বের সূত্রে বেঁধে দিয়েছিল, যা আমৃত্যু অটুট ছিল। কাকোরি ষড়যন্ত্র মামালায় গোরক্ষপুর জেলে রামপ্রসাদ বিসমিল ও ফৈজাবাদ জেলে আসফাকউল্লাহর ফাঁসি হয়।

কর্মসূচি

রিষড়া রবীন্দ্রভবনে শ্রীরামপুর সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের আয়োজনে উন্নয়নের পাঁচালি কর্মসূচির উদ্বোধনে উপস্থিত জেলা তৃণমূলের সমস্ত সংগঠনের নেতৃত্ব।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-১৫৮৯

১	■	■	২		৩		৪
৫				■		■	
	■	■	৬			■	
৭		৮		■		■	■
■	■		■	৯			১০
১১	■	১২			■	■	
	■		■	১৩			
১৪					■	■	

পাশাপাশি : ২. সমাপ্তির অভাব, শেষ না হওয়া ৫. জলের অভাব ৬. দয়ালু ৭. শরীর, দেহ ৯. ঘুনশি মালা ইত্যাদি প্রস্তুতকারক ১২. ভুল, দোষত্রটি ১৩. আসল কারণ ১৪. মলয় পর্বত।

উপর-নিচ : ১. মূর্খ ২. কর্ম থেকে বিদায় ৩. বেঁটে, খর্বাকৃতি ৪. রেবা নদী ৮. বছর গোনা ৯. গোড়ালি ১০. ক্রমশ, ধীরে ১১. বাঙালির পদবিবিশেষ।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১৫৮৮ : পাশাপাশি : ১. মৌরসি ৩. উৎসাহ ৫. হংসবলাকা ৭. দরদ ৮. সহিত ১০. জন্তুজানোয়ার ১২. নভস্বান ১৩. পীতক। **উপর-নিচ :** ১. মৌলবাদ ২. সিংহদরজা ৩. উৎস ৪. হলকা ৬. বৎসরব্যাপী ৯. তহকিক ১০. জমিন ১১. নোদন।

১৮ ডিসেম্বর কলকাতায় সোনা-রুপোর বাজার দর

পাকা সোনা (২৪ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১৩২৫৫০
গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১৩৩২০০
হলমার্ক গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১২৬৬০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি),	২০১৯০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি),	২০২০০০

সূত্র : ওয়েস্ট বেঙ্গল বুলিয়ন মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন। দর টাকায় (জিএসটি),

মুদ্রার দর (টাকায়)

মুদ্রা	ক্রয়	বিক্রয়
ডলার	৯১.২৩	৮৯.৩৫
ইউরো	১০৭.৩১	১০৪.৭৮
পাউন্ড	১২২.৩০	১১৯.৫৯

নজরকাড়া ইনস্টা

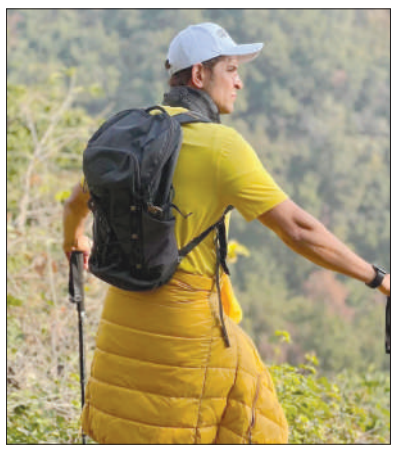

■ হৃত্বিক রোশন

■ ইমন, সঙ্গে বিক্রম ঘোষ

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
• সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে মুদ্রিত।
সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০
Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed by the same from Pratidin Prakashani Pvt. Ltd., 20 Prafulla Sarkar Street, Kolkata 700 072
Regd. No. WBBEN/2004/14087
• Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No. 15 dt 19/7/21
City Office : 234/3A, A. J. C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমার শহর

19 December 2025 • Friday • Page 3 || Website - www.jagobangla.in

৩
১৯ ডিসেম্বর ২০২৫
শুক্রবার

বিজনেস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি কনক্লেভে মুখ্যমন্ত্রী, এক ঝলকে নানা মুহূর্ত

কেন্দ্রীয় এজেন্সি দিয়ে ভয় দেখানো হচ্ছে শিল্পপতিদের

প্রতিবেদন : ভয়হীন 'শিল্প পরিবেশ' চান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার ধনধান্য প্রেক্ষাগৃহে দেশ-বিদেশের শিল্পপতিদের সামনে দাঁড়িয়েই দ্ব্যর্থহীন ভাষায় কেন্দ্রকে তোপ দেগে তিনি বলেন, সারাক্ষণ এজেন্সি দিয়ে ভয় দেখালে ব্যবসা করবে কীভাবে! আমি চাই শিল্পক্ষেত্রে স্বাধীনতা আসুক। ব্যবসায়ীদের কাজে স্বাধীনতা দিতে হবে। সিবিআই, ইডির মতো কেন্দ্রীয় এজেন্সিকে হাতিয়ার করে ব্যবসায়ীদের ভয় দেখানো হচ্ছে। সব কিছুতে হস্তক্ষেপের প্রয়োজন নেই। এর পরই তাঁর বার্তা, কখনও আমার কাছে সুযোগ এলে এই শিল্পে ভয়হীন স্বাধীন পরিবেশ করব। কথা দিলাম।

পশ্চিমবঙ্গ শিল্পবান্ধব রাজ্য। কে বলে পশ্চিমবঙ্গে শিল্প-সম্ভবনা নেই? কিছু মানুষ শুধু বাংলার বদনাম করে। তারা জানে না বাংলা আমূল বদলে গিয়েছে। নানারকম বিধিনিষেধ জারি করে, বাড়তি জিএসটির বোঝা চাপিয়ে সবসময় বাংলাকে আটকানোর চেষ্টা করা হয়। এত বিধিনিষেধ আরোপ করলে তো মানুষ ভয় পাবেই!

সারাক্ষণ এজেন্সিকে হাতিয়ার করে ভয় দেখালে ব্যবসা করবে কী করে? ব্যবসায়ীদের কাজের স্বাধীনতা দিতে হবে। সব কিছুতে সরকারি হস্তক্ষেপের প্রয়োজন নেই। বৃহস্পতিবার ধনধান্য অডিটোরিয়ামে বাণিজ্য সম্মেলনে দাঁড়িয়ে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে এই ভাষাতেই তোপ দাগলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর অভিযোগ, ব্যবসায়ীদের বাধা দেওয়ার চেষ্টা করছে কেন্দ্র।

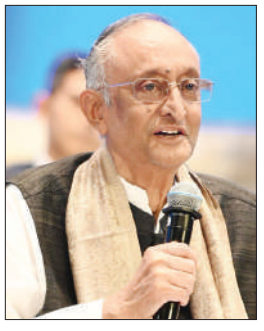

দুর্গাঙ্গনের শিলান্যাস ২৯ ডিসেম্বর

প্রতিবেদন : আগামী ২৯ ডিসেম্বর শিলান্যাস হবে দুর্গাঙ্গনের। যার প্রস্তুতি আগেই শুরু হয়ে গিয়েছিল। বৃহস্পতিবার ধনধান্য প্রেক্ষাগৃহে শিল্প সম্মেলনের মঞ্চ থেকেই শিলান্যাস অনুষ্ঠানের ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। একই সঙ্গে সকলকে আহ্বান জানালেন এই অনুষ্ঠানে শামিল হতে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমরা জগন্নাথ মন্দির করেছি এবার নিউ টাউনে হচ্ছে দুর্গাঙ্গন। উত্তরবঙ্গে একটি মহাকাল মন্দিরও তৈরি করব আমরা। বাংলা এমন একটা রাজ্য, এখানে আমরা সকলকে সঙ্গে নিয়েই পথ চলি। এখানে কোনও বিভাজনের জায়গা নেই। মন্দির-মসজিদ-গির্জা-গুরুদ্বার— সবই আমার কাছে সমান, আমি সব জায়গাতেই যাই। উল্লেখ্য, দিঘায় জগন্নাথ মন্দির তৈরির পর থেকে গোটা জেলার চালচিত্র বদলে গিয়েছে। এখন পর্যটনের সঙ্গে আধ্যাত্মিকতাও মিলেমিশে একাকার সেখানে। গোটা পৃথিবী থেকে লোক আসছেন জগন্নাথধাম দর্শনে। নিউ টাউনের দুর্গাঙ্গন এবং উত্তরবঙ্গের মহাকাল মন্দিরও অচিরেই জনপ্রিয় হয়ে উঠবে সে-কথা বলার অপেক্ষা রাখে না।

সম্পাদকীয়

19 December, 2025 • Friday • Page 4 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

সঠিক দিশা

শিল্প সম্মেলন থেকে দেশ-বিদেশের লগ্নিকারীরা বাংলার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। কেন? পরিষ্কার করে দিয়েছেন এই কেনর উত্তর। তাঁরা বলছেন, বাংলার একটা ভাবমূর্তি ছিল। সেটা ছিল লক-আউট, স্ট্রাইক, ধর্মঘট, শ্রমিক-বিক্ষোভ। কিন্তু বিগত দেড় দশকে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ পাল্টে গিয়েছে। বাংলায় কোনও শ্রমদিবস নষ্ট হয় না। শিল্পের জন্য রাজ্যে রয়েছে ল্যান্ডব্যাঙ্ক। শিল্পপতিদের শিল্পস্থাপনের জন্য সবরকমের সাহায্য করে রাজ্য সরকার। একসময় বাংলায় লাল ফিতের ফাঁস নিয়ে নানা গল্প চালু ছিল। সে-সব গল্প এখন অতীত। বাংলায় নিশ্চিন্ত এবং নিরুপদ্রবে লগ্নি করতে চাইছেন বিনিয়োগকারীরা। এ-ব্যাপারে বাংলার মুখ্যমন্ত্রীকে সবচেয়ে বেশি কৃতিত্ব দিয়েছেন লগ্নিকারীরা। বৃহস্পতিবার শিল্পদ্যোগীদের সমাবেশ সেই কথাই প্রমাণ করেছে। তাঁরা বলছেন, আসুন বিনিয়োগ করুন এবং ব্যবসা করুন। বিগত দেড় দশকে বাংলায় যে পরিমাণ লগ্নি হয়েছে তা এককথায় অভাবনীয়। শুধু তা-ই নয়, যে-সমস্ত প্রকল্প পাইপ লাইনে রয়েছে অর্থাৎ আগামী দিনে শিল্পের আকার নেবে সেগুলি বাংলার চিত্রটাকেই আরও উন্নততর করবে। প্রচুর বিনিয়োগ মানেই কর্মসংস্থান। দেশের মধ্যে কর্মসংস্থানের নিরিখে বাংলা সকলকে পিছনে ফেলেছে। দেশের যা গড় আয়, তার চাইতে বাংলার গড় আয় অনেক বেশি। এই ঘটনা প্রমাণ করছে বাংলাই আসলে শিল্পপতিদের সঠিক ডেস্টিনেশন। বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর নানা প্রকল্পের কথাও এসেছে। উদ্যোগপতিরা বলছেন, শুধু শহর নয়, গ্রামের মানুষের ক্রয়ক্ষমতাও বেড়েছে। তার ফল পাচ্ছেন শিল্পপতিরা। যে-সমস্ত বিরোধী দল বাংলার শিল্পায়ন নিয়ে নানাবিধ কটাক্ষ করে, তাদের একটাই অনুরোধ, শিল্প সম্মেলনে আসা শিল্পপতিদের সঙ্গে কথা বলুন। বিরোধিতার জন্য বিরোধিতা করতে গিয়ে বাংলার সর্বনাশ করবেন না।

e-mail থেকে চিঠি

সরাসরি চ্যালেঞ্জ রইল বিজেপির প্রতি

এসআইআর করেও কোনও ক্ষতি করতে পারবে না বিজেপি। ফের বাংলায় জিতবে তৃণমূলই। বিজেপি গোহারা হারবে। অহেতুক বদনাম না করে ক্ষমতা থাকলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে রাজনৈতিকভাবে লড়ে দেখাক বিজেপি। মোদি-শাহর দলকে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছি। আমরা লড়ব জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে, যুবসমাজের আইকন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেনাপতিত্বে। বিজেপির বাংলাদেশি তত্ত্ব কোথায় গেল? নির্বাচন কমিশনই তো বিজেপির দাবি নস্যাৎ করে দিয়েছে। তাছাড়া স্রেফ পশ্চিমবঙ্গ কেন, গোটা দেশের কোথাও যদি বিদেশি অনুপ্রবেশ ঘটে, তার দায় কার? স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের। তিনি এর জবাব দিন। আর বিজেপির যেসব নেতা বাংলাদেশি, রোহিঙ্গা ইস্যুতে বাংলার বদনাম করছেন, তারা কি কান ধরে জনতার কাছে ক্ষমতা চাইবেন? আছে সে হিম্মত? আমাদের হৃদয়ের সম্রাট অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তো বলেই দিয়েছেন, ২০২৬ সালের বিধানসভায় তৃণমূল কংগ্রেসের আসন গতবারের চেয়ে বাড়বে। একদা সহযোগিতামূলক যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোয় আস্থা রেখে জিএসটি মেনে নিয়েছিল পশ্চিমবঙ্গের মা-মাটি-মানুষের সরকার। কিন্তু সেই মেনে নেওয়া যে আদতে 'বড় ভুল' ছিল, এখন সেটা বোঝা যাচ্ছে। জিএসটির নামে রাজ্যগুলির কাছ থেকে টাকা নিয়ে গেলেও রাজ্যের ভাগের টাকা আটকে রেখেছে কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদি সরকার। উল্টে কেন্দ্রই পশ্চিমবঙ্গ থেকে ২০ হাজার কোটি টাকা নিয়ে চলে গিয়েছে। কেন জিএসটির উপরেও টাকা কাটা হচ্ছে? ২০,০০০ কোটি টাকা কেটে নেওয়া হয়েছে কেন পশ্চিমবঙ্গ থেকে? সেসব প্রশ্নের জবাব মোদি সরকারকে দিতেই হবে। নইলে ঢাকি সমেত ঢাক বিসর্জনের ব্যবস্থা করবে জনগণ।

— অংশুমান গঙ্গোপাধ্যায়,
সন্তোষপুর, কলকাতা

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

বাদ পড়লেন গান্ধীজি

জাতির জনকের নাম ভুলে যাচ্ছে ওরা। তাই, যে রাজ্য নীতি আয়োগের রিপোর্ট অনুসারে, ৪০ শতাংশ বেকারত্ব কমিয়েছে, ২ কোটির ওপরে কর্মসংস্থান করতে সমর্থ হয়েছে, সেই রাজ্যের মা-মাটি-মানুষের সরকারই না হয় বেকারত্ব দূরীকরণ প্রকল্পে মহাত্মাজির নাম জুড়ে তাঁকে সম্মান জ্ঞাপনের কর্তব্য পালন করল। লিখছেন আকসা আসিফ

এসআইআর-এ যেমন নির্বাচন কমিশনের অপদার্থতায় হাজার হাজার বৈধ ভোটারের নাম কাটা পড়ছে, তেমনই কেন্দ্রীয় সরকারের বদান্যতায় কেন্দ্রীয় জনকল্যাণ প্রকল্পে বাদ গিয়েছে মহাত্মা গান্ধীর নাম। স্বচ্ছ ভারত অভিযানের লোগোতে শুধু গান্ধীজির স্মারক হিসেবে চশমাটুকু ছিল, ১০০ দিনের কাজের প্রকল্পে তাঁর নাম-নিশান কিছুই রইল না!

থাকবেই বা কেন? এ তো গান্ধীর ভারত নয়, এ হল মোদির ভারত, অমিত শাহের ভারত, বিজেপির ভারত।

১০০ দিনের কাজের মেয়াদবৃদ্ধি এবং প্রকল্পের নামবদল সংক্রান্ত-বিল পেশ করা হল লোকসভায়। মঙ্গলবার বিলটি পেশ করেন কেন্দ্রের কৃষি এবং গ্রামোন্নয়নমন্ত্রী শিবরাজ সিংহ চৌহান। এত দিন ১০০ দিনের কাজের প্রকল্পের নাম ছিল মহাত্মা গান্ধী ন্যাশনাল রুরাল এমপাওয়ারমেন্ট গ্যারান্টি অ্যাক্ট, ২০০৫ (সংক্ষেপে মনরেগা)। বিলে এই প্রকল্পের নতুন নাম হয়েছে 'বিকশিত ভারত— গ্যারান্টি ফর রোজগার অ্যান্ড আজীবিকা মিশন (গ্রামীণ)'। সংক্ষেপে 'জিরামজি'। গ্রামীণ রোজগার প্রকল্প থেকে গান্ধীর নাম সরানো হল।

এটা পরিষ্কার, গান্ধীর নাম বাদ দেওয়ায় প্রকল্পের নৈতিক উদ্দেশ্যই ব্যাহত হবে। কারণ, এটা কেবল একটি প্রশাসনিক পদক্ষেপ নয়, এটা একই সঙ্গে গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্পের দর্শনগত বনিয়াদের উপর আঘাত। গান্ধীজি মনে করতেন, গ্রাম জাগলেই দেশ জাগবে। এজন্য একদা ভারত সরকার দেশ জুড়ে চালু করেছিল ১০০ দিনের কাজের গ্যারান্টি প্রকল্প। সংগত কারণেই প্রকল্পটি ছিল মহাত্মা গান্ধীর নামাঙ্কিত (মনরেগা)। গত দুই দশকে ভারতে দারিদ্র্য যে কিছুটা কমেছে তার পিছনে বিরাট অবদান রয়েছে এই মনরেগার। আর সেই মনরেগায় এবার মহাত্মা গান্ধীরই নাম বাদ পড়ল।

মোদি সরকার মহাত্মা গান্ধীর আদর্শে বিশ্বাস করে, একথা কেউ বললে ঘোড়াতেও হাসবে। এই সরকার গ্রামীণ উন্নয়নে অনেক বেশি কাজ করেছে, এমন দাবি করলে সেটা হবে শতাব্দীর সেরা ঠাট্টা। এর মধ্যে কোন রাজ্যে কত অর্থ বরাদ্দ হবে, তা ঠিক করার ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকার পুরোপুরি নিজের হাতে তুলে নিয়েছে। রাজ্যের প্রস্তাবের বদলে কেন্দ্রীয় সরকার নিজের মাপকাঠি অনুযায়ী অর্থ বরাদ্দ করবে। ফলে আইনে রোজগারের নিশ্চয়তা আর থাকবে কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। কারণ, এত দিন আইনে কাজ চাইলে কাজ দেওয়া বাধ্যতামূলক ছিল। গ্রামে কাজের চাহিদা অনুমান করে রাজ্য কেন্দ্রের কাছে টাকা চাইত। এখন দিল্লি থেকে অর্থ বরাদ্দ করে দেওয়া হচ্ছে। অন্য দিকে, মোদি সরকার কাজের গ্যারান্টির দিন বাড়ানোর কৃতিত্ব নিলেও রাজ্য সরকারের ঘাড়ে মজুরির খরচের শতকরা ৪০ ভাগের দায় চাপিয়ে দিচ্ছে।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যথার্থই বলেছেন, প্রকল্পের নাম থেকে মহাত্মা গান্ধীর নাম মুছে ফেলা 'লজ্জার'। তিনি বলেন, 'আমি লজ্জিত। আমরা জাতির জনকের নামই ভুলে যাচ্ছি।'

সরকার তৈরির আগে নরেন্দ্র মোদি স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন দেশকে বদলে দেবেন। তাঁর অভিযোগ ছিল, মহান ভারতবর্ষের সাড়ে সর্বনাশ করেছেন জওহরলাল নেহরু থেকে মনমোহন সিং পর্যন্ত দেশের সকল প্রধানমন্ত্রী। কথা দিয়েছিলেন, তাঁর নেতৃত্বে ভারতের সমস্ত দুর্দশার অবসান হবে। 'সবকা সাথ সবকা বিকাশ'-এর নীতি রূপায়ণের মাধ্যমে 'অমৃতকাল' আসবে দেশে। ভারত আবার জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসনে প্রতিষ্ঠিত হবে। কিন্তু নরেন্দ্র মোদির একযুগ শাসনকাল শেষে দেখা যাচ্ছে, মোদি এবং তাঁর দোহারগণ মিলে এযাবৎ যত গাইলেন আর বাজালেন তার কিছুই পাওয়া গেল না। বহুারম্ভে লঘুক্রিয়ার এর চেয়ে চমৎকার দৃষ্টান্ত আর কেউ উপহার দিতে পারেননি।

তাই জোড়াতাপ্পি দিয়ে এখন ব্যাপারটা ম্যানেজ করার কৌশল নিয়েছে মোদি সরকার। এর একটা উত্তম পন্থা হল কিছু জনপ্রিয় পুরোনো জিনিসের নাম পালটে দেওয়া। যেমন সরকার গড়েই পূর্ববর্তী জমানার একাধিক সরকারি প্রকল্প ও কর্মসূচির নাম বদলে দিয়েছিলেন মোদি। বিশেষ করে যেসব জনমুখী প্রকল্পের গায়ে নেহরু, ইন্দিরা, রাজীব প্রমুখের নামগন্ধ ছিল, সেগুলিকে টার্গেট করা হয়েছিল সবার আগে। তারপর বদলে দেওয়া হয়েছে কিছু প্রাচীন শহর, ঐতিহাসিক স্থাপত্য, রেলস্টেশন, বন্দর, বিমানবন্দর, সংগ্রহশালা প্রভৃতিরও নাম। এ জন্য বিশেষভাবে বেছে নেওয়া হয়েছে যেখানে ইসলামি কিংবা বিদেশি পরিচয় আছে। এতদিন মহাত্মা গান্ধীর গায়ে হাত দেয়নি। গেরুয়া বাহিনীর কাছে গান্ধীজির হত্যাকারী 'পূজনীয়' হলেও এটুকু লোকলজ্জা সরকার ধরে রেখেছিল। কিন্তু মোদি সরকার এই পদটিও সরিয়ে ফেলতে মরিয়া এবার।

মোদি সরকার গোড়া থেকেই এই প্রকল্পটির বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত ছিল। বাংলার জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের চাপে পড়ে প্রকল্পটি মোদিবাবুরা তুলে দিতে পারেননি। তবে প্রকল্পটির গুরুত্ব নানাভাবে কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। এবার শুরু হয়েছে প্রকল্পটির নাম 'সংস্কার' উদ্যোগ।

কেমন সেই সংস্কার?

১) প্রকল্পটির নাম থেকে মহাত্মা গান্ধীর সংস্রব মুছে ফেলা।

২) প্রকল্পটির আর্থিক দায়িত্বও অংশত ঝেড়ে ফেলা এবং তার মাধ্যমে বিপুল বোঝা বহন করার ভার রাজ্যর কাঁধে চাপিয়ে দেওয়া।

এহেন দ্বিবিধ সংস্কারের ফলে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাতেও বড় আঘাত হানল এই গেরুয়া মতলব। সেই সঙ্গে দেশ-বিদেশে মহাত্মার মূর্তি পুজো করলেও সরকারি কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্প এবং সংশ্লিষ্ট আইন থেকে গান্ধীজির নামই মুছে দেওয়ার মতলব হাসিল হল।

এরকমভাবে নাম বদল করলে দুটি উদ্দেশ্য সাধিত হয়। এক, অন্যের জিনিসকে নিজের সৃষ্টি বলে চালিয়ে দেওয়া যায়। একে টুকলি বা নকল করার নয়া তরিকা বললে অত্যুক্তি হয় না। আর দুই, নতুন রূপ দেওয়ার অছিলায় নিজের আর্থিক দায়িত্ব অন্যের দায় বলে এড়িয়ে যাওয়া যায়। এই দুটো ব্যাপারে মোদি সরকারের দক্ষতা প্রশ্নাতীত।

গরিবের স্বার্থে, যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখার লক্ষ্যে দেশ জুড়ে এখনই এই ইস্যুতে জোরদার প্রতিরোধ-আন্দোলন গড়ে তোলা জরুরি।

এই প্রতিবাদ-প্রতিরোধের আন্দোলন তাৎপর্যপূর্ণ কার্যকারিতা অর্জন করেছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘোষণায়। রাজ্য সরকারের তরফে কর্মশ্রী প্রকল্পের ঘোষণা করা হয়েছিল, সেটার 'কর্মশ্রী' নাম বদলে হতে চলেছে মহাত্মাজি প্রকল্প।

বিজেপি যদি জাতির জনককে সম্মান দিতে না পারে, তাহলে সেই দায়িত্বও নাহয় স্বেচ্ছায় নিজের কাঁধেই তুলে নেবেন।

জয় বাংলা।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

রাজ্য

19 December 2025 • Friday • Page 5 || Website - www.jagobangla.in

৫
১৯ ডিসেম্বর ২০২৫
শুক্রবার

কলকাতায় বিজনেস কনক্লেভ ■ বাংলায় আরও বিনিয়োগের আহ্বান শিল্পপতিদের

আরও ১৫,৮০০ কোটি লগ্নি আরপিএসজি-র

সঞ্জীব গোয়েঙ্কা

প্রতিবেদন : 'বিজনেস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি কনক্লেভ'-এর মঞ্চ থেকে বাংলার জন্য বড়সড় বিনিয়োগের ঘোষণা করলেন আরপিএসজি গ্রুপের চেয়ারম্যান সঞ্জীব গোয়েঙ্কা। বৃহস্পতিবার সঞ্জীব গোয়েঙ্কা বলেন, ২৬৫০০ কোটি টাকা আমরা বিনিয়োগ করেছি গত ১৫ বছরে। এটা সম্ভব হয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর জন্য। পশ্চিমবঙ্গে নতুন করে আরও ১৫,৮০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করব। মূলত পরিবেশবান্ধব বিদ্যুৎ প্রকল্প, শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য পরিকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যেই এই বিপুল অর্থ খরচ করা হবে। ভারতে এই প্রথমবার কোনও রাজ্যে ৫০০০ মেগাওয়াট আওয়ার ক্ষমতার বিশাল ব্যাটারি স্টোরেজ প্রকল্প গড়ে তোলা হবে। ১২,০০০ কোটি টাকা লগ্নি করা হবে। এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে কলকাতা শহর প্রয়োজনীয় মোট বিদ্যুতের অন্তত ৫০ শতাংশ নবায়নযোগ্য শক্তি থেকে পাবে। তিনি আরও বলেন, আরপি গোয়েঙ্কা ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের দ্বিতীয় ক্যাম্পাস তৈরির জন্য ৫০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হচ্ছে। রাজ্যে বিশ্বমানের চিকিৎসা পরিষেবা পৌঁছে দিতে ১০০০ কোটি টাকা ব্যয় করে একটি অত্যাধুনিক হাসপাতালও তৈরি করা হচ্ছে। সঞ্জীব বলেন, আমি সমস্ত বিনিয়োগকারীদের বলব এগিয়ে আসুন এবং বাংলায় বিনিয়োগ করুন, কারণ বাংলা মানেই বাণিজ্য।

সঞ্জীব পুরী

বদলে গিয়েছে বাংলা

প্রতিবেদন : আইটিসি গোষ্ঠীর চেয়ারম্যান সঞ্জীব পুরী সম্মেলনে বলেন, পরিসংখ্যান ঘেঁটে দেখেছি, গোষ্ঠীর ৭৫% বৃদ্ধি হয়েছে গত ১০-১২ বছরে। কয়েক দশকে বাংলা বদলে গিয়েছে। বিমানবন্দর থেকে যত শহরের ভিতরে যাবেন ততই বুঝতে পারবেন, বদলে যাওয়া রাজ্যের ছবিটা। এটা অবশ্যই চমকপ্রদ এবং এর জন্য কৃতিত্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। সকলে বাংলায় লগ্নি করুন।

■ কনক্লেভে অমিত মিত্র, শশী পাঁজা, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য ও শিল্পপতিরা। — সুদীপ্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

৭০ শতাংশ বিনিয়োগই বাংলায়

হর্ষ নেওটিয়া

প্রতিবেদন : গত ১৫ বছরে বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগের ৭০ শতাংশই হয়েছে এই বাংলায়। আবাসন থেকে শুরু করে পর্যটন, শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য— প্রতিটি ক্ষেত্রেই আগামী কয়েক বছরে লগ্নি ও কর্মসংস্থানের দুয়ার খুলে দিয়েছে তারা। বৃহস্পতিবার ধনধান্য অডিটোরিয়ামে আয়োজিত বিজনেস কনক্লেভ থেকে ঘোষণা করলেন হর্ষ নেওটিয়া। তিনি বলেন, বঙ্গে পর্যটন-স্বাস্থ্যে আমূল পরিবর্তন হয়েছে। শিল্পের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। আমরা বাংলার সাঁকরাইল ও ফরাক্কাতে দুটো সিমেন্ট ইউনিট করতে পেরেছি। হেডকোয়ার্টারও এই বাংলায়। ২০১৫ সালে আমরা নেওটিয়া বিশ্ববিদ্যালয় শুরু করেছি। শুরুতে সেদিন ছিল মাত্র ৪০ জন, আজ ৪০০০ পড়ুয়া এই বিশালাকায় ক্যাম্পাসে পড়ছে। আগামী ৩-৪ বছরের মধ্যেই ৮০০০ পড়ুয়া ভর্তি হতে পারবে। হসপিটালিটি ক্ষেত্রে রায়চকে আমরা একটি হোটেল দিয়ে শুরু করেছিলাম, যার নাম এখন তাজ গঙ্গা কুটির। এখন আমরা বাংলায় সুনামের সঙ্গে ৭টি হোটেল চালাচ্ছি। আরও ১০টি হোটেলের চিন্তাভাবনা চলছে যার মধ্যে ৪টি নির্মাণাধীন। বিদেশি পর্যটকদের আকর্ষণে দ্বিতীয় স্থানে বাংলা। সরকারের তরফে পর্যটন খাতে যে উন্নয়ন করা হয়েছে তারই ফল পাওয়া যাচ্ছে। স্বাস্থ্য খাতে আমরা শুরু করেছিলাম ১টি হাসপাতাল দিয়ে তবে এখন বাংলায় আমাদের ৩টি হাসপাতাল আছে। এছাড়া আরও ৩টি হাসপাতাল তৈরি করতে চলেছি দুর্গাপুর, তারাতলা ও নিউ টাউনে। মুখ্যমন্ত্রী ও বাংলার সমর্থনেই তা সম্ভব হয়েছে।

বাংলায় ১০ হাজার কর্মসংস্থান শীঘ্রই

উমেশ চৌধুরী

প্রতিবেদন : বাংলায় আগামী দিনে ১০ হাজার কর্মসংস্থান হবে। বৃহস্পতিবার 'বিজনেস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি কনক্লেভে'র মঞ্চ থেকে ঘোষণা করলেন টিটাগড় রেল সিস্টেমের ভাইস চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর উমেশ চৌধুরী। তিনি বলেন, কথা দিচ্ছি আমরা বাংলাকেই প্রাধান্য দেব। মেক ইন বেঙ্গলকেই এগিয়ে নিয়ে যাব। বাংলার গর্ব ইঞ্জিনিয়ারিং ক্ষেত্র। আর সেই দিক থেকে বাংলাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে আমাদের সাধ্যমতো চেষ্টা করব। তিনি বলেন, আগে ২০০ ওয়াগন বানাতাম, ছোট একটা কারখানা ছিল। গত ১০-১২ বছরে আমরা ৩টি জায়গা তৈরি করতে পেরেছি। এখন ১০০০ ওয়াগন বানাই। রাজ্যে আমরাই এখন সবথেকে বড় ওয়াগন প্রস্তুতকারক। মুখ্যমন্ত্রীর অনুপ্রেরণায় এটা সম্ভব হয়েছে। তিনি বলেন, ফলতাতে পণ্য সরবরাহ করা খুব সমস্যা ছিল। মুখ্যমন্ত্রী জেলা পর্যালোচনা বৈঠকের দায়িত্ব নিয়ে তা ঠিক করিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী নিজে তিন বছর আগে প্যাসেঞ্জার ট্রেনের কোচ বানানোর কারখানার শিলান্যাস করেছিলেন। সরকারের থেকে লিজে জমি পেয়েছি। তাই ১০০০ মেট্রো ও বন্দে ভারত কোচ তৈরির পরিকল্পনা। ফলতাতে একটা শিপইয়ার্ড হবে যেখানে ১৬ থেকে ১৮টি স্পেশালাইজড নেভি ভেসেল করব। আগামী ১ বছরের মধ্যেই উৎপাদন শুরু হয়ে যাবে। আমাদের রাজ্য থেকে কেনা হবে। প্রতি বছর ৬০০০-৮০০০ কোটি টাকার ব্যবসা হবে এমএসএমইর ও রাজ্যের শিল্পের। বর্তমানে এক বছরে ৩০০ কোচ তৈরির ক্ষমতা রাখে টিটাগড় রেল সিস্টেম। এই সংখ্যাটা বাড়িয়ে ৮৫০ করা হবে।

অ্যালেন পার্কে ক্রিসমাস ফেস্টিভালে মুখ্যমন্ত্রী

ইন্দ্রনীলের সঙ্গে গাইলেন মুখ্যমন্ত্রী

প্রতিবেদন : প্রতিবছরের মতো এবারও কলকাতায় শুরু হল 'ক্রিসমাস ফেস্টিভ্যাল ২০২৫'। বৃহস্পতিবার অ্যালেন পার্কে উৎসবের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর সেই অনুষ্ঠানে মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেনের সঙ্গে সুর মিলিয়ে গানও গাইলেন মুখ্যমন্ত্রী। অনুষ্ঠানের একেবারে শেষলগ্নে 'মঙ্গল দীপ জ্বেলে' গান ধরেন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল। তাঁর সঙ্গে গলা মেলান মুখ্যমন্ত্রী। গানের এক দু'জায়গায় মন্ত্রী ভুল করলে সেই ত্রুটিও ধরিয়ে দেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

রাজ্য
19 December 2025 • Friday • Page 6 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আসছে বড়দিন, সেজে উঠেছে পার্ক স্ট্রিট

সংখ্যালঘু উন্নয়নে দেশের সেরা বাংলা

তথ্য ও পরিসংখ্যান সহযোগে বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর

প্রতিবেদন : সংখ্যালঘুদের উন্নয়নে বাংলার সরকার বরাবর অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে। বৃহস্পতিবার সংখ্যালঘু দিবসের শুভেচ্ছা জানিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় সেই উন্নয়নের খতিয়ান পোস্ট করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সংখ্যালঘু উন্নয়নে বাংলার মা-মাটি-মানুষের সরকার কীভাবে কাজ করছে, তা পরিসংখ্যান দিয়ে জানাল মুখ্যমন্ত্রী। এক্স বার্তায় তিনি লেখেন, এটা আমার গর্ব, সংখ্যালঘু উন্নয়নে আমাদের সরকার অভূতপূর্ব কাজ করেছে এবং করে চলেছে। সংখ্যালঘু দফতরের প্ল্যান বাজেট ১০ গুণের বেশি বৃদ্ধি করা হয়েছে। ২০১০-'১১ সালের ৪৭২ কোটি টাকা থেকে বেড়ে ২০২৫-'২৬ সালে ৫ হাজার ৬০২ কোটি টাকার বেশি হয়েছে।

সংখ্যালঘু স্কলারশিপের ক্ষেত্রে দেশের মধ্যে বাংলা এক নম্বর। সংখ্যালঘু ছাত্রছাত্রীদের জন্য রাজ্য সরকারের টাকায় 'ঐক্যশ্রী' স্কলারশিপ চালু করা হয়েছে। ২০১১ সাল থেকে প্রায় ১০ হাজার ২০৮ কোটি টাকা ব্যয়ে ৪ কোটি ৮৫ লক্ষ সংখ্যালঘু স্কলারশিপ প্রদান করা হয়েছে। দেশের ভিতরে বা বাইরে উচ্চশিক্ষার জন্য সংখ্যালঘু ছাত্রছাত্রীদের ৩০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত এডুকেশন লোন দেওয়া হচ্ছে। গত ১৫ বছরে ৪০ হাজারের মতো সংখ্যালঘু ছাত্রছাত্রীকে প্রায় ৩২৭ কোটি টাকার এডুকেশন লোন দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও রয়েছে স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ডের সুবিধা। সংখ্যালঘু-সহ ওবিসি ছাত্রছাত্রীদের জন্য 'মেধাশ্রী' প্রকল্প চালু করা হয়েছে। ২০১১ থেকে এখনও পর্যন্ত সংখ্যালঘু যুবক-যুবতী ও স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মেম্বারদের স্বনির্ভর হবার লক্ষ্যে ১৬ লক্ষ ৩১ হাজার উপভোক্তাকে ৩ হাজার ৯২৬ কোটি টাকা ঋণ দেওয়া হয়েছে। এমএসডিপি প্রকল্প রূপায়ণেও দেশের মধ্যে বাংলা ১ নম্বর। আমাদের দায়িত্বকালে, এই প্রকল্পে সাড়ে ৪ হাজার কোটি টাকার বেশি খরচ করে সংখ্যালঘু-প্রধান এলাকায় প্রায় দু'লক্ষ পরিকাঠামো নির্মাণ করা হয়েছে। রাজ্য সরকারের নিজস্ব অর্থে আইএমডিপি প্রকল্পে ১৪টি জেলার ৩২টি ব্লকের সংখ্যালঘু প্রধান

এলাকায় ৭৪৫ কোটি টাকার বেশি ব্যয়ে পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজ করা হয়েছে। আরও প্রায় দেড় হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে অন্যান্য সংখ্যালঘু-প্রধান এলাকায় পরিকাঠামো নির্মাণ করা হয়েছে। সংখ্যালঘু দুঃস্থ মহিলাদের গৃহনির্মাণের জন্য ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা করে মঞ্জুর করা হচ্ছে। এখনও পর্যন্ত ২ লক্ষ ৬০ হাজার ২৭ জনকে ২ হাজার ৪৫৬ কোটি টাকার বেশি দেওয়া হয়েছে। ১৪টি জেলায় ইংলিশ মিডিয়াম মডেল মাদ্রাসা স্থাপন করা হচ্ছে। ৩৮টি ইন্টিগ্রেটেড ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল স্থাপন করা হচ্ছে। ২৩৫টি সরকার-স্বীকৃত আনএইডেড জুনিয়র হাই মাদ্রাসাকে শিক্ষক-অশিক্ষক কর্মচারীদের মাসিক সাম্মানিক দেওয়ার জন্য সম্পূর্ণ রাজ্য সরকারের টাকায় প্রকল্প চালু করা হয়েছে। এছাড়াও, আরও ৭০০টি মাদ্রাসাকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য কাজ চলছে। ইতিমধ্যেই আরও ৩৬৬টি মাদ্রাসাকে আনএইডেড মাদ্রাসা হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। এই ৩৬৬টি মাদ্রাসার শিক্ষক-অশিক্ষক কর্মচারীদেরকেও মাসিক সাম্মানিক দেওয়ার জন্য অর্থ সাহায্য করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ৬৩৮টি মাইনরিটি হস্টেল স্থাপন করা হচ্ছে। প্রত্যেক ছাত্রকে বছরে ১০ হাজার টাকা (১০০০ টাকা করে ১০ মাস) মেনটেন্স দেওয়া হচ্ছিল। সম্প্রতি এটি বাড়িয়ে বছরে ১৮ হাজার টাকা (১৮০০ টাকা করে ১০ মাস) করা হয়েছে। মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে মাদ্রাসাগুলিতে শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী নিয়োগ করা হচ্ছে। ৫৫১ কোটি টাকা ব্যয়ে নিউ টাউনে আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস এবং পার্ক সার্কাসে আরও একটি ক্যাম্পাস নির্মাণ করা হয়েছে। ১১৫ কোটি টাকা ব্যয়ে নিউ টাউন ক্যাম্পাসে ছেলেদের এবং মেয়েদের জন্য আলাদা হস্টেল নির্মাণ করা হয়েছে। কর্মরত মহিলাদের জন্য কৈখালিতে 'ঐকতান' হস্টেল স্থাপন করা হয়েছে। 'যোগ্যশ্রী' প্রকল্পে সংখ্যালঘু ছাত্রছাত্রী ও কর্মপ্রার্থীদের জন্য বিনামূল্যে ডাক্তারি ও ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ভর্তির পরীক্ষা এবং সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার কোচিং দেওয়া হচ্ছে। ১০ শতাংশের বেশি উর্দু ভাষাভাষী মানুষ যেখানে আছেন, সেখানে উর্দুকে সরকারি ভাষার মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। ইসলামপুর এবং আসানসোলে উর্দু অ্যাকাডেমি রিজিওনাল সেন্টার চালু করা হয়েছে। রাজারহাট নিউ টাউনে ১০৭ কোটি টাকা ব্যয়ে নতুন হজ হাউস নির্মাণ করা হয়েছে। কলকাতা এয়ারপোর্টে হজ যাত্রীদের সমস্তরকম সহায়তা করা হচ্ছে। প্রায় ৬৯ হাজার ইমাম ও মোয়াজ্জিন রাজ্য সরকারের বিভিন্ন কল্যাণমূলক প্রকল্পের বিষয়ে মানুষকে সচেতন করার কাজ করছে। সংখ্যালঘু উন্নয়ন পর্ষদ এবং সংখ্যালঘু স্কিল ডেভেলপমেন্ট বোর্ড গঠন করা হয়েছে। মুর্শিদাবাদে মাইনরিটিজ কালচারাল ডেভেলপমেন্ট সেন্টার গড়ে তোলা হচ্ছে।

সিইও দফতরের নিরাপত্তায় বাহিনী

প্রতিবেদন : রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরের নিরাপত্তায় এবার কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হচ্ছে। নির্বাচন কমিশনের তরফে এই মর্মে পাঠানো প্রস্তাবে সম্মতি দিয়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। জানা গিয়েছে, শুক্রবার সকাল থেকেই মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক বা সিইও-র দফতরের দ্বিতীয় ও তৃতীয় তলার নিরাপত্তার দায়িত্ব নিয়ে নেবে কেন্দ্রীয় বাহিনী। শুধু দফতরেই নয়, ওই দফতরের কোনও আধিকারিক সরকারি গাড়ি নিয়ে বাইরে গেলেও তাঁর সঙ্গে কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকবে। এসআইআর পর্বের শুরু থেকেই নির্বাচন দফতর এবং তার কর্মীদের নিরাপত্তা নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠতে শুরু করে। বিক্ষোভ ও আন্দোলনের ঘটনায় সিইও অফিসের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠে। সেই আবহে এবার সিইও অফিসের নিরাপত্তায় আনা হল কেন্দ্রীয় বাহিনী।

আইনি লড়াই নয়

প্রতিবেদন : মুকুল রায়ের বিধায়কপদ খারিজের রায়ের বিরুদ্ধে আইনি লড়াই করবে না বিধানসভার সচিবালয়। বৃহস্পতিবার স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, এই মামলায় মূল আবেদনকারী ছিলেন মুকুল রায়ের ছেলে শুভ্রাংশু রায়। তাই ভবিষ্যতে কী করা হবে, সেই সিদ্ধান্ত তাঁকেই নিতে হবে। বিধানসভার পক্ষ থেকে আর কোনও আবেদন করা হবে না।

প্রসবের পরই সোনালির সঙ্গে দেখা, জানালেন অভিষেক

প্রতিবেদন : বাংলাদেশের বন্দিদশা কাটিয়ে ঘরে-ফেরা সোনালি বিবির সঙ্গে আপাতত দেখা করা হচ্ছে না তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। সোনালি এখন সন্তানসম্ভবা। প্রসবের সময়ও আসন্ন। তাঁর শারীরিক অবস্থার কথা মাথায় রেখে তাই আপাতত তাঁর সঙ্গে দেখা না-করার সিদ্ধান্ত নিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এই অবস্থায় তাঁকে ঘর

থেকে না বেরনোর অনুরোধ করেছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই সঙ্গে সোনালির সব চিকিৎসা ও প্রয়োজনীয় সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছেন তিনি। শুক্রবার সোনালির সঙ্গে দেখা করার কথা ছিল তৃণমূল সাংসদের। কিন্তু সন্তান জন্মের পরেই তাঁর সঙ্গে দেখা করবেন বলে জানিয়ে দিয়েছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক।

রাজ্যের আবেদনে সাড়া দিয়ে হাইকোর্টে পিছিয়ে গেল যুবভারতী মামলার শুনানি

প্রতিবেদন : রাজ্যের আবেদনে সাড়া আদালতের। যুবভারতী স্টেডিয়ামে বিশৃঙ্খলা-কাণ্ডে দায়ের হওয়া তিন জনস্বার্থ মামলার শুনানি পিছোল কলকাতা হাইকোর্টে। একইসঙ্গে আদালতে মুখ পুড়ল বিরোধী দলনেতা গদ্দার অধিকারীর। জনস্বার্থ মামলার আড়ালে রাজ্যের কাছে রিপোর্ট তলব করানোর অভিসন্ধি বরদাস্ত করল না হাইকোর্ট।

যুবভারতী-কাণ্ডে কলকাতা হাইকোর্টে দায়ের হয়েছিল ৩ জনস্বার্থ মামলা। বৃহস্পতিবার মামলাগুলি ওঠে প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল এবং বিচারপতি পার্থসারথি সেনের ডিভিশন বেঞ্চে। মামলাগুলিতে রাজ্যের হয়ে সওয়াল করতে চেয়ে আবেদন জানান সাংসদ তথা আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। যদিও এদিন তিনি আদালতে উপস্থিত ছিলেন না। কল্যাণের সেই আবেদনে সাড়া দিয়ে শুনানি পিছোল আদালত। আগামী সোমবার মামলাগুলির সম্ভাব্য শুনানি।

এদিকে, তিনটি জনস্বার্থ মামলার একটির আবেদনকারী বিরোধী দলনেতা গদ্দার অধিকারী। গদ্দারের আইনজীবী বিল্বদল ভট্টাচার্য ঘটনার প্রেক্ষিতে রাজ্যকে রিপোর্ট দেওয়ার আবেদন জানান। কিন্তু তাতে সাড়া দেয়নি আদালত।

■ খড়দহ বিধানসভা কেন্দ্রের বিলকান্দা ১ পঞ্চায়েতে উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা পরিষদের তত্ত্বাবধানে রাজ্য সরকারের পথশ্রী প্রকল্পের ৩,০০০ মিটার রাস্তা নির্মাণের উদ্বোধন করলেন স্থানীয় বিধায়ক তথা মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়।

ঘুনি বস্তিতে অগ্নিকাণ্ডে তদন্তের নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীর

প্রতিবেদন : নিউ টাউনের ঘুনি বস্তিতে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় তদন্তের নির্দেশ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ইতিমধ্যে দমকলমন্ত্রী সুজিত বসুকে ফোন করে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ এবং কীভাবে আগুন লেগেছে তা নিয়ে বিস্তারিত খোঁজ নিয়েছেন তিনি। এরপর অগ্নিকাণ্ড নিয়ে পূর্ণাঙ্গ তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান। তবে হতাহতের খবর নেই বলেই জানা গিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের পরেই বৃহস্পতিবার সকালে ঘুনি বস্তির বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন করেন জেলাশাসক শশাঙ্ক শেট্টি-সহ প্রশাসনের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারদের সঙ্গে কথা বলেন তাঁরা। কোথায় কতটা ক্ষতি হয়েছে সেই বিষয়ে যাবতীয় নথি সংগ্রহ করে আধিকারিকরা। এদিকে এসআইআরের আতঙ্কে কাঁটা হয়ে রয়েছেন এলাকাবাসী, তার মধ্যে নথি পুড়ে যাওয়ায় মাথায় হাত পড়েছে তাঁদের। যদিও এই নিয়ে সমস্ত রকম সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছে জেলা প্রশাসন। প্রসঙ্গত, বুধবার সন্ধ্যায় ঘুনি বস্তিতে একাধিক ঝুপড়ি ভস্মীভূত হয়ে যায়। আগুনে বাঁশের কাঠামো, ত্রিপলের ছাউনিতে অস্থায়ী প্রায় ৭০-৮০টি ঝুপড়ি বাড়ি সম্পন্নভাবে ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

বুধবার রাত আড়াইটে নাগাদ কাঁকুড়গাছিতে অক্সিজেন সিলিন্ডারের গোডাউনে বিধ্বংসী আগুন। পরপর সিলিন্ডার বিস্ফোরণে আগুন ছড়ায়। দমকলের ১৫টি ইঞ্জিন ঘণ্টাপাঁচেকের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে

‘বঙ্কিমদা’ সম্বোধনের প্রতিবাদে নিন্দা প্রস্তাব, উত্তপ্ত অধিবেশন

প্রতিবেদন : রবীন্দ্রনাথ-বঙ্কিমচন্দ্রকে অপমান করে বাঙালির অস্মিতায় আঘাত! প্রধানমন্ত্রীর ‘বঙ্কিমদা’ সম্বোধনের নিন্দা প্রস্তাবকে ঘিরে এবার তুলকালাম কলকাতা পুরসভায়। বৃহস্পতিবার পুরসভার মাসিক অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপরে বিজেপির সাংস্কৃতিক আক্রমণের বিরুদ্ধে তৃণমূলের তরফে দলমত নির্বিশেষে নিন্দা প্রস্তাব আনা হয়। কিন্তু বিজেপির গুটিকয় কাউন্সিলরের গলাবাজি ও তৃণমূল কাউন্সিলরদের প্রত্যুত্তরে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে অধিবেশন। এক বিজেপি কাউন্সিলরের মিথ্যা অভিযোগ উড়িয়ে পদ থেকে ইস্তফার চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম। শেষপর্যন্ত চেয়ারপার্সন মালা রায়ের হস্তক্ষেপে শান্ত হয় পরিস্থিতি।

■ নিন্দা প্রস্তাবের সমর্থনে পুর-অধিবেশনে বক্তা মেয়র ফিরহাদ হাকিম। বৃহস্পতিবার।

সংসদে সাহিত্যসম্রাটকে ‘বঙ্কিমদা’ বলে সম্বোধন করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী। বৃহস্পতিবার কলকাতা পুরসভায় মাসিক অধিবেশনে সেই বিষয়ে নিন্দা প্রস্তাব উত্থাপন করেন তৃণমূল কাউন্সিলর অরূপ চক্রবর্তী। তিনি বলেন, স্বাধীনতা সংগ্রামীদের কাছে সঞ্জীবনী মন্ত্র ছিল ‘বন্দে মাতরম্’। অথচ সেই স্লোগানেই নেমে এসেছে নিষেধাজ্ঞা। এমনকী বন্দে মাতরমের স্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্রকেও ‘বঙ্কিমদা’ সম্বোধনে বাঙালির অস্মিতায় আঘাত করা হচ্ছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকেও কুৎসিতভাবে আক্রমণ করা হয়েছে। হাজার বছরের দুই শ্রেষ্ঠ বাঙালির উপরে বিজেপির এই সাংস্কৃতিক আক্রমণের বিরুদ্ধে কলকাতা পুরনিগমের সব জনপ্রতিনিধি দলমতের ঊর্ধ্বে উঠে নিন্দা জানাক।

কলকাতা পুরসভা

প্রস্তাবের আলোচনায় স্বাধীনতা আন্দোলনে বিজেপি ও সাভারকারের নিন্দনীয় ভূমিকা তুলে ধরেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম। একইসঙ্গে বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের হিজাব বির্তকের কথা উত্থাপন করে তীব্র নিন্দা জানান মহানাগরিক। তাঁর বক্তব্যকে ভণ্ডুল করতে ক্রমাগত ফোড়ন কাটেন বিজেপি কাউন্সিলররা। মেয়রের বিরুদ্ধে আনেন মিথ্যা অভিযোগ। যা উড়িয়ে মেয়র বলেন, প্রমাণ দেখাতে পারলে সব পদ থেকে ইস্তফা দেব! রাজনীতি ছেড়ে দেব! চ্যালেঞ্জ করছি! এরপরই বিজেপি ও তৃণমূল কাউন্সিলরদের বাকবিতণ্ডায় উত্তপ্ত হয়ে ওঠে অধিবেশন। তৃণমূল কাউন্সিলরদের দিকে তেড়ে যান বিজেপি কাউন্সিলররা। দুপক্ষকে শান্ত করতে ময়দানে নামেন মেয়র পারিষদ দেবাশিস কুমার। শেষে চেয়ারপার্সন মালা রায় হস্তক্ষেপ করে মেয়র পারিষদ অসীম বসুকে গান শুনিয়ে অধিবেশন শান্ত করার পরামর্শ দেন।

শুনানির নোটিশ

প্রতিবেদন : ইতিমধ্যেই প্রকাশ পেয়েছে রাজ্যের খসড়া ভোটার তালিকা। বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হল শুনানির নোটিশ পাঠানোর কাজ। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচন কমিশনের তরফে আবেদন জানানো হয়েছে যাতে প্রবীণ ও অসুস্থ ভোটারদের শুনানি বাড়িতে করা যায়। জাতীয় নির্বাচন কমিশনের অনুমোদন মিললে সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী আধিকারিকরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে শুনানির কাজ সারবেন। প্রথম পর্যায়ে ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় যাঁদের বাবা-মা বা ঠাকুরদা-ঠাকুরমার নাম পাওয়া যায়নি, তাদেরই নোটিশ পাঠানো হচ্ছে।

মামলা খারিজ

প্রতিবেদন : সরকারি নয়, ট্রাস্টের জমি। তাই মুর্শিদাবাদের বেলডাঙায় প্রস্তাবিত বাবরি মসজিদ নির্মাণ নিয়ে জনস্বার্থ মামলা শোনা হবে না। মসজিদ তৈরির সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে জনস্বার্থ মামলা এই যুক্তিতে খারিজ করল কলকাতা হাইকোর্ট। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান করতে গেলে রাজ্যের অনুমতি লাগবে। আবেদনকারীর ওই যুক্তিও উড়িয়ে দিল কলকাতা হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল ও বিচারপতি পার্থসারথি সেনের ডিভিশন বেঞ্চ।

এসএসসি মামলা : হাইকোর্টের রায় সুপ্রিম নির্দেশে কেপ্ট ইন অ্যাবায়েন্স-এ

প্রতিবেদন : এসএসসি-র ২০১৬ নিয়োগ প্রক্রিয়ায় গ্রুপ সি ও গ্রুপ ডি-র যোগ্য প্রার্থী তালিকা প্রকাশ নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ আপাতত কার্যকর করল না সুপ্রিম কোর্ট। এটি ‘কেপ্ট ইন অ্যাবায়েন্স’ স্তরে থাকবে। বৃহস্পতিবার এমনই নির্দেশ দিল শীর্ষ আদালতের বিচারপতি সঞ্জয় কুমার এবং বিচারপতি অলোক আরাধের বেঞ্চ। হাইকোর্টের বিচারপতি অমৃতা সিনহার নির্দেশ ছিল, তালিকায় ওয়েটিং লিস্টে থাকা যোগ্যরা বয়সের ছাড় পাবেন এবং নতুন নিয়োগে অংশগ্রহণ করতে পারবেন। তবে সুপ্রিম কোর্টের এদিনের রায়ের পরে বিচারপতি সিনহার ওই নির্দেশও ‘কেপ্ট ইন অ্যাবায়েন্স’ স্তরেই থাকবে। শীর্ষ আদালত এদিন জানিয়েছে, কলকাতা হাইকোর্টেই এই মামলার শুনানি হবে, যেখানে সব পক্ষকে হলফনামা জমা দিতে হবে। তারপরে সব দিক বিবেচনা করে শুনানি করবে হাইকোর্ট।

শতদ্রুর সংস্থার তিন কর্তাকে জেরা

প্রতিবেদন : যুবভারতী-কাণ্ডে এবার আরও গভীরে তদন্তে নামল বিশেষ তদন্তকারী দল। সল্টলেক স্টেডিয়ামে ১৩ ডিসেম্বরের অনুষ্ঠানে কে বা কারা প্রথম বিশৃঙ্খলা শুরু করেছিল, গ্যালারির কোন অংশ থেকে প্রথম জলের বোতল ছোঁড়া হয়, কারা গ্রাউন্ড অ্যাক্সেস কার্ড বিলি করেছিল, সবদিক খতিয়ে দেখছে চার আইপিএসের সিট। ধৃত শতদ্রু দত্তের সংস্থার লাল্টু দাস, অমিত দাস ও সম্বরণ কর্মকার নামে তিন কর্তাকে জেরা করা হচ্ছে। অনুমান, এরাই ভিআইপি পাস বিলির দায়িত্বে ছিলেন। এছাড়াও যারা সরকারি সম্পত্তি ভাঙচুরের পর হাতে করে চেয়ার, ফুলের টব বা অন্যান্য জিনিসপত্র বাড়ি নিয়ে গিয়েছেন, তাঁদের শনাক্ত করা হচ্ছে। স্টেডিয়ামের সমস্ত সিসিটিভি ফুটেজ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে ব্রডকাস্ট হওয়া আউটপুট লিংকও। ফুটেজ খুঁটিয়ে দেখে বোঝার চেষ্টা চলছে, কত জন দর্শক ওই দিন স্টেডিয়ামে উপস্থিত ছিলেন এবং কোন জায়গা থেকে প্রথম অশান্তির সূত্রপাত হয়। পুলিশ সূত্রে খবর, স্টেডিয়ামের লোয়ার টিয়ার থেকে মাঠে প্রথম বোতল ছোঁড়া হয়। তার পর ধীরে ধীরে অন্য ব্লক থেকেও বোতল ছোঁড়ার ঘটনা ঘটে।

আরও প্রকল্প ও লগ্নি

(প্রথম পাতার পর) এই মেগা পরিকল্পনার সবচেয়ে বড় অংশটি হল বিদ্যুৎক্ষেত্র। ভারতে এই প্রথমবার কোনও রাজ্যে ৫০০০ মেগাওয়াট আওয়ার ক্ষমতার একটি বিশাল ব্যাটারি স্টোরেজ প্রকল্প গড়ে তোলা হবে। এই একক প্রকল্পের জন্যই গ্রুপ প্রায় ১২,০০০ কোটি টাকা লগ্নি করবে। এই ব্যবস্থা কার্যকর হলে কলকাতা শহর প্রয়োজনীয় মোট বিদ্যুতের অন্তত ৫০ শতাংশ নবায়নযোগ্য শক্তি বা ‘রিনিউয়েবল এনার্জি’ থেকে পাবে, যা দেশের কোনও মেট্রো শহরের ক্ষেত্রে নজিরবিহীন। তাঁর সংযোজন, বিদ্যুৎ প্রকল্পের পাশাপাশি সামাজিক পরিকাঠামো নিয়ে তিনি ঘোষণা করেছেন, আরপি গোয়েঙ্কা ইন্টারন্যাশনাল স্কুল-এর দ্বিতীয় ক্যাম্পাস তৈরির জন্য ৫০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হচ্ছে। রাজ্যে বিশ্বমানের চিকিৎসা পরিষেবা পৌঁছে দিতে ১০০০ কোটি টাকা ব্যয় করে একটি অত্যাধুনিক হাসপাতাল তৈরি করা হচ্ছে। ২০২৬ সালের জানুয়ারি মাসের মধ্যে এই হাসপাতালটি চালুর লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। সঞ্জীব গোয়েঙ্কা এদিন স্পষ্ট জানান, আমি সমস্ত বিনিয়োগকারীদের বলব এগিয়ে আসুন এবং বাংলায় বিনিয়োগ করুন, কারণ বাংলা মানেই ব্যবসা। টিটাগড় রেল সিস্টেমের ভাইস চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর উমেশ চৌধুরী জানান, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি সবাইকে জানাতে চাই— আগে ২০০ ওয়াগন বানাতাম, ছোট একটা কারখানা ছিল। গত ১০-১২ বছরে আমরা ৩টি জায়গা তৈরি করতে পেরেছি। এখন ১০০০ ওয়াগন বানাই। রাজ্যে আমরাই এখন সবথেকে বড় ওয়াগন প্রস্তুতকারক। আমাদের সেখানে ‘একসেস’ ছিল না। মুখ্যমন্ত্রী নিজে জেলা পর্যালোচনা বৈঠকের সময় দায়িত্ব নিয়ে ঠিক করিয়েছেন। এখন তাই আমরা অনেকটাই উন্নতি করতে পেরেছি। এছাড়া আমরা রাজ্যে সবথেকে বড় রেলের কোচ প্রস্তুতকারক হতে চলেছি। মুখ্যমন্ত্রী নিজে ৩ বছর আগে প্যাসেঞ্জার ট্রেনের কোচ বানানোর কারখানার শিলান্যাস করেছিলেন। সেখানে জমি কম থাকায় সমস্যা হচ্ছিল। এবার আমরা সরকারের থেকে লিজে জমি পেয়েছি। তাই ১০০০ মেট্রো ও বন্দে ভারত কোচ তৈরি করার পরিকল্পনা করা হচ্ছে। তিনি বলেন, ফলতাতে একটা শিপইয়ার্ড হবে যেখানে ১৬ থেকে ১৮টি স্পেশালাইজড জাহাজ করব। কালই আমাদের নেভির প্রথম ‘মেক ইন ইন্ডিয়া ভেসেল’ উদ্বোধন হল আর ওখানে আমরা স্পেশালাইজড নেভি ভেসেল করব। এই ক্ষেত্রে জমি দেওয়া হয়েছে তাই আগামী ১ বছরের মধ্যেই উৎপাদন শুরু হয়ে যাবে। যে জিনিস আমাদের রাজ্য থেকে কেনা হবে প্রতি বছর তাতে ৬-৮,০০০ কোটি টাকার ব্যবসা হবে এমএসএমইর ও রাজ্যের শিল্পের। প্রায় ১০,০০০ মানুষের কর্মসংস্থান হবে। কথা দিচ্ছি আমরা বাংলাকেই প্রাধান্য দেব। মেক ইন ইন্ডিয়ার মতো মেক ইন বেঙ্গলকেই এগিয়ে নিয়ে যাব। বাংলার গর্ব ইঞ্জিনিয়ারিং ক্ষেত্র আর সেই দিক থেকে বাংলাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে আমাদের সাধ্যমতো চেষ্টা করব।

অম্বুজা নেওটিয়া গ্রুপের চেয়ারম্যান হর্ষবর্ধন নেওটিয়া। বঙ্গে পর্যটন-স্বাস্থ্যে আমূল পরিবর্তন প্রসঙ্গে তিনি জানান, গত ১৫ বছরে তাঁদের গ্রুপ বিভিন্ন খাতে প্রায় ১০,০০০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছে, যার ৭০ শতাংশই হয়েছে এই বাংলায়। আবাসন থেকে শুরু করে পর্যটন, শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য— প্রতিটি ক্ষেত্রেই আগামী কয়েক বছরে লগ্নি ও কর্মসংস্থানের এক বিশাল সুযোগ তৈরি হতে চলেছে।

অনেকটাই উন্নত হয়েছে বাংলার পর্যটন, শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যক্ষেত্র। ২০১৫ সালে শিক্ষাক্ষেত্রে আমরা নেওটিয়া বিশ্ববিদ্যালয় শুরু করেছি। শুরুতে সেদিন ছিল মাত্র ৪০ জন, আজ ৪০০০ পড়ুয়া এই বিশালাকায় ক্যাম্পাসে পড়ছে। আগামী ৩-৪ বছরের মধ্যেই ৮০০০ পড়ুয়া ভর্তি হতে পারবে বলেই মনে করছি। হসপিটালিটি ক্ষেত্রে রায়চকে আমরা একটি হোটেল দিয়ে শুরু করেছিলাম যার নাম এখন ‘তাজ গঙ্গা কুটির’। এখন আমরা বাংলায় সুনামের সঙ্গে ৭টি হোটেল চালাচ্ছি। আরও ১০টি হোটেলের চিন্তাভাবনা চলছে যার মধ্যে ৪টি নির্মাণাধীন। এ ছাড়াও ছিলেন সঞ্জীব পুরি, রুদ্র চট্টোপাধ্যায়, সঞ্জয় বুধিয়া, উমেশ চৌধুরী প্রমুখ। ছিলেন জিন্দল গোষ্ঠীর কর্ণধার সজ্জন জিন্দালের ছেলে পার্থ জিন্দাল ও রিলায়েন্স গোষ্ঠীর প্রতিনিধিরাও বাকিদের বক্তব্যকে সাধুবাদ জানান।

এরপর মুখ্যমন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে বলেন, কখনও কখনও রাজ্যের বিরুদ্ধে ভুয়ো খবর ছড়ানো হয়। টাকা নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় রাজ্যের বদনাম করা হয়। এই ভুয়ো খবরকে চ্যালেঞ্জ করছি। ব্যবসায়ীদের কাজ করার স্বাধীনতা দিতে হবে। সব ব্যাপারে সরকারের হস্তক্ষেপ প্রয়োজন নেই।

তাঁর সংযোজন, দেউচা-পাঁচামির কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। এর আগে ১২-১৬ ঘণ্টা লোডশেডিং হত। এখন ২৪ ঘণ্টা বিদ্যুৎ সরবরাহ হচ্ছে। ২ কোটি কর্মসংস্থান তৈরি হয়েছে। ৪০ শতাংশ বেকারত্ব কমানো গিয়েছে। পুরুলিয়ায় জঙ্গলসুন্দরী প্রকল্পের কাজ চলছে। তথ্য-প্রযুক্তিক্ষেত্রে এগিয়ে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ। এ-রাজ্যের সিলিকন ভ্যালি ৩৫ হাজার কোটির বিনিয়োগ টেনেছে। বাংলায় পর্যটনশিল্প আন্তর্জাতিক স্তরেও স্বীকৃত।

শুরু ক্রিসমাস ফেস্টিভ্যাল

(প্রথম পাতার পর)

উৎসবই সেই মানসিক স্বস্তি দেয়। সব সময় কেন শুধু টেনশন থাকবে? সেই প্রশ্নও তোলেন তিনি।

মঞ্চ থেকে মুখ্যমন্ত্রী জানান, রাজ্যে ইতিমধ্যেই প্রচুর বিদেশি পর্যটক এসেছেন। তাঁর লক্ষ্য, বিদেশি পর্যটক আকর্ষণের নিরিখে দেশ জুড়ে পশ্চিমবঙ্গকে এক নম্বরে তুলে ধরা। তিনি বলেন, উৎসব শুধু আনন্দ নয়, পর্যটনেরও বড় মাধ্যম। অ্যালেন পার্কের পাশাপাশি এ দিন রাজ্যের আরও ১৪টি জায়গায় একসঙ্গে ক্রিসমাস উৎসবের সূচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর কথায়, এখন কোনও উৎসব এলেই চারদিক সেজে ওঠে। বাংলা সব ধর্ম ও বর্ণকে সম্মান করে। জানি না কেন কেউ কেউ এই রাজ্যকে বদনাম করে। মেলা থেকে খেলা— সব কিছুই বাংলার মানুষ ভালবাসে। মেলা-খেলা সারা বিশ্বের মানুষের মধ্যে এক ধরনের কমন ব্রিজ তৈরি করে।

মুখ্যমন্ত্রী জানান, বড়দিন উপলক্ষে পার্ক স্ট্রিট এলাকা বিশেষ ভাবে সাজানো হচ্ছে। বিভিন্ন দোকান ও আলোকসজ্জার ব্যবস্থা থাকছে। বৃহস্পতিবার থেকে আগামী ৫ জানুয়ারি পর্যন্ত উৎসবের আবহ বজায় থাকবে। মানুষের জীবনে নানা চিন্তার মধ্যেও এই ধরনের উৎসব কিছুটা হলেও মানসিক স্বস্তি দেয় বলেই মন্তব্য করেন তিনি। বড়দিন উপলক্ষে নিজের দলের মন্ত্রীদের চার্চে-চার্চে যাওয়ার কথাও বলেন মুখ্যমন্ত্রী। নিজেও চার্চে যাবেন বলে জানান তিনি।

শুধু কলকাতাতেই নয়, এ বছর দার্জিলিং, কালিম্পং, আসানসোল, জলপাইগুড়ি, চন্দননগর, ব্যান্ডেল, কৃষ্ণনগর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বারুইপুর, আলিপুরদুয়ার, হাওড়া এবং বিধাননগরেও ক্রিসমাস ফেস্টিভ্যালের আয়োজন করা হচ্ছে। মঙ্গলবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এই ঘোষণা করেছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন। তিনি জানান, ২০১১ সাল থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় এই ক্রিসমাস ফেস্টিভ্যাল শুরু হয়। এ বছর তা ১৫ বছরে পা দিল।

১৫ ডিসেম্বর থেকে শুরু হয়ে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলবে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। কলকাতার পার্ক স্ট্রিট সংলগ্ন অ্যালেন পার্কে কলকাতা পুলিশের সহযোগিতায় মূল অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। নতুন বছরের উৎসবের মধ্য দিয়েই ৫ জানুয়ারি এই ক্রিসমাস ফেস্টিভ্যালের পর্দা নামবে। একাধিক ফুড স্টল ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এ বছরের উৎসবকে স্মরণীয় করে তোলার লক্ষ্য উদ্যোক্তাদের।

আমার বাংলা
19 December, 2025 • Friday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

চিতাবাঘের মুখ থেকে ছেলেকে ফেরালেন মা

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি : বাড়ি উঠোনে বসে ছেলেকে খাইয়ে দিচ্ছিলেন মা। চা-বাগান এলাকায় তখন সবে সন্ধে নেমেছে। হঠাৎ করে ঝপ করে শব্দ। সামনে হাজির আস্ত এক চিতাবাঘ! মায়ের চোখের সামনে বাড়ির উঠোন থেকে ছেলেকে টেনে হেঁচড়ে তুলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। বুধবার সন্ধ্যায় জলপাইগুড়ির কলাবাড়ির ঘটনা। সেখানেই মায়ের সামনে থেকে বাড়ির উঠোন থেকেই এক শিশুকে তুলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে চিতাবাঘ। জখম শিশুর নাম পত্রিকা ওঁরাও (১০)। সে কারবালা চা বাগানের বাধ লাইনের বাসিন্দা। জানা গিয়েছে, বুধবার সন্ধ্যাবেলা শিশুটির মা বাড়ির উঠোনে তাকে খাওয়াচ্ছিলেন। সেই সময় আচমকাই একটি চিতাবাঘ বাড়ির উঠোনে ঢুকে শিশুটির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং তাকে তুলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। মায়ের চিৎকারে আশপাশের লোকজন ছুটে এলে চিতাবাঘটি শিশুটিকে ফেলে দিয়ে চা বাগানের ভিতরে পালিয়ে যায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছেছেন বনদপ্তরের আধিকারিকরা। গুরুতর জখম অবস্থায় জখম শিশুটিকে উদ্ধার করে প্রথমে বানারহাট হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় সেখান থেকে পরে স্থানান্তরিত করা হয় মালবাজার সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে। বিন্নাগুড়ি বন্যপ্রাণী স্কোয়াডের রেঞ্জার হিমাদ্রি দেবনাথ-সহ বনকর্মীরা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখছেন। উল্লেখ্য, কলাবাড়ি চা বাগান এলাকা থেকে সাতটি চিতাবাঘ খাঁচাবন্দি করা হয়েছে। হামলার ঘটনা বাড়তে থাকায় এলাকায় ১০ জন বনকর্মী মোতায়েন করা হয়েছে এবং দুটি টহলদারি গাড়িও রাখা হয়েছে। বর্তমানে বনদফতরের কলাবাড়ি এলাকার শ্রমিক বস্তিগুলিকে জাল দিয়ে ঘিরে ফেলার কাজ শুরু হয়েছে, যাতে চিতাবাঘ লোকালয়ে ঢুকতে না পারে।

■ জখম বালকের চিকিৎসা চলছে।

রাস্তার শিলান্যাস

● আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান প্রকল্পে আবেদন পাওয়ামাত্রই শুরু উন্নয়নের কাজ। মালদহের ইংরেজবাজার পুর এলাকার ৫নং ওয়ার্ডে সিঙ্গাতলা থেকে পিরোজপুর পর্যন্ত রাস্তার সংস্কার কাজের সূচনা হল বৃহস্পতিবার। ছিলেন ইংরেজবাজার পুরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরী, কাউন্সিলর সুমিতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। চেয়ারম্যান জানিয়েছেন, পাঁচ লক্ষ টাকা ব্যয়ে রাস্তার সংস্কার কাজ হবে।

বৈঠকে অনীত

● পাহাড়ের ৩১৩ জন শিক্ষককে নিয়ে বৃহস্পতিবার বৈঠক করলেন জিটিএ প্রধান অনীত থাপা। শিক্ষকদের সঙ্গে কথা বলেন তিনি। দার্জিলিং ও কালিম্পংয়ে জিটিএ-র অধীন প্রতিটি সরকারি স্কুলে অনির্দিষ্টকালের বনধের ডাক দেয় সংযুক্ত মাধ্যমিক শিক্ষক সংগঠন। বৈঠকে সমাধানের পথ খোঁজা হয়।

শহর কমিটি

● রায়গঞ্জে মহিলা তৃণমূলের নতুন শহর কমিটি ঘোষণা। সভানেত্রী হলেন শিল্পী দাস। সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধিতে বড় পদক্ষেপ নিল উত্তর দিনাজপুর জেলা তৃণমূল কংগ্রেস। বৃহস্পতিবার রায়গঞ্জ জেলা তৃণমূল কার্যালয়ে আয়োজিত এক কর্মসূচির মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে মহিলা তৃণমূলের রায়গঞ্জ শহর কমিটি গঠন করা হলো। কমিটির সভানেত্রী হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন শিল্পী দাস। এদিন শিল্পী দাস জানান, রায়গঞ্জ শহরের ২৭টি ওয়ার্ডের সাংগঠনিক কাজ পরিচালনা করতে ৩৭ জনের একটি শক্তিশালী শহর কমিটি গঠন করা হয়েছে।

উন্নয়নের পাঁচালি

● বাংলার গৌরবোজ্জ্বল ১৫ বছরের উন্নয়নের খতিয়ান উন্নয়নের পাঁচালি এই উন্নয়নের গতিধারাকে প্রতিটি বাড়িতে পৌঁছে দেওয়ার সূচনা হল ফাঁসিদেওয়া খড়িবাড়ি বিধানসভার খড়িবাড়ি ব্লকের বাতাসি বাসস্ট্যান্ড থেকে।

তালিকা নিয়ে কমিশনে তৃণমূল

সংবাদদাতা, কোচবিহার : জীবিত অথচ তাদের কাউকে বলা হচ্ছে মৃত আবার কাউকে দেখানো হচ্ছে স্থায়ীভাবে স্থানান্তরিত। এমন ১২ জন নামের তালিকা নির্বাচন কমিশনকে দিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক। বুধবার সর্বদলীয় বৈঠকে নির্বাচন কমিশনের রোল অবজারভার পঙ্কজ যাদবকে এ ব্যাপারে অভিযোগ জানান তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিনিধি অভিজিৎ দে ভৌমিক। তিনি আরও অভিযোগ করেন কেন ৬৫ হাজার জন ভোটার আনম্যাপড হওয়া সত্ত্বেও তাদের তালিকা প্রকাশ করছে না কমিশন? হিয়ারিং-এর নোটিশ তাড়াতাড়ি পৌঁছাতেও কমিশনের ওপরে চাপ বাড়ান জেলা সভাপতি। কমিশন হিয়ারিং-এর জন্য পঞ্চাশটি জায়গা চিহ্নিত করলেও যাতে ভিড়ে কারোর কোনও সুবিধা না হয় সেজন্য বেশি জায়গাতে হিয়ারিং-এর জায়গা চিহ্নিত করতে কমিশনকে অনুরোধ জানায় তৃণমূল কংগ্রেস। কোচবিহারে দু'জন সরকারি কর্মীকে আপাতত শোকজ করেছে কোচবিহার নির্বাচন কমিশন। জানা গেছে কোচবিহার দক্ষিণ বিধানসভার ৫৪ নম্বর বুথে এক দম্পতি এনুমারেশন ফর্ম পূরণের পরেও তাদের মৃত বলা হয়েছে প্রকাশিত খসড়া ভোটার তালিকায়।

জলসরবরাহ নিয়ে বৈঠক করল শিলিগুড়ি পুরনিগম

সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি : বিদ্যুৎ দফতরের শীতকালীন মেরামতির কারণে জলসরবরাহে যেন প্রভাব না পরে সে বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করল শিলিগুড়ি পুরনিগম। বৃহস্পতিবার পুরনিগমে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হল। ডাব্লুবিএসইডিসিএল ও জনস্বাস্থ্য কারিগরি দফতর-র আধিকারিকদের সঙ্গে এই বৈঠকে বসেন পুরনিগম কর্তৃপক্ষ। মূলত বিদ্যুৎ দফতরের শীতকালীন মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজের সময়সূচি এবং তার প্রভাব জল সরবরাহ ব্যবস্থার উপর কীভাবে পড়বে, তা নিয়েই বিস্তারিত আলোচনা হয়। বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মেয়র জানান, বিদ্যুৎ দফতরের শাটডাউন ও নতুন পাইপলাইন বসানোর কাজের জন্য শহরের একাধিক ওয়ার্ডে সাময়িকভাবে জল পরিষেবা বিঘ্নিত হওয়ার বিজ্ঞপ্তি আগেই জারি করা হয়েছে। পরিস্থিতি মোকাবিলায় পুরনিগম সবরকম প্রস্তুতি নিচ্ছে বলে আশ্বস্ত করেন তিনি। পৌরনিগমের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, ওয়ার্ড নম্বর ১ থেকে ৪৭-এর সমস্ত এলাকায় আগামী ২৮ ডিসেম্বর ২০২৫ এবং ১৮ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখে পানীয় জল সরবরাহ সম্পূর্ণভাবে বন্ধ থাকবে। এছাড়াও, ওয়ার্ড ৩১ থেকে ৩৫ এলাকায় ৮ জানুয়ারি ২০২৬ এবং ওয়ার্ড ৩৬ থেকে ৪৪ এলাকায় ২১ ডিসেম্বর ২০২৫ ও ২৫ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখে জল পরিষেবা ব্যাহত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। মেয়র জানান, যেসব এলাকায় জল সংকট বেশি হবে, সেখানে পুরনিগমের তরফে ট্যাংকারের মাধ্যমে পানীয় জল পৌঁছে দেওয়া হবে।

■ বৈঠকে গৌতম দেব, রঞ্জন সরকার প্রমুখ।

পাচার রুখল পুলিশ

সংবাদদাতা, মালদহ : মাদক পাচারের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে ফের বড় সাফল্য পেল গাজোল থানার পুলিশ। গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে বিশেষ অভিযান চালানো হয়। গ্রেফেতার হয়েছে এক যুবক। ধৃতের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে ১ কিলো ৪১৭ গ্রাম হেরোইন। পুলিশ জানিয়েছে, ৫১২ নম্বর জাতীয় সড়কের রাঙ্গাভিটা এলাকায় অভিযান চালানো হয়। সন্দেহজনকভাবে ঘোরাঘুরি করতে দেখা যায় কালিয়াচকের বাসিন্দা সোহিন শেখ (২৩)-কে। তাকে আটক করে তল্লাশি চালানো হলে ১৪টি প্যাকেটের মধ্যে ব্রাউন শুগার উদ্ধার হয়। বৃহস্পতিবার তাকে মালদহ জেলা আদালতে পেশ করা হয়। পুলিশের এই অভিযানে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

পথশ্রী প্রকল্পে রাস্তা নির্মাণ

সংবাদদাতা, রায়গঞ্জ : পথশ্রী প্রকল্পের মাধ্যমে রাস্তার নির্মাণকাজের। শুভ শিল্যানাস করলেন বিধায়ক ও জেলা সভাধিপতি। বৃহস্পতিবার করণদীঘি ব্লকের লাহুতারা ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের ৩টি রাস্তার কাজের সূচনা করেন করণদিঘির বিধায়ক গৌতম পাল।

■ সূচনায় গৌতম পাল, পম্পা পাল প্রমুখ।

কোচবিহারে শুরু বইমেলা

সংবাদদাতা, কোচবিহার : কোচবিহারে রাসমেলার মাঠে বৃহস্পতিবার বইমেলার উদ্বোধন করেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ। বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, অভিজিৎ দে ভৌমিক, পার্থপ্রতিম রায়, জেলাশাসক রাজু মিশ্র, আব্দুল জলিল আহমেদ, রজত বর্মা-সহ অতিথিরা। এবছর বইমেলায় অমিয়ভূষণ স্মৃতি পুরস্কার পেয়েছেন কবি ও অধ্যাপক অলোক সাহা। তাঁকে দশ হাজার টাকার চেক সাম্মানিক দেওয়া হয়। অরুণেশ ঘোষ স্মৃতি পুরস্কার পেয়েছেন কবি অঞ্জনা দে ভৌমিক। এদিন বইমেলা শুরুর আগে বই এর জন্য হাঁটুন পদযাত্রায় শামিল হয়েছিল জেলার বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা। ১৬০টি বুক স্টল রয়েছে বইমেলায়। লোকাল লাইব্রেরি অথরিটির ব্যবস্থাপনায় ও গ্রন্থাগার দফতরের উদ্যোগে এই বইমেলায় অসম ও কলকাতার প্রকাশকরা বইয়ের পসরা সাজিয়েছেন।

■ উদ্বোধনে উদয়ন গুহ, রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, অভিজিৎ দে ভৌমিক, পার্থপ্রতিম রায় প্রমুখ।

সন্ধের আকাশে রহস্যময় আলো, সতর্কতায় প্রচার

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি : সন্ধের আকাশে রহস্যময় আলো, বিকট শব্দ! বৃহস্পতিবার 'চিকেন্স নেক' হিসাবে পরিচিত সংবেদনশীল জলপাইগুড়ির আকাশে এমন আলো দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন স্থানীয়রা। এরই সঙ্গে বিকট শব্দ শুনে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসেন অনেকে। ঘটনাকে ঘিরে যাতে কোনও রকম গুজব বা আতঙ্ক ছড়াতে না পারে, সে-কারণে প্রশাসনের তরফে শুরু হয় সতর্কতার মাইকিং। এ বিষয়ে জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশ সুপার জানান, আমরা আমাদের সমস্ত পুলিশ কর্মীকে সক্রিয় করেছি এবং সাধারণ মানুষকেও অনুরোধ করা হয়েছে, কেউ যদি নির্দিষ্ট কোনও স্থানের তথ্য পান, তাহলে জানাতে। এটি উল্কাবৃষ্টি না অন্য কিছু তা নির্দিষ্টভাবে রাত পর্যন্ত জানা যায়নি।

চিলাপাতায় বনগ্রামবাসী দিবস

সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার : আদিবাসী সাংস্কৃতিকে তুলে ধরে আলিপুরদুয়ার এক নম্বর ব্লকের চিলাপাতায় আনুষ্ঠিত হল অষ্টম বর্ষ বন গ্রামবাস দিবস। এদিন ওই উৎসবের জন্য সেজে উঠেছিল জলদাপাড়া বন বিভাগের চিলাপাতা এলাকা। ২০০৬ সালে সংসদে পাশ হয় বন অধিকার আইন। সেই আইনেই বনাঞ্চলের জমির অধিকার পেয়েছে বনগ্রামের মানুষজন। এই জমির অধিকার পাওয়ার বিষয়টিকে উদযাপনের মধ্য দিয়ে প্রতিবছর পালন করে বনগ্রামবাসীরা। বৃহস্পতিবার চিলাপাতায় অষ্টম বর্ষ এই বন গ্রামবাসী দিবস উদযাপন হয়। সকালে বিভিন্ন জানজাতির পোশাক পরে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা আনুষ্ঠিত করে উদ্যোক্তারা। তার মধ্য দিয়েই এদিন অনুষ্ঠানের শুভসূচনা হয়। এরপর চিলাপাতা আন্ডু বস্তিতে চলে বিভিন্ন জানজাতির নানান সংস্কৃতির অনুষ্ঠান। ডুকপা, মেচ, রাভা, সাঁওতাল, গারো, মুন্ডা,গোর্খা ও আদিবাসী সহ নানা জাতি উপজাতির মানুষ হাজির হন এই অনুষ্ঠানে। তাদের সংস্কৃতির খাওয়াদাওয়া পোশাক সেখানে বিক্রিও হয় বিভিন্ন স্টলে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমার বাংলা

19 December, 2025 • Friday • Page 9 || Website - www.jagobangla.in

৯
১৯ ডিসেম্বর ২০২৫
শুক্রবার

বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক আছে সন্দেহে স্ত্রী জুলি বিবিকে খুনের অভিযোগে বীরভূমের তপন গ্রামের স্বামী মুজিবর শেখকে গ্রেফতার করল মাড়গ্রাম থানার পুলিশ। বুধবার সন্ধ্যায় প্রতিবেশীর বাড়ি যাওয়ার পথে পিছন থেকে তাঁর মাথায় ধারালো অস্ত্রের কোপ মারলে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় জুলির

■ বাংলার গৌরবোজ্জ্বল ১৫ বছর নিয়ে জেলায় জেলায় চলছে রাজ্য সরকারের উন্নয়নের পাঁচালি শীর্ষক প্রচারাভিযান। বুধবার ঝাড়গ্রাম শহর তৃণমূলের 'উন্নয়নের পাঁচালি' ট্যাবলোটি পতাকা নেড়ে সূচনা করেন মন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা। ছিলেন শহর তৃণমূল সভাপতি নবু গোহালা। পরে পদযাত্রা করেন তাঁরা।

■ খসড়া তালিকা প্রকাশের পর থেকে আনম্যাপড ভোটারদের পাশে দাঁড়াতে সেচমন্ত্রী মানস ভুঁইয়া বুধবার পুরুলিয়ার দুলমিতে জেলা তৃণমূল কার্যালয়ে দলিয় নেতৃত্বকে নিয়ে বৈঠক করেন। বৈঠকে মন্ত্রীর নির্দেশ, যে সকল ভোটার আনম্যাপড তালিকায় রয়েছেন তাঁদের শুনানি যাতে সঠিকভাবে হয় তার সবরকম বন্দোবস্ত করতে হবে নেতাদের।

গদ্দারের বুথে বাদ গেল দুই বৈধ মহিলা ভোটারের নাম

প্রতিবেদন : এবার বিরোধী দলনেতা গদ্দার অধিকারীর নিজের বুথেই বাদ বৈধ ভোটারের নাম! কোনও অনুপ্রবেশকারী বাংলাদেশি কিংবা রোহিঙ্গা নয়, নির্বাচন কমিশনের খসড়া ভোটার তালিকা থেকে বাদ গিয়েছে নন্দীগ্রামের হিন্দু ধর্মাবলম্বী মানুষের নাম। অভিযোগ, খসড়া ভোটার তালিকায় ৭৯ নং বুথের একাধিক বৈধ ভোটারের নাম বাদ গিয়েছে। ডাকা হয়েছে হিয়ারিংয়ে। নন্দীগ্রামের যে নন্দনায়কবাড় বুথের ভোটার স্বয়ং বিরোধী দলনেতা, সেই বুথেই খসড়া তালিকায় নাম নেই স্থানীয় বাসিন্দা রানা পরিবারের দুই ব্যক্তির। যা নিয়ে কমিশন ও বিজেপির বিরুদ্ধে সংবাদমাধ্যমের কাছে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন পরিবারের অন্য সদস্যরা। তাঁদের দাবি, রোজগারের চিন্তা করব না এখন নাগরিকত্ব প্রমাণের জন্য কাগজপত্র নিয়ে ছোটাছুটি করব? রোজগার না হলে খাব কী?

১৮ দিনে সেবাশ্রয়-২

সংবাদদাতা, ছাতনা : সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে প্রথম ১৭ দিনেই ১ লক্ষের গণ্ডি ছুঁয়েছে সেবাশ্রয়-২। প্রতিদিন উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছে স্বাস্থ্য পরিষেবা নিতে আসা মানুষের সংখ্যা। বৃহস্পতিবার ১৮তম দিনের শেষে সেবাশ্রয়-২ স্বাস্থ্যশিবিরে মোট ১,১১,৩৮২ জন মানুষ বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরিষেবা পেয়েছেন। এদিন বজবজের ৩৪টি স্বাস্থ্যশিবিরে পরিষেবা পেয়েছেন ৮,৬৯৬ জন। মোট ৪,১৩৬ জনকে চিকিৎসার পর বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র দেওয়া হয়েছে। ৪,৪৮৩ জনের বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা বিনামূল্যে সম্পন্ন হয়েছে। এদিন ৪৭ জনকে উন্নত চিকিৎসার জন্য বেসরকারি হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে।

ডাম্পারের ধাক্কা, মৃত দুই

সংবাদদাতা, ছাতনা : মায়ের সঙ্গে ঝগড়া করে বাড়ি থেকে নিখোঁজ হয়ে যান বাবা। বাবাকে খুঁজতে গিয়ে বাইক ও ডাম্পারের মুখোমুখি ধাক্কায় ছাতনায় মৃত্যু হল ছেলে ও তাঁর এক সঙ্গীর। বুধবার দুপুরে ঝগড়া করে বেরিয়ে যান পুরুলিয়ার ঘোড়ামুর্গা গ্রামের বুধন মণ্ডলের বাবা। সন্ধ্যায় বাড়ি না ফেরায় বাইকে করে বাবার খোঁজে বের হন বুধন। তিলনা এলাকায় বাইকটিকে একটি ডাম্পার সামনে থেকে ধাক্কা মারলে ৩ জনই রাস্তায় ছিটকে পড়েন। বুধন ও বিপদতারণ ঘোষালকে মৃত বলে জানান চিকিৎসকরা। গুরুতর জখম বাপি ঘোষকে বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যালে স্থানান্তরিত করা হয়।

বিধায়ক ও জেলা নেতৃত্বের উপস্থিতিতে বড়জোড়ায় প্রস্তুতিসভা

'উন্নয়নের পাঁচালি' বাস্তবায়নে জোর

সংবাদদাতা, বাঁকুড়া : বড়জোড়া বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক কার্যালয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে রাজ্যের গৌরবোজ্জ্বল ১৫ বছর নিয়ে 'উন্নয়নের পাঁচালি'প্রচারাভিযান কর্মসূচির প্রস্তুতিতে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হল। এই কর্মসূচি কীভাবে, কোন অঞ্চলে এবং কোন তারিখে অনুষ্ঠিত হবে, তা নিয়েই মূলত বিস্তারিত আলোচনা হয় বৈঠকে। আলোচনায় অংশ নেন বড়জোড়ার বিধায়ক অলোক মুখোপাধ্যায়, বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল চেয়ারম্যান বিক্রমজিৎ চট্টোপাধ্যায়, জেলা শ্রমিক সংগঠনের সভাপতি প্রদীপ চক্রবর্তী, ব্লক তৃণমূল সভাপতি-সহ দলের বিভিন্ন স্তরের গুরুত্বপূর্ণ নেতা ও প্রতিটি অঞ্চল

■ বড়জোড়ায় বিধায়কের কার্যালয়ে বৈঠকে অলোক মুখোপাধ্যায়-সহ জেলা নেতারা।

সভাপতিরা। বৈঠক শেষে বড়জোড়ার বিধায়ক অলোক মুখোপাধ্যায় জানান, আমাদের দলের দিদির পাঁচালি নামে যে কর্মসূচি আসছে, সেই কর্মসূচি কোন অঞ্চলে কবে হবে, কীভাবে পরিচালিত হবে এবং কীভাবে তা মানুষের কাছে সরকারের উন্নয়নের বার্তা পৌঁছে দেবে, সেই সমস্ত বিষয় নিয়েই আজ দলের সকল নেতৃত্ব মিলে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এই কর্মসূচির মাধ্যমে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প ও সাফল্যের কথা সাধারণ মানুষের সামনে তুলে ধরাই মূল লক্ষ্য। বড়জোড়া বিধানসভা এলাকাজুড়ে আগামী দিনে ধারাবাহিকভাবে এই কর্মসূচি বাস্তবায়নের প্রস্তুতি চলছে। তাই নিয়েই হল এই প্রস্তুতিসভা। এরপর দলের নেতা ও কর্মীরা ধারাবাহিকভাবে এই জেলাজুড়ে শহরে ও গ্রামে রাজ্যের গৌরবাজ্জ্বল ১৫ বছর নিয়ে প্রচারাভিযান চালিয়ে যাবেন।

■ বিহারের মুখ্যমন্ত্রীর ডাক্তার নুসরত পারভিনের হিজাবে হাত দেওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রতিবাদ মিছিলের নেতৃত্বে প্রিয়দর্শিনী হাকিম।

ধস অন্ডালের খনিতে, বাড়ছে ক্ষোভ

সংবাদদাতা, অন্ডাল : অন্ডালের খাস কাজরায় ১০/১১ কোলিয়ারির জনবসতির খুব কাছেই আচমকা ৫০ ফুটের বেশি এলাকা জুড়ে ধস নামায় আতঙ্কিত এলাকাবাসী। বৃহস্পতিবার দুপুরের ঘটনা। এক বছর আগে এই এলাকাতেই বিশাল আকারের ধসের ফলে স্থানীয় বাসিন্দারা এলাকা ছেড়ে অন্যত্র পালাতে বাধ্য হন। পরে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে তাঁরা বাড়ি ফিরে আসেন। সেই এলাকার একটু দূরেই ফের ধস নামায় আবারও আতঙ্কিত এলাকাবাসী। স্থানীয় বাসিন্দা রাম টুডু, বাবুলাল প্রধান ও শ্রমিক নেতা প্রদীপ মহাপাত্ররা জানান, ইসিএলের আধিকারিকদের মিস ম্যানেজমেন্টের জন্যই এই এলাকায় বারবার এত ধস হয়। এই ধসের কারণ ইসিএল কর্তৃপক্ষের গাফিলতি। প্রদীপবাবু বলেন, ওরা শ্রমিক এবং তাঁদের আবাসনের নিরাপত্তার কথা ভাবেন না।

প্রান্তিক, পিছিয়ে-পড়া জনগোষ্ঠীর আইনি অধিকার নিয়ে শিবির

সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম : জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে এবং কুলটিকরি শিক্ষক শিক্ষণ মহাবিদ্যালয় এবং ললিতা বারিক মেমোরিয়াল ইনস্টিটিউট অফ ফামাসি কলেজের ব্যবস্থাপনায় কুলটিকরি বিএড কলেজের সেমিনার হলে একটি আইনি সচেতনতা শিবির অনুষ্ঠিত হল। উপস্থিত ছিলেন ঝাড়গ্রাম জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের সচিব তথা বিচারক রিহা ত্রিবেদী, জেলা পারিবারিক আদালতের বিচারক দেবপ্রিয় বসু, জেলা আদালতের সিভিল জুনিয়র ডিভিশন বিচারক শ্রুতি সিং, সাইবার ক্রাইম থানার এসআই নীলাদ্রি প্রামাণিক, আইনজীবী উত্তম বেজ, সাঁকরাইলের বিডিও অভিষেক ঘোষ, প্রাক্তন শিক্ষক সর্বেশ্বর মহাপাত্র প্রমুখ। এছাড়াও ছিলেন অধিকার মিত্র কৌশিক ভূঁইয়া ও অনুপম ঘোষ। সাধারণ মানুষ, বিশেষত প্রান্তিক ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর মধ্যে আইনের সঠিক প্রয়োগ এবং

■ আইনি সচেতনতা শিবিরের বক্তারা।

নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এই শিবিরের আয়োজন। শিবিরে বক্তারা নারী ও শিশু সুরক্ষা আইন, জমি সংক্রান্ত আইন-সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা করেন। দুঃস্থ ও অসহায় মানুষ কীভাবে বিনামূল্যে আইনি সহায়তা পেতে পারেন, সে বিষয়েও আলোকপাত করা হয়। সাইবার অপরাধ ও তার আইনি প্রতিকার নিয়ে এসআই নীলাদ্রি প্রামাণিক আলোচনা করেন। শিবিরে উপস্থিত মানুষের ব্যক্তিগত সমস্যা নিয়ে উপযুক্ত পরামর্শ দেন আইনজীবীরা।

শাবক-সহ মা ও দুই দাঁতালকে এলাকা থেকে সরাতে পারছেন না বনকর্মীরা, জারি সতর্কতা

সংবাদদাতা, বাঁকুড়া : বড়জোড়ার সাহারজোড়ার জঙ্গল থেকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে থাকা হাতির দলকে বিষ্ণুপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর দিকে ঠেলে দিতে পারলেও ১৪ দিনের শাবক-সহ তার মা এবং দুটি দাঁতাল হাতি সাহারজোড়ার জঙ্গলে এখনও রয়ে গিয়েছে।শাবকটিকে রক্ষার চেষ্টায় মহিলা ও পুরুষ হাতিগুলি হিংসাত্মক অবস্থায় থাকায় কাছে ঘেঁষতে দিচ্ছে না বনকর্মী এবং গ্রামবাসীদের। ফলে বনকর্মী এবং এলাকাবাসী আতঙ্কে

সোনামুখী রেঞ্জের বিভিন্ন এলাকায় এখনও ঘুরে বেড়াচ্ছে ১৭টি হাতি

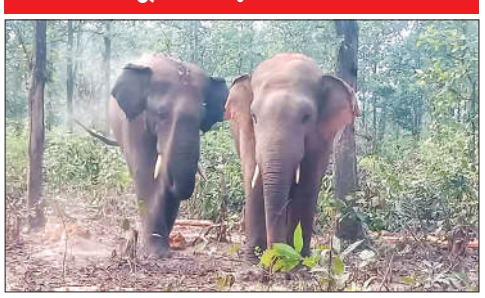

রয়েছেন। জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার পর্যন্ত মোট ১৭টি হাতি রয়েছে বড়জোড়া ও সোনামুখী রেঞ্জে। এর মধ্যে বড়জোড়া রেঞ্জের উত্তর সরাগোড়ায় ৩টি ও সাহারজোড়ায় ৪টি এবং সোনামুখী রেঞ্জের করঞ্চমণি খয়রাসোলে ৯টি এবং বাঁধগাবায় ১টি হাতি এখনও অবস্থান করছে। এই সমস্ত এলাকা এবং পার্শ্ববর্তী এলাকার মানুষকে সতর্ক থাকার অনুরোধ করেছেন বাঁকুড়া উত্তর বনবিভাগের বিভাগীয় বনাধিকারিক।

বাইকের ধাক্কায় মৃত্যু টোটোযাত্রীর

সংবাদদাতা, পুরুলিয়া : বাইকের ধাক্কায় টোটো থেকে ছিটকে পড়ে মৃত্যু হল এক টোটোযাত্রীর। ঘটনায় আহত অন্য যাত্রী-সহ টোটোচালক ও বাইক আরোহী। টোটোটি বাঘমুন্ডি থেকে কালিমাটি যাওয়ার সময় বাইক এসে টোটোকে সজোরে ধাক্কা মারলে কয়েকজন যাত্রী-সহ চালক রাস্তায় ছিটকে পড়েন। স্থানীয়রা দ্রুত উদ্ধার করে স্থানীয় পাথরডি ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে গেলে চিকিৎসক টোটোযাত্রী কেকলি বাগতিকে (৪৫) মৃত ঘোষণা করেন। টোটোচালককে অন্যত্র স্থানান্তরিত করা হয়।

১০
১৯ ডিসেম্বর ২০২৫
শুক্রবার

আমার বাংলা

19 December, 2025 • Friday • Page 10 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

গড়বেতায় উন্নয়নের পাঁচালি উদ্বোধন করলেন বিধায়ক

সংবাদদাতা, মেদিনীপুর : আগামী বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে এবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের খতিয়ান সাধারণ মানুষের কাছে তুলে ধরতে উন্নয়নের পাঁচালি কর্মসূচি গ্রহণ করেছে শাসক দল। বৃহস্পতিবার পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার গড়বেতা এক নম্বর ব্লকে উন্নয়নের পাঁচালির উদ্বোধন করলেন গড়বেতা বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক উত্তরা সিংহ হাজরা। এছাড়াও ছিলেন জেলা পরিষদের সদস্য শান্তনু দে, ব্লক তৃণমূল সভাপতি অসীম সিংহরায়, ব্লক সভানেত্রী মিঠু পতিহার, সাবিনা বেগম-সহ অন্য তৃণমূল নেতা-কর্মীরা। মূলত এই কর্মসূচির মধ্যে দিয়ে মাইকিংয়ের সাহায্যে সাধারণ মানুষের কাছে তুলে ধরা হবে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের একাধিক প্রকল্প। পাশাপাশি গড়বেতা ২বি ব্লকে উন্নয়নের পাঁচালি উদ্বোধন করেন বিধায়ক।

সহকর্মীদের নিয়ে উদ্বোধনে বিধায়ক উত্তরা সিংহ হাজরা।

দুর্গাপুরের ১,২ ও ৩ এবং কাঁকসা ব্লকে ঘুরবে উন্নয়নের পাঁচালির ট্যাবলো। বৃহস্পতিবার সকালে ইস্পাত নগরীতে নিজের বাসভবনের সামনে তার সূচনা করলেন মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার। ছিলেন ব্লক সভাপতি ও কর্মী-সমর্থকেরা।

চাকরির মেয়াদ বাড়াল আদালত

(প্রথম পাতার পর) প্রতি আস্থার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এই সময় সীমার মধ্যে আগের শিক্ষকেরা আগের মতোই কাজ চালিয়ে যেতে পারবেন।

বিচারপতি সঞ্জয় কুমারের বেঞ্চের এই নির্দেশে পরিষ্কার ওয়েস্ট বেঙ্গল সেন্ট্রাল স্কুল সার্ভিস কমিশন স্বচ্ছতা এবং দায়বদ্ধতার সঠিক পথেই এগোচ্ছে।

সুপ্রিম-নির্দেশে বাতিল হওয়া এসএসসির 'যোগ্য' শিক্ষকদের চাকরির মেয়াদ বাড়ানোর আবেদন জানিয়েছিল মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। এই আবেদনের ভিত্তিতে সময়সীমা বাড়ানোর নির্দেশ দিল শীর্ষ আদালত। আরও ৮ মাস পর্যন্ত বেতন পাবেন যোগ্য শিক্ষকেরা।

প্রসঙ্গত, এর আগে সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দিয়েছিল ৩১ ডিসেম্বরে মধ্যে নিয়োগ প্রক্রিয়া শেষ করতে হবে। আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন— রাজ্য, এসএসসি এবং বোর্ড ছিল। আমরা নিয়োগ প্রক্রিয়া প্রায় শেষ করে নিয়ে এসেছি। একাদশ-দ্বাদশের বাছাই প্রক্রিয়ায় ৭ জানুয়ারি আমরা চূড়ান্ত রেজাল্ট পাবলিশ করে দেব। ১৫ জানুয়ারি থেকে কাউন্সেলিং শুরু করে দেব। নবম-দশমের ক্ষেত্রে বাছাই প্রক্রিয়া শেষ হবে মার্চ মাসের মাঝামাঝি। তার পরে কাউন্সেলিং হবে। তাই অগাস্টের শেষ পর্যন্ত সময়সীমা বৃদ্ধির আবেদন জানানো হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, আমি অতৃপ্ত আত্মার কথা বললাম কারণ, বিকাশবাবুরা যাঁদের হয়ে মামলা লড়ছেন তাঁরা তো কেউ ২০১৬ সালে চাকরি পায়নি। কিন্তু ওরা ২০১৬ সালে লেগে রয়েছে। আজও ২০২৫ শেষ হয়ে ২০২৬ হল, তাতেও লেগে রয়েছে। তাই আমি বললাম, বাংলায় একটা কথা আছে অতৃপ্ত আত্মা। ওরা হচ্ছে অতৃপ্ত আত্মা। কী আর করা যাবে যাঁরা তৃপ্তি পায় না তাঁরাই অতৃপ্ত।

গান্ধীজির নামে

(প্রথম পাতার পর) শাসিত রাজ্যে বাংলাভাষীদের ওপর অত্যাচারে তীব্র প্রতিবাদ করেছেন। বাংলাদেশি বলে পুশ-ব্যাক করলে আইনি প্রক্রিয়ায় পাশে থেকে দেশে-রাজ্যে ফিরিয়ে এনেছেন। কিন্তু এবার বিজেপি সরাসরি আঘাত করেছে গান্ধীজিকে। জাতির জনককে। আসলে বিজেপি আগের সব ইতিহাস ও ঐতিহাসিক নাম মুছে দেওয়ার ব্রত নিয়েছে। এ-ও তারই অংশ।

নাম বাদ নিয়ে ক্ষোভ ইটাহারে

সংবাদদাতা, ইটাহার : খসড়া ভোটার তালিকা থেকে বাদ ৪২ জন। এই নিয়ে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায় উত্তর দিনাজপুরের ইটাহার ব্লকের সুরুন-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৫ নম্বর বুথে। অভিযোগ, বুথের বিএলও-র গাফিলতিতেই এত ভোটারের নাম তালিকা থেকে বাদ গিয়েছে। বাদ-পড়া নামগুলো পুনরায় অন্তর্ভুক্ত করার দাবিতে বৃহস্পতিবার বিডিওর দ্বারস্থ হন ক্ষতিগ্রস্ত ভোটাররা। স্থানীয়দের অভিযোগ, সুরুন প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক ইসাক আলি ওই অঞ্চলের বিএলওর দায়িত্বে। অভিযোগ উঠেছে, তিনি নিয়ম মেনে বাড়ি বাড়ি গিয়ে তথ্যযাচাই বা ফর্ম বিলি করেননি। একটি নির্দিষ্ট জায়গায় বসে ইচ্ছামতো ফর্ম সংগ্রহ করেছেন।

কয়েক হাজার কর্মী-সমর্থক নিয়ে প্রতিবাদ-মিছিল ও সভা তৃণমূলের

সংবাদদাতা, নদিয়া : এসআইআরের নামে নির্বাচন কমিশনকে সামনে রেখে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের বাংলার মানুষের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করার বিরুদ্ধে রাস্তায় নামল তৃণমূল। নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বারবার বলেছিলেন, এত তাড়াহুড়ো করে এসআইআর করার কারণে বহু মানুষের নাম বাদ যাবে। খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ পেতেই সেটাই দেখা গেল। একাধিক জায়গায় বৈধ ভোটার কার্ডে মানুষের নাম বাদ গিয়েছে। এরই প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার নদিয়ার ফুলিয়া নবলার এসসি এবং ওবিসি ব্লক পার্টি অফিস থেকে এক প্রতিবাদ মিছিলের আয়োজন করা হয়। তাতে পা মেলালেন হাজার হাজার মহিলা ও পুরুষ। নবলাতে তৃণমূলের দলীয় কার্যালয় থেকে বিক্ষোভ মিছিল শুরু হয়ে ফুলিয়া টাউনশিপ গ্রাম পঞ্চায়েতের হয়ে ফুলিয়া রঙ্গমঞ্চের সামনে শেষ হয়। ওখানে পথসভা করে তৃণমূল। তৃণমূলের অভিযোগ, কেন্দ্র এসআইআরের মধ্যমে রাজ্যের বৈধ মানুষের ভোটার অধিকার কেড়ে নিতে চাইছে। নদিয়ার সীমান্তবর্তী বিভিন্ন বিধানসভায় একাধিক মতুয়া ভোটারেরও নাম বাদ গিয়েছে। উপস্থিত ছিলেন রানাঘাট দক্ষিণ সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল সাধারণ সম্পাদক তাপস ঘোষ, প্রাক্তন তৃণমূল সাংসদ তাপস মণ্ডল, বিধায়ক নীলিমা নাগ প্রমুখ। প্রতিবাদ ও পথসভার মধ্যে দিয়ে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকে তীব্র হুঁশিয়ারি দিলেন তৃণমূল নেতৃত্ব। আগামী বিধানসভা নির্বাচনে ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে যাবে বিজেপি দাবি তৃণমূলের।

মিছিলে তাপস ঘোষ, তাপস মণ্ডল, নীলিমা নাগ প্রমুখ।

বিভিন্ন জেলাতেই রাজ্য সরকারের উন্নয়নের খতিয়ান 'উন্নয়নের পাঁচালি'র মাধ্যমে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। বৃহস্পতিবার সিউড়ি রবীন্দ্রসদন প্রেক্ষাগৃহে এই নিয়ে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে যোগ দেন বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরি ও সভাধিপতি কাজল শেখ প্রমুখ।

অঙ্কন প্রতিযোগিতা

● ট্যাংরা ৫৮ নং ওয়ার্ড তফসিলি জাতি-উপজাতি ওয়েলফেয়ার সোসাইটির উদ্যোগে এবং অলোককুমার খাটুয়ার ব্যবস্থাপনায় ডাঃ ডি এন দে হোমিওপ্যাথি হাসপাতাল প্রেক্ষাগৃহে হয় ছোটদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা এবং অভিভাবকদের ক্রীড়া। ছিলেন বিধায়ক স্বর্ণকমল সাহা, পুরপিতা সন্দীপন সাহা এবং সুভাষ চক্রবর্তী, সুলেখা সাহু খাটুয়া প্রমুখ।

জেলায় প্রথম সংখ্যালঘু 'অধিকার দিবস' পালন

প্রতিবেদন : রাজ্য সংখ্যালঘু কমিশনের উদ্যোগে এ বছর প্রথম জেলায় সংখ্যালঘু অধিকার দিবস পালিত। বৃহস্পতিবার মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুর রবীন্দ্রসদনের সভাকক্ষে রাজ্যসঙ্গীতের মধ্য দিয়ে সভা শুরু হয়। এরপর ছয় ধর্মীয় সংখ্যালঘু সমাজ— মুসলিম, খ্রিস্টান, শিখ, বৌদ্ধ, জৈন ও পারসিকদের রক্ষার প্রতীক হিসেবে ছয়টি গাছের গোড়ায় জল সিঞ্চন করা হয়। কমিশনের সদস্য সম্পাদক নুজহাত জয়নাব সংখ্যালঘু সমাজের প্রতিনিধি সেহনাজ কাদরি, অশোক তোরাকিয়া, বিকাশ বড়ুয়া, মন্টেক সিং আলুওয়ালিয়া প্রমুখের পরিচয় করিয়ে দেন। ছিলেন রাজ্য মাইনরিটি ফিন্যান্স কর্পোরেশনের চেয়ারপার্সন বিধায়ক মোসারফ হোসেন, জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া, সভাধিপতি রুবিয়া সুলতানা, বিধায়ক আমিরুল ইসলাম, জেলা ইমাম সংগঠনের মুহম্মদ নাজিমুদ্দিন, আবদুল রাজ্জাক, এডিএম সামসুর রহমান, সমাজকর্মী আইজুদ্দিন মণ্ডল, সমাজকর্মী সাবির আহমেদ, জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ সফিউজ্জামান-সহ জেলার একাধিক পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি প্রমুখ। সংখ্যালঘু স্বার্থরক্ষায় রাজ্য সরকারের ভূমিকার প্রশংসা করে কমিশনের চেয়ারম্যান আহমদ হাসান ইমরান বলেন, আমরা সেই দেশ গড়ব যে দেশ হবে 'সারে জহাঁ সে অচ্ছা'।

মুর্শিদাবাদ

মঞ্চে কমিশনের চেয়ারম্যান আহমদ হাসান, বিভিন্ন সংখ্যালঘু সমাজের প্রতিনিধি-সহ অন্য বিশিষ্টরা।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

স্নান করার বালতি নিয়ে বচসা ৩ সহপাঠীর মধ্যে। শ্বাসরোধ করে খুন করা হল ১৪ বছর বয়সি এক আদিবাসী পড়ুয়াকে। ঘটনাটি ঘটেছে ভুবনেশ্বরের আবাসিক স্কুল কলিঙ্গ ইনস্টিটিউট অফ সোশ্যাল সায়েন্সে। গ্রেফতার স্কুলের কর্তা, দুই শিক্ষক-সহ মোট ৮ জন

দিল্লি দরবার

19 December 2025 • Friday • Page 11 || Website - www.jagobangla.in

আবার হাসির খোরাক কঙ্গনা

দেশের জাতীয় সঙ্গীত কী জানেনই না বিজেপি সাংসদ!

নয়াদিল্লি : কী কাণ্ড, এ কী কথা বলে বসলেন বিজেপি সাংসদ অভিনেত্রী কঙ্গনা রানাওয়াত! প্রশ্ন উঠতেই পারে তাঁর শিক্ষার দৌড় নিয়ে। এতটা অশিক্ষিত হতে পারেন একজন সাংসদ? সংসদ চত্বরে দাঁড়িয়ে মিডিয়ার ক্যামেরার সামনে তাঁর সদর্প মন্তব্য, রামজির নাম না থাকায় গান্ধীজিকে কীভাবে অপমান করা হল এখানে? মহাত্মা গান্ধী তো সমগ্র দেশকে একসুতোয় বাঁধার জন্য 'রঘুপতি রাঘব রাজা রাম' গানটিকে জাতীয় সঙ্গীত করেছিলেন। তাই জিরামজি বিলে রামনাম যোগ করে মোদি সরকার তো আসলে গান্ধীজিরই স্বপ্ন পূরণ করলেন। কঙ্গনার এই মন্তব্য নেট দুনিয়ায় ভাইরাল হওয়া মাত্রই একদিকে যেমন উঠেছে সমালোচনা আর নিন্দার ঝড়, অন্যদিকে উঠেছে হাসির ঝড়ও। অনেকে হেসেই খুন। ক্ষমা চাওয়ারও দাবি উঠেছে। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠেছে, একজন সাংসদ হয়ে দেশের জাতীয় সঙ্গীত নিয়ে কি কোনও ধারণাই নেই কঙ্গনার? কেউ বলছেন, এতটা অশিক্ষিত হতে পারেন একজন বিজেপি সাংসদ? কারও আবার শ্লেষাত্মক মন্তব্য, নতুন ইতিহাসবিদ কঙ্গনা। কেউ কেউ বলছেন, করুণা হয় হিমাচলের মাণ্ডির তারকা সাংসদের জন্য। বুধবার মধ্যরাত অবধি গড়িয়েছিল লোকসভায় জিরামজি বিল নিয়ে উত্তপ্ত বিতর্ক। তারপরেই সংসদ চত্বরে এই বিল নিয়ে তাঁর মতামত জানতে চান সাংবাদিকেরা। তখনই এমন হাস্যকর বেফাঁস মন্তব্য করে বসেন বিজেপি সাংসদ।

আসলে মনরেগা প্রকল্প থেকে মহাত্মা গান্ধীর নাম বাদ দেওয়া ইস্যুতে এই বিজেপি সাংসদের আলটপকা মন্তব্য শুধু তাঁর শিক্ষার দৈন্য এবং অজ্ঞতাই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল না, ঘি ঢালল বিতর্কের আগুনে। তবে এই প্রথম নয়, বারবারই কঙ্গনার আজব মন্তব্যে উঠছে হাসির রোল। গভীর অস্বস্তিতে পড়ে যাচ্ছে মোদি-শাহের দল।

বাপী হালদার (লোকসভা)
জলজীবন মিশন প্রকল্পে বাংলার বকেয়ার অঙ্ক কত? কতদিন ধরেই বা এই টাকা বাকি রয়ে গেছে? জবাব দিক কেন্দ্রীয় সরকার। স্পষ্টভাবে জানানো হোক ঠিক কত সময়ের মধ্যে এই বকেয়া টাকা রাজ্যকে মিটিয়ে দেবে মোদি সরকার।

ইউসুফ পাঠান (লোকসভা)
সারা দেশে শহর এবং গ্রামাঞ্চলে গৃহহীন মানুষের সংখ্যা ঠিক কত তা কি কেন্দ্রীয় সরকার সুনির্দিষ্টভাবে গণনা করেছে? যদি করে থাকে তবে তা বিস্তারিতভাবে জানাক কেন্দ্র। জানানো হোক গৃহহীন নারী ও পুরুষের সংখ্যা এবং তাদের বয়সও।

রচনা বন্দ্যোপাধ্যায় (লোকসভা)
এটা কি ঘটনা যে এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলারদের উপর কাজের চাপ মাত্রাতিরিক্ত বেড়ে চলেছে? প্রতিটি বিমানবন্দরে কতজন ট্রাফিক কন্ট্রোলার রয়েছেন এবং তাঁদের কাজের সময় কত? বিস্তারিত তথ্য চাই।

রেলে লাগেজ বাড়লেই অতিরিক্ত দেড়গুণ ভাড়া

নয়াদিল্লি : যাত্রী পরিষেবার বেলায় অষ্টরম্ভা, সুরক্ষা এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থাও শিকেয় উঠেছে, তবু আমজনতার ঘাড়ে খরচের বোঝা বাড়িয়েই চলেছে রেল। এবারে নির্ধারিত সীমার বিন্দুমাত্র বেশি লাগেজ থাকলেই অতিরিক্ত টাকা গুণতে হবে যাত্রীদের। দিতে হবে অতিরিক্ত চার্জ। সংসদে লিখিত প্রশ্নের উত্তরে একথা

বালাই নেই যাত্রীসুরক্ষার

জানিয়েছেন রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব। লোকসভায় তিনি জানিয়েছেন, যাত্রীরা মনে করলে ফ্রি অ্যালাওয়্যান্সের বেশি লাগেজ নিতেই পারেন, কিন্তু সেটাও অবশ্যই শ্রেণিভিত্তিক সর্বোচ্চ সীমার মধ্যে হতে হবে। তবে যাত্রীকে তার জন্য দিতে হবে দেড়গুণ অতিরিক্ত চার্জ। ট্রাঙ্ক,স্যুটকেস বা বাক্সের মাপও সুনির্দিষ্ট করে দিচ্ছে রেল। তার বেশি হলেই সেই লাগেজ আর রাখা যাবে না যাত্রী কামরায়। স্বাভাবিকভাবে রেলের এই একতরফা সিদ্ধান্তকে ঘিরে উঠেছে প্রশ্ন। এর যৌক্তিকতা নিয়েও দেখা দিয়েছে গভীর সংশয়।

যুক্তির ঝড়ে লোকসভা-রাজ্যসভায় ধরাশায়ী মোদি সরকার

মনরেগার নাম পরিবর্তন কেন? প্ল্যাকার্ড হাতে মোদি সরকারের কৈফিয়ত তলব তৃণমূল সাংসদদের। বৃহস্পতিবার সংসদ চত্বরে।

রামজি বিলের বিরুদ্ধে সংসদে প্রতিবাদে ফেটে পড়ল তৃণমূল

নয়াদিল্লি : তৃণমূল-সহ বিরোধীদের তীব্র আপত্তি এবং বিরোধিতার মধ্যেই শুধুমাত্র সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে লোকসভায় জিরামজি বিল পাশ করিয়ে নিল মোদি সরকার। কিন্তু তৃণমূলের যুক্তির সামনে দাঁড়াতেই পারেনি তারা! এদিকে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় রাজ্যসভায় এই বিলটি নিয়ে বিতর্ক শুরু হওয়া মাত্রই মোদি সরকারকে রীতিমতো চেপে ধরে তৃণমূল। রাজ্যসভায় তৃণমূল দলনেতা ডেরেক ও'ব্রায়েন, ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় এবং দোলা সেন এই বিলের তীব্র বিরোধিতা করে একেবারে কোণঠাসা করে দেন সরকার পক্ষকে। ডেরেকের কথায় দেশের গণতান্ত্রিক পরিকাঠামো ধ্বংস করে গায়ের জোরে রামজি বিল পাশ করানোর অপচেষ্টা। দেশের সবথেকে বড় গ্রামীণ রোজগার প্রকল্প থেকে চিরতরে মুছে ফেলা হচ্ছে জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর নাম। তৃণমূল-সহ গোটা বিরোধী শিবির দাবি জানায়, বিলটি রাজ্যসভায় পাশ না করিয়ে পাঠানো হোক সিলেক্ট কমিটিতে। কিন্তু বিরোধীদের এই দাবি সরাসরি খারিজ করে দিয়ে রাজ্যসভায় সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার পর বিল নিয়ে আলোচনা শুরু করে দেয় মোদি সরকার।

লোকসভায় বিতর্ক

লোকসভায় শুরু থেকেই এই বিলের নেপথ্যে কেন্দ্রের আসল অভিসন্ধি বেআব্রু করে দেয় তৃণমূল। বুধবার লোকসভায় বিলটি পেশ হওয়ার পরেই তৃণমূলের যুক্তিবাণে বিদ্ধ হয়ে নাস্তানাবুদ হয় সরকার। গভীর রাত অবধি আলোচনা-বিতর্ক টেনে নিয়ে যাওয়ার পর মোদি সরকার বৃহস্পতিবারই বিলটি পাশ করিয়ে নেয় শুধুমাত্র সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভরসায়। তার আগে থেকেই লোকসভায় অগণতান্ত্রিক জিরামজি বিলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে ফেটে পড়ল তৃণমূল কংগ্রেস। সাংসদ বাপী হালদার বলেন,তৃণমূল

এই তিন দিনে দ্বিতীয় বার মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীকে হত্যা করা হল। গ্যারান্টি, জীবনজীবিকা, নিরাপত্তা— মনরেগার তিনটি মূল বিন্দুকে ধ্বংস করেছে এই বিল। মহাত্মার বুকে প্রবেশ করেছিল তিনটে বুলেট। মনরেগা কংগ্রেসের তৈরি নয়, জনতার আন্দোলন থেকে তৈরি হয়েছিল ওই আইন। নতুন বিলে মহিলাদের অধিকার খর্ব করা হবে।

কংগ্রেসের সঙ্গে রাজনৈতিক লড়াইয়ে এঁটে উঠতে না পেরে এখন বাংলার মানুষকে ভাতে মারতে চাইছে বিজেপি। বাংলার ন্যায্য প্রাপ্য ২ লক্ষ কোটি টাকা আটকে রাখা হয়েছে। এর বিরুদ্ধে লড়াই করছেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক, সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলার মানুষ বিজেপির বঞ্চনার যোগ্য জবাব দেবে।

তৃণমূলের ধরনা

এদিন দফায় দফায় ধরনা প্রদর্শন করেন তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদরা। প্রথমে সভাকক্ষে, পরে সংসদ পরিসরে গান্ধী মূর্তির সামনে জমায়েত হয়ে বিক্ষোভ দেখান তৃণমূল সাংসদেরা। বিক্ষোভ সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন দলের লোকসভার মুখ্য সচেতক কাকলি ঘোষ দস্তিদার, ডেপুটি লিডার শতাব্দী রায়, জুন মালিয়া, বাপী হালদার, মিতালি বাগ, অসিত মাল, অরূপ চক্রবর্তী, মহুয়া মৈত্র-সহ অন্য সাংসদেরা। হাতে ছিল কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর ছবি। তৃণমূল সাংসদদের ক্ষোভ, যেভাবে মোদি সরকার মনরেগা প্রকল্পকে খারিজ করে মহাত্মা গান্ধীর নাম মুছে ফেলে নতুন গ্রামীণ রোজগার প্রকল্প চালু করেছে, তা পুরোপুরি অসাংবিধানিক এবং অনৈতিক পদক্ষেপ, বিশেষত প্রকল্প থেকে মহাত্মা নাম মুছে ফেলে আসলে কবিগুরুকে অপমান করেছে মোদি সরকার।

এর আগে সরকার গায়ের জোরে জিরামজি বিল পাশ করানোর পরে সংসদ পরিসরে বিক্ষোভ মিছিলের আয়োজন করেছিল বিরোধী শিবির। এই বিক্ষোভ মিছিলে অংশগ্রহণ করেছিলেন তিন তৃণমূল সাংসদ অসিত মাল, মিতালি বাগ এবং প্রকাশ চিক বরাইক। যব তক সুরজ চাঁদ রহেগা গান্ধী তেরা নাম রহেগা— স্লোগান-সহ সংসদ পরিসরে প্রতিবাদ মিছিল করেন বিরোধী শিবিরের সাংসদেরা। মোদি সরকারের নতুন রামজি বিল প্রত্যাহার করে পুরোনো মনরেগা প্রকল্পকেই বহাল করার দাবি জানান তাঁরা।

রাজ্যসভায় তুমুল আক্রমণাত্মক তৃণমূল

রাজ্যসভায় দলের তরফে প্রথম বক্তা হিসেবে তৃণমূল সাংসদ ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, হঠাৎ ১৬ বছর পরে কেন মনরেগা প্রকল্পের নাম বদল করতে চাইছে কেন্দ্রীয় সরকার ? কেন মহাত্মা গান্ধীর নাম বাদ দেওয়া হচ্ছে? আলোচনা না করেই ফ্যাসিবাদী কাণ্ডকারখানা চালাচ্ছে বিজেপি। ভোটে জিততে না পারার হতাশা থেকে বাংলার মানুষের সঙ্গে বঞ্চনা করেছে এই সরকার। তাঁদের ন্যায্য টাকা আটকে রেখেছেন। আপনারা গরিব মানুষের শ্রমের মর্যাদা দিতে জানেন না। এক টাকা দু টাকা নয়, আপনারা বাংলার প্রাপ্য ৫২,০০০ কোটি টাকা আটকে রেখেছেন। এখন আপনারা নিয়ম করলেন ৪০ শতাংশ টাকা দিতে হবে রাজ্য গুলিকে। কেন এই ভাবে দেশের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর উপরে আক্রমণ করা হচ্ছে? আদালতের নির্দেশর পরেও কেন্দ্রীয় সরকার বাংলায় মনরেগা প্রকল্প শুরু করেনি। আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলার শ্রমিকদের রোজগারের জন্য শুরু করেছিলেন কর্মশ্রী প্রকল্প। আজ বাংলার মুখ্যমন্ত্রী জানিয়ে দিয়েছেন, এবার থেকে কর্মশ্রী প্রকল্পের নাম হবে মহাত্মাশ্রী। এদিন তৃণমূল সাংসদ ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় এই বিলকে সিলেক্ট কমিটিতে পাঠানোর দাবি জানান।

তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যসভা সাংসদ দোলা সেন বলেন, নাথুরাম গডসের মতো জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীকে আর একবার হত্যা করল মোদি সরকার। স্বচ্ছ ভারত মিশনের সময়ে গান্ধীজির শুধু চশমা রাখা হয়েছিল। এখন সেটাকেও সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

দেশ বিদেশ

19 December, 2025 • Friday • Page 12 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

হিন্দু ধর্মই শ্রেষ্ঠ ধর্ম। পরিবেশগত কারণেই ভারতীয় মুসলিমদের নদী ও সূর্যপুজো করা উচিত। আরএসএস নেতা দত্তাত্রেয় হোসাবেলের সাম্প্রতিক মন্তব্যে সমালোচনার ঝড়

বায়ুদূষণ মোকাবিলায় ব্যর্থ বিজেপি সরকার
সমালোচনার চাপে সীমান্তে কড়া নজরদারি

জ্বালানি পেতে বাধ্যতামূলক দূষণ শংসাপত্র

নয়াদিল্লি: ভয়াবহ বায়ুদূষণ মোকাবিলায় বৃহস্পতিবার থেকে দেশের জাতীয় রাজধানীতে কঠোর বিধিনিষেধ কার্যকর হয়েছে। এর ফলে বিএস-সিক্স নির্গমন মানদণ্ডের নিচে থাকা দিল্লির বাইরের ব্যক্তিগত যানবাহন চলাচলে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে এবং 'নো পিইউসি, নো ফুয়েল' নিয়ম কঠোরভাবে বলবৎ করা হয়েছে। বিষাক্ত ধোঁয়াশা ও ঘন কুয়াশার চাদরে ঢাকা দিল্লির সড়কে দৃশ্যমানতা কমে যাওয়ায় যান চলাচল ও বিমান পরিষেবা ব্যাপকভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে। নতুন এই নির্দেশিকা অনুযায়ী, বৈধ দূষণ নিয়ন্ত্রণ সার্টিফিকেট না থাকলে দিল্লির কোনও পেট্রোল পাম্প থেকে জ্বালানি পাওয়া যাবে না। এই নিয়ম কার্যকর করতে স্বয়ংক্রিয় নম্বর প্লেট শনাক্তকরণ ক্যামেরা এবং পেট্রোল পাম্পগুলোতে ভয়েস অ্যালার্ট সিস্টেম ব্যবহার করা হচ্ছে। দিল্লি পুলিশ জানিয়েছে, শহরের ১২৬টি গুরুত্বপূর্ণ চেকপয়েন্ট ও সীমান্ত এলাকায় প্রায় ৫৮০ জন পুলিশ কর্মী মোতায়েন করা হয়েছে। পরিবহণ দফতরের বিশেষ দলও পেট্রোল পাম্পগুলোতে নজরদারি চালাচ্ছে। তবে এই বিধিনিষেধ সিএনজি ও বৈদ্যুতিক যানবাহন, গণপরিবহণ এবং জরুরি পরিষেবার ক্ষেত্রে শিথিল রাখা হয়েছে। কঠোর গ্র্যাপ-ফোর বিধিনিষেধের কারণে নির্মাণ সামগ্রী বহনকারী ট্রাকের প্রবেশও নিষিদ্ধ করা হয়েছে। দিল্লির পরিবেশমন্ত্রী মনজিন্দর সিং সিরসা এর আগে জানিয়েছিলেন যে, ১৮ ডিসেম্বর থেকে নিয়ম অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। মূলত যানবাহনের ধোঁয়া থেকে হওয়া দূষণ রোধ করতেই এই প্রযুক্তি নির্ভর নজরদারির পথে হেঁটেছে প্রশাসন। শীতের শুরুতে দিল্লির বাতাসের গুণমান সূচক বিপজ্জনক স্তরে পৌঁছে যাওয়ায় জনস্বাস্থ্য রক্ষায় এই পদক্ষেপগুলোকে জরুরি বলে মনে করছে সরকার। এর আগে আপ সরকারের বিরুদ্ধে দায় চাপিয়ে নিজেদের ব্যর্থতা স্বীকার করেছিল রাজ্য সরকার। তাদের সাফাই ছিল, মাত্র দশমাসে দূষণ নিয়ন্ত্রণ অসম্ভব। সর্বস্তরে সমালোচনার মুখে এবার রাজধানীতে কড়া ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হল কেন্দ্র।

দেশে অবৈধ সিএনজি কিটের তথ্য নেই

সংসদে জানালেন মন্ত্রী গড়করি

নয়াদিল্লি : দেশে অবৈধ সিএনজি কিট ব্যবহার নিয়ে কোনও সুনির্দিষ্ট পরিসংখ্যান কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে নেই। লোকসভায় তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ মালা রায়ের এক লিখিত প্রশ্নের জবাবে এই তথ্য জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক মন্ত্রী নীতিন গড়করি। তবে অবৈধ কিটের তথ্য না থাকলেও গত দুই বছরে দেশে কত গাড়িতে অনুমোদিত সিএনজি কিট লাগানো হয়েছে, তার একটি বিস্তারিত পরিসংখ্যান 'বাহন' পোর্টালের তথ্যের ভিত্তিতে সংসদে পেশ করেছেন তিনি। সংসদে পেশ করা তথ্য অনুযায়ী, ২০২৪ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ২০২৫ সালের ১৫ নভেম্বর পর্যন্ত দেশ জুড়ে মোট ৩,৪৮,৯৫৩টি যানবাহনে অনুমোদিত সিএনজি কিট বসানো হয়েছে। এর মধ্যে ব্যক্তিগত গাড়ি রয়েছে ৩,১৯,৮৭০টি এবং বাণিজ্যিক গাড়ি রয়েছে ২৯,০৮৩টি। অবৈধ কিট বা এই সংক্রান্ত মামলার সংখ্যার বিষয়ে সুনির্দিষ্ট তথ্য না দিয়ে মন্ত্রী জানান, সরকার মূলত অনুমোদিত কিট স্থাপনের বিষয়টিতেই নজর রাখছে। রাজ্যভিত্তিক পরিসংখ্যানের নিরিখে সিএনজি কিট স্থাপনের ক্ষেত্রে সবথেকে এগিয়ে রয়েছে গুজরাত। সেখানে ১.৫৩ লক্ষেরও বেশি গাড়িতে সিএনজি কিট লাগানো হয়েছে। তালিকার দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে মহারাষ্ট্র (৩৯,৬৯৪টি) এবং তৃতীয় স্থানে রয়েছে দিল্লি (২৭,২৯৩টি)। বিজেপি-শাসিত উত্তরপ্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশেও যথাক্রমে ২৭,৮৭৫টি এবং ২৮,৭৪১টি গাড়িতে কিট বসানো হয়েছে। দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলির মধ্যে তামিলনাড়ু (৯,৫০৯টি) ও কেরলে (৮,২৩৯টি) কাজের অগ্রগতি উল্লেখযোগ্য।

বিশেষজ্ঞ মহলের মতে, অনেক ক্ষেত্রে খরচ বাঁচাতে এক শ্রেণির গাড়ি চালক অবৈধ বা নিম্নমানের কিট ব্যবহার করেন, যা অত্যন্ত বিপজ্জনক ও বড়সড় অগ্নিকাণ্ডের কারণ হতে পারে। কেন্দ্রীয় সরকার অনুমোদিত সেন্টার থেকে কিট লাগানোর ওপর জোর দিলেও অবৈধ কিট ব্যবহারের প্রকৃত সংখ্যা কত তার সদুত্তর দিতে পারেননি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী।

রাজশাহি-খুলনাতেও বন্ধ করা হল দিল্লির ভিসাকেন্দ্র

ঢাকা: ঢাকার পর এবার বাংলাদেশের রাজশাহি ও খুলনাতেও ভারতীয় ভিসাকেন্দ্র বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিল নয়াদিল্লি। বৃহস্পতিবার দিনভর এই দুই জেলার ভারতীয় ভিসা কেন্দ্রে কোনও কাজ হয়নি। যাঁরা এই দিনের স্লট বুক করে রেখেছিলেন তাঁদের অন্য আরেকটি তারিখ দিয়ে দেওয়া হবে জানানো হয়। নিরাপত্তা সংক্রান্ত কারণেই এই সিদ্ধান্ত বলে জানিয়েছে বাংলাদেশের ইন্ডিয়ান ভিসা অ্যাপ্লিকেশন সেন্টার। বাংলাদেশের বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতাদের একাংশের দল জাতীয় নাগরিক পার্টির নেতা হাসনাত আবদুল্লার ভারতবিরোধী বক্তব্যের পরই কড়া পদক্ষেপের পথে হেঁটেছে নয়াদিল্লি। ভারতের উপর কোনও ধরনের হুমকি, যে বরদাস্ত করা হবে না তা স্পষ্ট ভাবেই বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। 'সেভেন সিস্টার্স'-কে ভারতের মানচিত্র থেকে আলাদা করার কথা বাংলাদেশের নেতার মুখে শোনা যেতেই বুধবার দিল্লিতে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতকে ডেকে পাঠায় ভারতীয় বিদেশ মন্ত্রক। পাশাপাশি ঢাকায় ভারতীয় ভিসা সেন্টার বন্ধ করা হয়।

বাড়ি তৈরির পরেও মেলেনি জল-বিদ্যুৎ
পরিকাঠামো সংকটে আবাস যোজনা

নয়াদিল্লি: প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা-নগর প্রকল্পের আওতায় নির্মিত বহু ঘর দেশজুড়ে খালি পড়ে রয়েছে। বসবাসযোগ্য ন্যূনতম পরিকাঠামোই নেই। কেন্দ্রীয় আবাস প্রকল্পের এই বেহাল দশা এবার সংসদে নিজেরাই মেনে নিল কেন্দ্রীয় সরকার। লোকসভায় তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ দীপক অধিকারীর এক প্রশ্নের জবাবে আবাসন ও নগর বিষয়ক মন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী তোখন সাহু জানান, সারা দেশে এই প্রকল্পের অধীনে অনুমোদিত ১২২.০৬ লক্ষ বাড়ির মধ্যে এখনো পর্যন্ত ৯৬.০২ লক্ষ বাড়ির নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে। এর মধ্যে ৯৩.৩৯ লক্ষ বাড়িতে উপভোক্তারা বসবাস শুরু করেছেন। অর্থাৎ, নির্মাণ শেষ হওয়া সত্ত্বেও প্রায় ২.৬৩ লক্ষ বাড়ি এখনও খালি পড়ে রয়েছে। সংসদে লিখিত জবাবে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জানান, নির্মিত ঘরগুলো খালি পড়ে থাকার পেছনে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ কারণ চিহ্নিত হয়েছে। রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিতে থাকা এই বাড়িগুলিতে বসবাসের ন্যূনতম পরিকাঠামোই নেই। এর মধ্যে অন্যতম প্রধান কারণ হল রাস্তা, জল এবং বিদ্যুতের মতো মৌলিক পরিকাঠামোর কাজ শেষ না হওয়া। এছাড়াও উপভোক্তাদের নিজস্ব রুজি-রুটির সংস্থান বা পরিচিত সামাজিক পরিবেশ ছেড়ে দূরে গিয়ে বসবাস করতে অনীহা এবং প্রকল্পের জন্য

প্রয়োজনীয় নিজস্ব আর্থিক অংশীদারিত্ব প্রদানে অক্ষমতাকেও বড় কারণ হিসেবে দেখা হচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে নথিপত্র সংক্রান্ত জটিলতা এবং বরাদ্দ প্রক্রিয়ায় বিলম্বের কারণেও যোগ্য উপভোক্তারা বাড়িতে প্রবেশ করতে পারছেন না।

কেন্দ্রের পক্ষ থেকে রাজ্যগুলির ঘাড়ে দায় ঠেলে আরো জানানো হয়েছে, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা-নগর প্রকল্প একটি চাহিদানির্ভর প্রকল্প এবং এর রূপায়ণের পুরো দায়ভার রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির ওপর ন্যস্ত। কেন্দ্রীয় সরকারের সাফাই, উপভোক্তা নির্বাচন থেকে শুরু করে প্রকল্পের কাজ শেষ করে বরাদ্দ দেওয়া—সবটাই সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলির মাধ্যমে পরিচালিত হয়। মন্ত্রী বলেন, প্রকল্পের নির্দেশিকা অনুযায়ী অভ্যন্তরীণ রাস্তা, পয়ঃপ্রণালী এবং বিদ্যুৎ সংযোগের মতো পরিকাঠামো রাজ্যগুলিকে নিজস্ব তহবিল বা অন্য প্রকল্পের সঙ্গে সমন্বয় করে সম্পন্ন করতে হবে। ২০১৫ সালে শুরু হওয়া এই প্রকল্পের মেয়াদ আগামী ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে যাতে অনুমোদিত বাড়িগুলোর কাজ শেষ করা যায়। পাশাপাশি, গত সেপ্টেম্বর মাস থেকে 'পিএমএওয়াই-নগর ২.০' মিশন চালু করা হয়েছে, যার লক্ষ্য আগামী পাঁচ বছরে আরও ১ কোটি পরিবারকে মাথার ওপর ছাদ দেওয়া। খালি পড়ে থাকা বাড়িগুলোতে দ্রুত উপভোক্তাদের পাঠানোর জন্য কেন্দ্রীয় সরকার নিয়মিত রাজ্যগুলির সঙ্গে পর্যালোচনা বৈঠক করছে এবং পরিকাঠামো দ্রুত শেষ করার পরামর্শ দিচ্ছে।

বিহারের চাকরি ফিরিয়ে বাংলায় পড়তে চান নুসরত

প্রতিবেদন : নীতীশ কুমারের হিজাব বিতর্ক নিয়ে ক্রমশ কোণঠাসা বিহার সরকার। যাঁর হিজাব সরিয়ে দেওয়া নিয়ে নীতীশ কাঠগড়ায় সেই নুসরত পারভিনের সরকারি চাকরিতে যোগ দেওয়ার কথা ছিল ২০ ডিসেম্বর। কিন্তু গোটা ঘটনায় অপমানিত নুসরত জানিয়েছেন, তিনি ওই চাকরি করতে চান না। পরিবর্তে চান কলকাতায় এসে আইন নিয়ে পড়তে। পরিজনেরা তাঁকে বোঝানোর চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছেন। পারভিনের দাদা কলকাতায় আইন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। তাই কলকাতায় পড়াশোনা করতে চান। নুসরত স্পষ্ট জানিয়েছেন, গোটা ঘটনায় তিনি অপমানিত। হিজাব সংস্কৃতির অঙ্গ। যা ঘটেছে তা তাঁকে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে। ঘটনাটি নিয়ে ইতিমধ্যে আন্তর্জাতিক স্তরেও প্রবল সমালোচনা হচ্ছে।

প্রথম ফেমিনা মিস ইন্ডিয়া মেহের প্রয়াত

নয়াদিল্লি: প্রথম ফেমিনা মিস ইন্ডিয়া ও বিশিষ্ট ফ্যাশন সাংবাদিক মেহের কাস্তেলিনো প্রয়াত হলেন মুম্বইয়ে। বয়স হয়েছিল ৮১ বছর। ১৯৬৪ সালে দেশের প্রথম ফেমিনা মিস ইন্ডিয়া হিসেবে মুকুট জিতে জাতীয় স্তরে পরিচিতি পান মেহের। সেইসময় তাঁর জয় এক গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত হয়। মুম্বইয়ে জন্ম মেহের কাস্তেলিনোর। শুধু সৌন্দর্য প্রতিযোগিতার মঞ্চেই নয়, ফ্যাশন সাংবাদিক হিসেবেও বিশেষ পরিচিতি অর্জন করেছিলেন তিনি। মেহের কাস্তেলিনোর প্রয়াণে তাঁর পরিবার, বন্ধু ও অনুরাগীদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়েছে ফেমিনা মিস ইন্ডিয়া সংস্থা।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আবারও বড়পর্দায় ফিরছেন ‘কাকাবাবু’। প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় অভিনীত এই ছবি মুক্তি পাবে নতুন বছরের জানুয়ারি মাসেই। ছবির পরিচালক চন্দ্রাশিস রায়। প্রযোজনায় এসভিএফ এন্টারটেনমেন্ট ও এনআইডিয়াস প্রোডাকশন

দুলর্ভপ্রসাদ কি দুসরি শাদি

আজ মুক্তি পেল মহিমা চৌধুরী এবং সঞ্জয় মিশ্রের রোম্যান্টিক কমেডি ছবি ‘দুলর্ভপ্রসাদ কি দুসরি শাদি’। পরিচালক সিদ্ধান্ত রাজ সিং। প্রযোজনায় একশা এনটারটেইনমেন্ট। শীতের আমেজে ভিন্ন স্বাদের এই ছবি দেখতে হলমুখী দর্শক। লিখলেন **শর্মিষ্ঠা ঘোষ চক্রবর্তী**

আজ মুক্তি পেল পরিচালক সিদ্ধান্ত রাজ সিং-এর ছবি রোম্যান্টিক কমেডি ড্রামা ‘দুর্লভপ্রসাদ কি দুসরি শাদি’। একদম ভিন্নধর্মী এক গল্প এবং তার চরিত্রায়ণ। দারুণ পটভূমি। বলিষ্ঠ অভিনেতা-অভিনেত্রীদের সমন্বয়ে এক মজার এবং গভীর মনস্তত্ত্বের ছবি।

কে এই দুর্লভপ্রসাদ? কেনই বা তার বিয়ে নিয়ে এত হুলস্থুল। বেনারসের পটভূমিকায় তৈরি কমেডি ঘরানার এই ছবির ট্রেলার দেখেই দুর্লভপ্রসাদ সম্পর্কে খানিক ধারণা আগেই পেয়ে গিয়েছিলেন দর্শক। গল্পটা হল ছেলে তার হবু শ্বশুরবাড়ির তরফের এক অদ্ভুত শর্ত পূরণ করার জন্য বাবাকে পুনর্বিবাহে রাজি করায়। মেয়ের বাড়ির যুক্তি হল যে বাড়িতে কোনও মহিলা নেই সেই বাড়িতে তাদের মেয়েকে বিয়ে দিলে সেই মেয়ে সুখী হবে না তাই তারা তেমন পরিবারে মেয়ে বিয়ে দেবে ছেলের প্রেম, বিয়ে দুই-ই ভেস্তে যাবার আগে বাবাকে বিয়ে করে নতুন গৃহিণী আনতেই হবে। কিন্তু এই বয়সে এসে পাত্রী পাবেন কোথায় থেকে দুর্লভপ্রসাদ! কেনই-বা দুর্লভের মতো একজন মানুষকে বিয়ে করতে চাইবেন কোনও মেয়ে! আদ্যোপান্ত হাসির, মজার একটা ছবি যে ছবির সংলাপগুলোও খুব মজার। হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরে যেতে পারে।

বেশ কয়েক বছর যাবৎ বলিউডে ভিন্নধর্মী ছবি তৈরির একটা ট্রেন্ড এসছে। যে-সব প্লটে আগে কখনও ছবি তৈরি হয়নি। প্রতিযোগিতার দৌড়ে কে কত মৌলিক গল্প দিতে পারে এখন তারই প্রদর্শন সর্বত্র। ‘দুর্লভপ্রসাদ কি দুসরি শাদি’ ঠিক তেমনই একটা প্লট। দর্শক এমন ছবি দেখেননি হলফ করে বলা যায়।

মুখ্য ভূমিকায় বলিষ্ঠ অভিনেতা সঞ্জয় মিশ্র এবং মহিমা চৌধুরী। এছাড়া রয়েছেন পলক লালবাণী, প্রবীণ সিং সিসোদিয়া, শ্রীকান্ত বর্মা প্রমুখ। সঞ্জয় মিশ্রকে বেশ অন্যধরনের একটা চরিত্রে দেখবেন দর্শক। এই ছবিতে আবার কামব্যাক করছেন অভিনেত্রী মহিমা চৌধুরী। ১৯৯৯ সালে অজয় দেবগণের বিপরীতে, ‘দিল কেয়া করে’ ছবির শ্যুটিং চলাকালীন এক দুর্ঘটনায়, মহিমার মুখে ঢুকে যায় ৬৭টি কাচের টুকরো। সেই দুর্ঘটনার পর মুখ এতটাই ফুলে গিয়েছিল, যে তাঁকে চিনতে পারা যেত না। এক বছরের বেশি তিনি বাড়িতেই বন্দি ছিলেন এবং সেই সময় শারীরিক ও মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছিলেন। কিন্তু হার মানেননি। ধীরে ধীরে কাজে ফেরেন মহিমা। শেষবার তাঁকে দেখা গিয়েছিল নেটফ্লিক্সের ছবি ‘নাদানিয়া’তে। আজ বড়পর্দায় মুক্তি পাচ্ছে তাঁর নতুন ছবি ‘দুর্লভপ্রসাদ কি দুসরি শাদি’। একসা এন্টারটেনমেন্টের ব্যানারে এই ছবির নির্মাতা একাংশ বচ্চন এবং হর্ষা বচ্চন। সহ-নির্মাতা রমিত ঠাকুর। গল্প এবং চিত্রনাট্য লিখেছেন প্রশান্ত সিং, সংলাপ লিখেছেন আদেশ কে অর্জুন।

‘মিতিন একটি খুনির সন্ধানে’ ট্রেলার এবং মিউজিক লঞ্চে পরিচালক-সহ কলাকুশলীরা।

বড়দিনে মিতিন মাসির নতুন অভিযান

■ বড়দিনের বড় উপহার নিয়ে আসছেন ‘মিতিন মাসি’। ১৬ ডিসেম্বর দ্য হেরিটেজ ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজির স্বামী বিবেকানন্দ হল-এ জমজমাট, শান্ত, সুন্দর পরিবেশে আয়োজিত হল পরিচালক অরিন্দম শীলের ‘মিতিন একটি খুনির সন্ধানে’ ছবির ট্রেলার এবং মিউজিক লঞ্চ অনুষ্ঠান। গোয়েন্দা মিতিন অর্থাৎ প্রজ্ঞাপারমিতা মুখোপাধ্যায় সুচিত্রা ভট্টাচার্যের বিখ্যাত সিরিজ। মিতিন পাঠকদের খুব পছন্দের আর সেই চরিত্রে কোয়েল মল্লিকও ঠিক ততটাই জনপ্রিয়। কোয়েল মল্লিক আর মিতিন মাসি কোথাও যেন মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। আগের দুটো পর্বের সাফল্যের পর এবার তৃতীয় ফ্রাঞ্চাইজি ‘মিতিন একটি খুনের সন্ধানে’র মুক্তি বড়দিনেই। ছবিতে দুর্দান্ত অ্যাকশন অবতারে হাজির হবে ‘মিতিন মাসি’ ওরফে কোয়েল মল্লিক। সেই ছবির ট্রেলার লঞ্চের সাক্ষী থাকলেন দ্য হেরিটেজ ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজির ছাত্রছাত্রীরা। নতুন প্রজন্মের ছবি। তাই এমন একটা পরিবেশে এই ছবির ট্রেলার এবং মিউজিক লঞ্চ ষোলকলা পূর্ণ করেছে। দুর্দান্ত এক সন্ধে উপহার দিলেন পরিচালক অরিন্দম শীল-সহ গোটা ‘মিতিন একটি খুনির সন্ধানে’ টিম। ট্রেলার দেখলে ছবিটা দেখার আগ্রহ আরও বেড়ে যায়। পুরুষতান্ত্রিক সমাজকে নিমেষে তুড়ি মেরে উড়িয়ে একটি খুনের অনুসন্ধানে এবার গোয়েন্দা মিতিন আর টুপুরের যুগলবন্দি। মিতিনরূপী কোয়েলের মারকাটারি অ্যাকশনের ঝলক গায়ে কাঁটা ধরাল। রথীজিৎ ভট্টাচার্যের করা ছবির ব্যাকগ্রাউন্ড স্কোর অনবদ্য। ট্রেলারটি একবার দেখার পর ছাত্র-ছাত্রীরা দ্বিতীয়বার আবার দেখতে চাইলেন। মিতিন মাসির তৃতীয় পর্ব পুরোটাই মিউজিক্যাল। এখানে সঙ্গীতের একটা বড় ভূমিকা রয়েছে। প্রত্যেকটা গান অসাধারণ। ট্রেলার লঞ্চে এইদিন হাজির ছিলেন পরিচালক অরিন্দম শীল, সঙ্গীত পরিচালক জিৎ গঙ্গোপাধ্যায়, কোয়েল মল্লিক, রোশনি ভট্টাচার্য, লেখা চট্টোপাধ্যায়, শুভ্রজিৎ দত্ত, কনীনিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহেব ভট্টাচার্য, গৌরব চক্রবর্তী-সহ সব কলাকুশলী। ছবিতে যাঁরা গান গেয়েছেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন সঙ্গীতশিল্পী অরুণিতা কাঞ্জিলাল,আরমান খান এবং রথীজিৎ ভট্টাচার্য। এই ছবির সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি হলেন পণ্ডিত অজয় চক্রবর্তীর সহধর্মিণী চন্দনা চক্রবর্তীর কণ্ঠের অপূর্ব গান। জীবনে প্রথমবার তিনি এই ছবিতে প্লে-ব্যাক করলেন। সুদূর মুম্বই থেকে পণ্ডিতজির সঙ্গে এদিন এসেছিলেন চন্দনা চক্রবর্তী। ইনস্টিটিউটের তরফে সংবধর্না জানানো হয় শিল্পীদের। জমে উঠেছিল গানে এবং গল্পে ‘মিতিন একটা খুনির সন্ধানে’ প্রকাশ ঝলক পর্বটি। ছবির প্রযোজনায় সুরিন্দর ফিল্মস প্রাইভেট লিমিটেড।

মাঠে ময়দানে

19 December, 2025 • Friday • Page 14 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

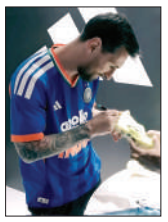

মেসির হাত থেকে পেয়েছেন সই করা আর্জেন্টিনার জার্সি। ফুটবলের রাজপুত্রের সামনে দাঁড়িয়ে অবাক হন কুলদীপ

আরও একটি গোল এমবাপের। তাঁকে ঘিরে সতীর্থদের উচ্ছ্বাস। এমবাপের সামনে এখন আইডল রোনাল্ডোর রেকর্ড ভাঙার সুযোগ।

রিয়াল জিতল এমবাপের গোলে

মাদ্রিদ, ১৮ ডিসেম্বর : ত্রাতা কিলিয়ান এমবাপে। তাঁর জোড়া গোলে কোপা দেল রে-র শেষ ষোলোতে উঠেছে রিয়াল মাদ্রিদ। আরও স্পষ্ট করে বলতে গেলে, এমবাপের সৌজন্যে তৃতীয় ডিভিশনের দল তালাভেরাকে কোনও রকমে ৩-২ গোলে হারিয়ে মুখরক্ষা হয়েছে রিয়ালের। আর এদিনের জোড়া গোলের পর ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর একটি রেকর্ডের আরও কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছেন এমবাপে।

রিয়ালের জার্সিতে এক ক্যালেন্ডার ইয়ারে সবথেকে বেশি গোলের (৫৯টি) রেকর্ড রোনাল্ডোর দখলে। ২০১৩ সালে তিনি এই নজির গড়েছিলেন। চলতি বছরে সব টুর্নামেন্ট মিলিয়ে রিয়ালের হয়ে এমবাপের মোট গোলসংখ্যা ৫৮টি। হাতে রয়েছে আর মাত্র একটি ম্যাচ। শনিবার রাতে লা লিগায় সেভিয়ার বিরুদ্ধে এক গোল করলেই রোনাল্ডোকে ছুঁয়ে ফেলবেন ফরাসি তারকা। দু'টি বা তার বেশি গেল করলে টপকে যাবেন।

নিয়মিত দলের বেশ কয়েকজন ফুটবলারকে বিশ্রাম দিলেও, এমবাপেকে শুরু থেকেই মাঠে নামিয়ে দিয়েছিলেন জাবি আলোন্সো। ৪১ মিনিটে পেনাল্টি থেকে গোল করে দলকে এগিয়ে দিয়েছিলেন এমবাপেই। প্রথমার্ধের সংযুক্ত সময়ে আত্মঘাতী গোলে রিয়ালের ব্যবধান দ্বিগুণ হয়। কিন্তু বিরতির পর নাটকীয় মোড় নেয় ম্যাচ। ৮০ মিনিটে নাহুয়েল আরোয়ো মাজোরার গোলে ১-২ করে ফেলে তালাভেরা। ৮৮ মিনিটে ফের এমবাপের গোলে ৩-১ ব্যবধানে এগিয়ে গিয়েছিল রিয়াল। কিন্তু ম্যাচের একেবারে শেষ দিকে গঞ্জালো ডি'রেনজোর গোলে ২-৩ করে ফেলেছিল স্প্যানিশ তৃতীয় ডিভিশনের দলটি।

ম্যাচের পর এমবাপেকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছেন আলোন্সো। রিয়াল কোচের বক্তব্য, কিলিয়ান দুটো গোলই ম্যাচের মোড় ঘুরিয়েছে। বিশেষ করে, দ্বিতীয় গোলটা তো ও করেছে ম্যাচের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সময়ে। নইলে হয়তো ম্যাচটা অতিরিক্ত সময়ে গড়াত। যাই হোক। ম্যাচটা জিতেছি। আর এতে কিলিয়ানের কৃতিত্ব রয়েছে। ও এমন না খেললে এই ম্যাচ আমরা হয়তো জিততে পারতাম না।

ভারতের জার্সি পরে পাক খেলোয়াড় চাপে

নয়াদিল্লি, ১৮ ডিসেম্বর : পাকিস্তানের এক আন্তর্জাতিক কবাডি খেলোয়াড় বাহারিনে একটি টুর্নামেন্টে অংশ নিয়ে দেশে তুমুল সমস্যার মধ্যে পড়ছেন। তাঁর বিরুদ্ধে শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগও আনা হয়েছে।

খেলোয়াড়টির নাম ওবেদুল্লাহ রাজপুত। জিসিসি টুর্নামেন্টে তাঁকে ভারতের জার্সি পরে ও পতাকা হাতে ভিডিওতে দেখা গিয়েছে বলে অভিযোগ। বাহারিনে এই টুর্নামেন্ট শুরু হয়েছিল ১৬ ডিসেম্বর। তিনি যে দলের হয়ে খেলতে নেমেছিলেন তার নাম ছিল ইন্ডিয়া। এই ভিডিও সামনে আসার পরই পাকিস্তানের কবাডি কর্তাদের তা নজরে এসেছে।

পাকিস্তানের কবাডি সংস্থার সচিব রানা সারওয়ার জানিয়েছেন, বিষয়টি নিয়ে ২৭ ডিসেম্বর জরুরি বৈঠক ডাকা হয়েছে। রাজপুত ও যারা এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত তাদের বিরুদ্ধে ব্যাবস্থা নেওয়া হবে। তিনি জানিয়েছেন বিভিন্ন দল ভারত, পাকিস্তান, ইরান, কানাডা প্রভৃতি নাম নিয়ে খেলেছিল। কিন্তু সবাই তাদের নিজেদের অরিজিনের প্লেয়ার নিয়ে খেলেছে। ভারতীয় প্লেয়াররা তাদের দলের হয়ে খেলেছে। রাজপুত তাদের সঙ্গে খেলেছে। যা মেনে নেওয়া যায় না। পাক কবাডি কর্তা আরও জানিয়েছেন, ১৬ জন পাকিস্তানি খেলোয়াড় অনুমতি ছাড়াই বাহারিনে খেলেছেন। যারা অনুমতি ছাড়াই পাকিস্তান দলের হয়ে খেলেছেন তারাও শাস্তির মুখে পড়বেন। রাজপুত পরে ক্ষমা চেয়েছেন। তিনি দাবি করেছেন যে শুরুতে তিনি এও জানতেন না যে ভারতের দলে খেলতে হবে। তিনি জানতে পেরে সংগঠকদের অনুরোধ করেছিলেন যাতে ভারত ও পাকিস্তান নামে দল না নামানো হয়। আগেও এমন টুর্নামেন্ট হয়েছে। সেখানে এমন জাতীয় দলের হয়ে খেলতে হয়নি।

বিশ্বকাপে পুরস্কারমূল্য বেড়ে ৬৫৬৩ কোটি

জুরিখ, ১৮ ডিসেম্বর : ২০২৬ বিশ্বকাপের জন্য রেকর্ড পুরস্কারমূল্য ঘোষণা করেছে ফিফা। এক বিজ্ঞপ্তিতে ফুটবলের সর্বোচ্চ নিয়ামক সংস্থা জানিয়েছে, আগামী বছরের বিশ্বকাপে অংশগ্রহণকারী দলগুলোর পুরস্কারমূল্য বৃদ্ধি পেল প্রায় ৫০ শতাংশ। যেখানে চ্যাম্পিয়ন দল পাবে ৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ভারতীয় মুদ্রায় যা প্রায় ৪৫০ কোটি টাকা। রানার্স দল পাবে ৩৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। যা ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ২৭৫ কোটি টাকা।

২০২২ কাতার বিশ্বকাপের পুরস্কারমূল্য ছিল ৪৪০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। এবার তা বেড়ে হয়েছে ৬৫৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। এক ধাক্কায় ৪৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেল পুরস্কারমূল্য। অর্থাৎ ভারতীয় মুদ্রায় ৫,৯১৩ কোটি টাকা ফুটবলের মহাযুদ্ধে দলগুলির মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হবে। পাশাপাশি অংশ নেওয়া ৪৮ দেশকে দেওয়া হবে ৬৫০ কোটি টাকা। অর্থাৎ বিশ্বকাপের মোট পুরস্কারমূল্য ৬৫৬৩ কোটি টাকা। এবার ৪৮ দেশের বৃহত্তম বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হবে আমেরিকা, কানাডা এবং মেক্সিকোতে। আগামী বছরের ১১ জুন থেকে ১৯ জুলাই চলবে বিশ্বকাপ। গ্রুপ পর্বে ছিটকে যাওয়া দলগুলো পাবে ৯০ লক্ষ ডলার করে। ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনো বলেছেন, প্রাইজমানি বুঝিয়ে দিচ্ছে, গোটা বিশ্বের ফুটবল সম্প্রদায়ের জন্য আর্থিকভাবে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে এবারের বিশ্বকাপ।

পিএসজির ষষ্ঠ খেতাব

দোহা, ১৮ ডিসেম্বর : ফ্রেঞ্চ সুপার কাপ, ফ্রেঞ্চ লিগ, ফ্রেঞ্চ কাপ, চ্যাম্পিয়ন্স লিগ এবং উয়েফা সুপার কাপের পর এবার ইন্টারকন্টিনেন্টাল কাপ! চলতি মরশুমে ষষ্ঠ ট্রফি জিতল পিএসজি। সব মিলিয়ে অসাধারণ একটা মরশুম কাটছে ফরাসি চ্যাম্পিয়নদের। ক্লাব বিশ্বকাপের ফাইনালে চেলসির কাছে না হারলে, আরও একটা ট্রফি যোগ হত পিএসজির ক্যাবিনেটে।

দোহায় আয়োজিত ফাইনালে পিএসজির প্রতিপক্ষ ছিল ব্রাজিলের ফ্ল্যামেঙ্গো। নির্ধারিত এবং অতিরিক্ত সময়ের খেলা ১-১ ড্র থাকার পর। টাইব্রেকারে ২-১ ব্যবধানে বাজিমাত করে পিএসজি। পেনাল্টি শুট আউটে চার-চারটে শট বাঁচিয়ে ম্যাচের নায়ক পিএসজির গোলকিপার মাতভেই সাফোনভ।

হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের ম্যাচে ৩৮ মিনিটে পিএসজিকে এগিয়ে দিয়েছিলেন খিচা কাভারাস্কেইয়া। যদিও ৬২ মিনিটে ১-১ করে ফেলে ফ্ল্যামেঙ্গো। পেনাল্টি থেকে

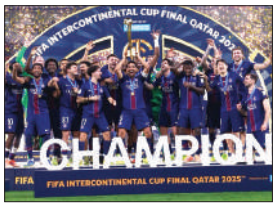

গোল করে ম্যাচে সমতা ফেরান জর্জিনহো। এর পর ম্যাচের বাকি সময় কোনও দলই আর গোল করতে পারেনি। এমনকী, অতিরিক্ত সময়েও গোল হয়নি। ফলে ম্যাচ গড়ায় টাইব্রেকারে। আর সেখানে সাফোনভের হাতেই আটকে গেল ফ্ল্যামেঙ্গো।

আরও একটা খেতাব জিতে উচ্ছ্বাসে ভেসেছেন পিএসজি কোচ লুইস এনরিকে। তিনি বলেন, এই সাফল্য পুরোপুরি ফুটবলারদের। ওরা মাঠে নেমে ১০০ শতাংশ দিয়েছে বলেই ক্লাব একের পর এক ট্রফি জিতেছে। একটাই আফশোস, ম্যাচটা নির্ধারিত সময়েই জেতা উচিত ছিল। তবে ফ্ল্যামেঙ্গোও দুর্দান্ত ফুটবল খেলেছে।

সাত্ত্বিকদের জয়

হাংঝউ, ১৮ ডিসেম্বর : বিডব্লুএফ ওয়ার্ল্ড ট্যুর ফাইনালসে দারুণ ফর্মে সাত্ত্বিকসাইরাজ রাংকিরেড্ডি ও চিরাগ শেঠি। গতকাল প্রথম ম্যাচ জয়ের পর, বৃহস্পতিবার টানা দ্বিতীয় জয় ছিনিয়ে নিলেন ভারতীয় জুটি। এদিন সাত্ত্বিকরা কোর্টে নেমেছিলেন ইন্দোনেশীয় জুটি ফজর আলফিয়ান ও মুহাম্মদ শোহিবুল ফিকরির বিরুদ্ধে।তিন গেমের লড়াইয়ের পর, ২১-১১, ১৬-২১, ২১-১১ ব্যবধানে ম্যাট জিতে নেন সাত্ত্বিক ও চিরাগ।

সুয়ারেজের চুক্তি বাড়ল

মায়ামি, ১৮ ডিসেম্বর : ভারত থেকে ফেরার পরেই ইন্টার মায়ামির সঙ্গে নতুন চুক্তিতে সই করলেন লিওনেল মেসির সতীর্থ লুইস সুয়ারেজ। উরুগুয়ের তারকা স্ট্রাইকারের সঙ্গে আরও এক বছরের চুক্তি হল মায়ামির। ফলে মেজর লিগ সকারে ২০২৬ সালেও মেসির পাশে খেলবেন সুয়ারেজ। ডিসেম্বরের ৬ তারিখে উরুগুয়ের ফুটবলারের সঙ্গে মায়ামির চুক্তি শেষ হয়ে যায়। জল্পনা ছিল, সুয়ারেজের মার্কিন লিগে থাকা নিয়ে। তবে ইন্টার মায়ামি চাইছিল তাঁকে ধরে রাখতে। শেষ পর্যন্ত জল্পনার অবসান। সুয়ারেজ মায়ামিতে মেসির পাশেই থাকার সিদ্ধান্ত নিলেন। ইন্টার মায়ামির অন্যতম মালিক জর্জ মাস বলেছেন, লুইস আরও একটা মরশুম মায়ামিতে থাকার সিদ্ধান্ত নেওয়ায় আমরা দারুণ খুশি। এটাই আমরা চেয়েছিলাম।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আপাতত কিছুটা সুস্থ, তবে দু'দিনে দু'কেজি ওজন কমেছে
যশস্বী জয়সওয়ালের

মাঠে ময়দানে

19 December, 2025 • Friday • Page 15 || Website - www.jagobangla.in

১৫
১৯ ডিসেম্বর ২০২৫
শুক্রবার

আইএসএল: ক্রীড়ামন্ত্রক পরিকল্পনা চাইল ক্লাবদের

প্রতিবেদন : এফএসডিএলের সঙ্গে ১৫ বছরের চুক্তি শেষ হয়েছে ৮ ডিসেম্বর। ১০ দিন কেটে যাওয়ায় আইএসএলের ক্লাবগুলো আর্থিকভাবে বিপর্যস্ত। বৃহস্পতিবারের যৌথ মিটিংয়েও কোনও দিশা পাওয়া গেল না দেশের সর্বোচ্চ লিগ নিয়ে। কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রক নিজেরা কোনও পথ দেখাতে পারেনি। বরং অচলাবস্থা কাটাতে সরকার ক্লাবদের উপরই নির্ভর করছে। বৃহস্পতিবারের ভার্চুয়াল মিটিংয়ে ক্লাবগুলোকে ক্রীড়ামন্ত্রক জানিয়েছে ১ ফেব্রুয়ারি আইএসএল শুরুর সম্ভাব্য দিনক্ষণ ধরে এগোতে। তারজন্য শুক্রবারের মধ্যে লিগ নিয়ে একটি রোডম্যাপ বা নির্দিষ্ট পরিকল্পনা জমা দিতে হবে।

ক্রীড়ামন্ত্রকের সঙ্গে দীর্ঘ মিটিংয়ের পর মোহনবাগানের নেতৃত্বে ক্লাবগুলো রাতেই নিজেদের মধ্যে আলোচনা সেরে নেয়। লিগ আয়োজনের রোডম্যাপ কী হবে, তা নিয়ে আলোচনা হয়। এদিনের বৈঠকে এআইএফএফ জানিয়েছে, ফেডারেশনের গঠনতন্ত্রে সংশোধন করা হয়তো সম্ভব হবে না। কিন্তু ক্লাবগুলি স্পষ্ট করে দিয়েছে, আইএসএল আয়োজনের জন্য বিনিয়োগ আনার ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ানো গঠনতন্ত্রের তিন-চারটি ধারা বাদ দেওয়া না হলে দীর্ঘমেয়াদী ভিত্তিতে কোনও বাণিজ্যিক চুক্তি করা সম্ভব নয়। বর্তমান ধারাগুলি থাকলে কোনও সংস্থাই আগ্রহ দেখাবে না আইএসএল আয়োজনের জন্য।

শনিবার ২০ ডিসেম্বর রাজধানীর ফুটবল হাউসে রয়েছে ফেডারেশনের বার্ষিক সাধারণ সভা। সেখানে ক্লাবগুলির প্রস্তাবিত রোডম্যাপে অনুমোদন লাগবে। লিগ আয়োজনের জন্য গভর্নিং কাউন্সিল বা আয়োজক কমিটিতে ফেডারেশন ও মার্কেটিং পার্টনারের প্রতিনিধির সংখ্যা সমান রাখার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে ক্লাবজোট এবং এফএসডিএল বা স্পনসর সংস্থার তরফে। কমিটিতে ফেডারেশনের ভেটো দেওয়ার অধিকার যেন না থাকে। তাছাড়া লিগে অবনমন থাকার বিষয়েও আপত্তি রয়েছে ক্লাব ও স্পনসর সংস্থার। ফলে শনিবারের বার্ষিক সভাও গুরুত্বপূর্ণ হতে যাচ্ছে।

কুৎসা, পুলিশের দ্বারস্থ সৌরভ

প্রতিবেদন : আর্জেন্টিনা ফুটবল দলের এক ফ্যান ক্লাবের কর্তার বিরুদ্ধে লালবাজারে অভিযোগ দায়ের করলেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁর অভিযোগ, যুবভারতীর মেসি-কাণ্ডে তাঁর নাম জড়িয়ে ওই ব্যক্তি আপত্তিকর মন্তব্য করেছেন। এতে তাঁর সুনাম ও মানসিক শান্তি বিঘ্নিত হচ্ছে। বৃহস্পতিবার ই-মেল করে লালবাজারে অভিযোগ জানিয়েছেন সৌরভ। সৌরভের অভিযোগ, ওই ব্যক্তি তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যা, বিদ্বেষপূর্ণ, আপত্তিকর ও মানহানিকর মন্তব্য করেছেন। যার পুরোটাই ভিত্তিহীন। ওই ব্যক্তি কী কী মন্তব্য করেছেন, তাও বিশদে উল্লেখ করেছেন সৌরভ। এদিনই ইন্ডিয়ান স্ট্রিট প্রিমিয়ার লিগের দল টাইগার্স অফ কলকাতা ফ্র্যাঞ্চাইজির সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন সৌরভ। তিনি ফ্র্যাঞ্চাইজির সহ-কর্ণধার হওয়ার পাশাপাশি দলের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডারও হয়েছেন। টেনিস বলে খেলা এবং গলি ক্রিকেটকে নতুন রূপে ফিরিয়ে এনেছে এই ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেট লিগ।

সেঞ্চুরির পর ঈশানের উচ্ছ্বাস। বৃহস্পতিবার মুস্তাক আলি ট্রফির ফাইনালে।

ঈশানের সেঞ্চুরি, ঝাড়খণ্ডের ট্রফি

পুণে, ১৮ ডিসেম্বর : অধিনায়ক ঈশান কিশানের ঝোড়ো সেঞ্চুরিতে ভর দিয়ে প্রথমবার সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফি জিতল ঝাড়খণ্ড। বৃহস্পতিবার ফাইনালে তারা ৬৯ রানে হারিয়েছে হরিয়ানাকে। প্রথমে ব্যাট করে ২০ ওভারে ৩ উইকেটে ২৬২ রান তুলেছিল ঝাড়খণ্ড। ৪৯ বলে ১০১ বিধ্বংসী ইনিংস খেলে দেন ঈশান। তাঁর ঝোড়ো ইনিংস সাজানো ছিল ৬টি চার ও ১০টি ছয় দিয়ে। পাল্টা ব্যাট করতে নেমে, ১৮.৩ ওভারে ১৯৩ রানেই গুটিয়ে যায় হরিয়ানা। এদিন মাঠে উপস্থিত ছিলেন দুই জাতীয় নির্বাচক প্রজ্ঞান ওঝা ও আরপি সিং। তাঁদের সামনেই ব্যাট হাতে তাণ্ডব চালালেন ঈশান। জোরালো করলেন জাতীয় দলে ফেরার দাবি। চলতি টুর্নামেন্টে এটি তাঁর দ্বিতীয় সেঞ্চুরি। ঈশান ছাড়া ঝাড়খণ্ডের হয়ে রান পেয়েছেন কুমার কুশাগ্র (৩৮ বলে ৮১ রান), অনুকূল রায় (অপরাজিত ৪০) ও রবিন মিঞ্জ (অপরাজিত ৩১)।

চাপে কেরল

প্রতিবেদন : অনূর্ধ্ব ১৬ বিজয় মার্চেন্ট ট্রফিতে কেরলকে চাপে রেখেছে বাংলা। টস জিতে ব্যাট করতে নেমে, প্রথম দিনের শেষে কেরলের রান ৮ উইকেটে ১৬৫। বাংলার ত্রিপর্ণ সামন্ত ৩টি ও উৎসব শুক্লা ২টি উইকেট নিয়েছে। এলিট গ্রুপ সি-তে বাংলা আপাতত চারে রয়েছে। তাই এই ম্যাচ সরাসরি জেতা খুব জরুরি। আর ম্যাচ যেভাবে গড়িয়েছে তাতে বাংলা সেই লক্ষ্যেই এগোচ্ছে। তবে খেলা সবে প্রথমদিন হয়েছে। খেলা যত গড়াবে ততই কাদের ভাগ্য খুলবে তা পরিষ্কার হয়ে যাবে।

বিদায় বাংলার

প্রতিবেদন : কোচবিহার ট্রফি থেকে বাংলার বিদায় কার্যত নিশ্চিত হয়ে গেল। নকআউট পর্বে জেতার জন্য উত্তরপ্রদেশের বিরুদ্ধে জিততেই হত। কুয়াশার কারণে প্রথম দিনে মাত্র ১৭ ওভার খেলা হয়েছিল। দ্বিতীয় দিনে তো একটিও বল হয়নি। বৃহস্পতিবার তৃতীয় দিনে বাংলার প্রথম ইনিংস শেষ হয় ১৭১ রানে। জবাবে ৮ উইকেটে ২১৬ রান তুলেছে উত্তরপ্রদেশ। ফলে ম্যাচ নিশ্চিতভাবেই ড্রয়ের পথে এগোচ্ছে।

এএফসি-র সঙ্গে ক্যাসেও আবেদন করবে বাগান

প্রস্তুতি চলছে আলবার্তোদের

প্রতিবেদন : এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টু-এ ইরানে গিয়ে সেপাহান এসসি-র বিরুদ্ধে ম্যাচ না খেলায় দুই মরশুমের জন্য (২০২৭-'২৮ পর্যন্ত) নির্বাসিত হওয়ার পাশাপাশি বড় অঙ্কের জরিমানাও (প্রায় ৯১ লক্ষ টাকা) হয়েছে মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের। শাস্তির বিরুদ্ধে প্রথমে এএফসি-র অ্যাপিল কমিটিতে আবেদন করবে মোহনবাগান। অ্যাপিল কমিটি আবেদন খারিজ করলে বা গুরুত্ব না দিলে আন্তর্জাতিক ক্রীড়া আদালত বা কোর্ট অফ আর্বিট্রেশন ফর স্পোর্টসের (ক্যাস) দ্বারস্থ হবে বাগান ম্যানেজমেন্ট।

সূত্রের খবর, এএফসি-র শাস্তির চিঠি পাওয়ার পর আইনজ্ঞদের সঙ্গে আলোচনা করছে ম্যানেজমেন্ট। ক্যাসে যাওয়ার আগে এএফসি-র কাছে আবেদন করার কথা জানিয়েছেন ক্লাব সভাপতি দেবাশিস দত্ত। তিনি বলেছেন, আমরা বিষয়টি নিয়ে আইনজ্ঞদের পরামর্শ নিচ্ছি। ক্লাব লিগাল সেলকে দিয়েছে পরবর্তী পদক্ষেপের জন্য। পেরেন্ট বডি হিসেবে আগে এএফসি-র অ্যাপিল কমিটিতে আবেদন করা উচিত। এরপর ক্যাসে যাওয়ার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত। আগে ক্যাসে আবেদন করলে তারা অ্যাপিল কমিটিতে তা পাঠিয়ে দিতে পারে। তবে আইনজ্ঞরাই ঠিক করবেন কী পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

আইএসএল নিয়ে আশার আলো দেখা যাওয়ার দিন মোহনবাগানের প্রস্তুতি চলছে জোরকদমে। শুক্রবার বিকেলে যুবভারতীর প্র্যাকটিস গ্রাউন্ডে ডায়মন্ড হারবার এফসি-র বিরুদ্ধে প্রস্তুতি ম্যাচ খেলতে নামছে সবুজ-মেরুন ব্রিগেড। সের্জিও লোবেরা দায়িত্ব নেওয়ার পর প্রথম প্রস্তুতি ম্যাচ বাগানের। বৃহস্পতিবার ফুটবলারদের হালকা অনুশীলন করান লোবেরা। পুরো দল নিয়েই চলছে প্রস্তুতি। সুস্থ হয়ে আপুইয়া অনুশীলন শুরু করেছেন। সাহাল, লিস্টনরাও অনুশীলনে যোগ দিয়েছেন।

প্রথম পয়েন্ট পেল বর্ধমান ও মেদিনীপুর

প্রতিবেদন : বেঙ্গল সুপার লিগে নিজেদের প্রথম ম্যাচে হেরে গিয়েছিল এফসি মেদিনীপুর এবং বর্ধমান ব্লাস্টার্স। দু'দলের কাছেই দ্বিতীয় ম্যাচটি ছিল ঘুরে দাঁড়ানোর। তবে বোলপুর স্টেডিয়ামে ম্যাচটি ১-১ গোলে অমীমাংসিত থাকল। ফলে প্রতিযোগিতায় পয়েন্টের খাতা খুলল মেদিনীপুর ও বর্ধমান। বৃহস্পতিবার দু'দলের মধ্যে তুল্যমূল্য লড়াই হয়। সুযোগ তৈরি করে দু'টি দলই। কিন্তু কেউ পুরো তিন পয়েন্ট তুলে নিতে পারেনি। ম্যাচে প্রথম গোল বিরতির ঠিক আগে। ৪৪ মিনিটে বক্সের বাইরে থেকে নেওয়া জোরালো শটে বল জড়িয়ে দেন বর্ধমানের মেবেঙ্গু। দ্বিতীয়ার্ধের ৬৩ মিনিটে গোলশোধ করে মেদিনীপুর। গোল করেন সোমনাথ পরামানিক। এরপর চেষ্টা করেও দু'দলের কেউ জয়সূচক গোল তুলে নিতে পারেনি। মেদিনীপুরের মিডফিল্ডার সুদীপ দাস দুরন্ত খেলে ম্যাচের সেরা হন। ড্রয়ের ফলে প্রথম পয়েন্ট পেল দুই দল। ১ পয়েন্ট নিয়ে লিগে ছয় এবং সাতে রয়েছে যথাক্রমে বর্ধমান ও মেদিনীপুর। ৬ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে সুন্দরবন।

বিএসএল

মুস্তাফিজুরকে নিয়ে শঙ্কা কেকেআরে

প্রতিবেদন : বাংলাদেশের বাঁ-হাতি পেসার মুস্তাফিজুর রহমানের জন্য আইপিএল নিলামে ৯.২ কোটি টাকা খরচ করেও আশঙ্কায় কলকাতা নাইট রাইডার্স। পুরো মরশুম তাঁকে পাওয়া যাবে কি না, তা নিয়ে সংশয় রয়েছে। আইপিএলের মধ্যেই সীমিত ওভারের সিরিজ খেলতে কয়েক দিনের জন্য বাংলাদেশে ফিরতে হতে পারে মুস্তাফিজকে। সেই সম্ভাবনার কথা জানিয়েছেন বাংলাদেশ বোর্ডের প্রধান নাজমুল আবেদিন।

আইপিএল শুরু ২৬ মার্চ। চলবে ৩১ মে পর্যন্ত। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের ওয়ান ডে, টি-২০ সিরিজ রয়েছে এপ্রিলে। টি-২০ দলে নিয়মিত খেললেও ওয়ান ডেতে সেভাবে নিয়মিত নন মুস্তাফিজ। তবে বাংলাদেশের সরাসরি পরের বিশ্বকাপ খেলা নিয়ে অনিশ্চয়তা থাকায় সিরিজে মুস্তাফিজকে খেলাতে চায় দল। বিসিবি প্রধান নাজমুল বলেছেন, বিশ্বকাপে বাংলাদেশের সরাসরি যোগ্যতা অর্জনের ব্যাপার থাকায় মুস্তাফিজকে ওয়ান ডে খেলার জন্য অন্তত ৮ দিনের জন্য দেশে ফিরতে হবে। টি-২০ সিরিজেও খেললে আইপিএলে না থাকার মেয়াদ বাড়বে।

অলরাউন্ডার ক্যামেরন গ্রিনকে কেকেআর রেকর্ড অঙ্কে নিলেও এবার বিদেশি পেসার হিসেবে মাথিশা পাথিরানা ও মুস্তাফিজুর রহমানই থাকছেন। তাই মুস্তাফিজকে কয়েকটি ম্যাচ না পেলে সমস্যা হতে পারে নাইটদের।

শেষ মুহূর্তে সরে যাওয়ায় জস ইংলিশকে অপেশাদার বললেন পাঞ্জাব কিংসের মালিক নেস ওয়াদিয়া

শেষ ম্যাচেও নজর সেই সূর্যের দিকেই

আমেদাবাদ, ১৮ ডিসেম্বর : শুভমন গিল চোট নিয়ে বাইরে চলে যাওয়ায় ভারতীয় ড্রেসিংরুমের চাপ কিছুটা কমেছে। সঞ্জু স্যামসন কেন সুযোগ পাচ্ছেন না এই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছিল। একটা জায়গা খালি হয়েছে। শুক্রবার আমেদাবাদে তাঁকে হয়তো ফেরানো হবে। তাহলে সঞ্জু-চর্চাও থামবে।

টেস্ট সিরিজে ০-২ হারের পর একদিনের সিরিজ জিতেছে ভারত। টি ২০ সিরিজও জেতার মুখে। আপাতত সূর্যকুমার যাদবেরা ২-১-এ এগিয়ে। আজ শেষ ম্যাচে জিতলে ভারত ৩-১-এ সিরিজ শেষ করবে। আর হেরে গেলে ফল ২-২ হবে। সেক্ষেত্রে টি ২০ সিরিজ অমীমাংসিত থেকে যাবে।

শুভমন পায়ের পাতায় চোট পেয়েছেন। তাঁর আর এই সিরিজে খেলার সম্ভাবনা নেই। কিন্তু সূর্যর ডেপুটি যে রান পাচ্ছেন না সেটা পরিষ্কার। শুভমনের জন্য এটা স্বস্তির যে তাঁকে আমেদাবাদে পরীক্ষার মুখে পড়তে হচ্ছে না। গোটা পনেরো ম্যাচ হয়ে গেল শুভমনের ব্যাটে পঞ্চাশ নেই। প্রশ্ন তো উঠবেই!

কিন্তু সূর্যকে ঘিরে একই প্রশ্ন উঠছে। শুভমনের মতো তাঁর ব্যাটেও অনেক দিন রান নেই। টি ২০ বিশ্বকাপের আগে আর গোটা ছয়েক ম্যাচ খেলবে ভারত। সূর্যকে কিন্তু রান পেতে হবে। আমেদাবাদে তিনি রান পেয়ে গেলে ভাল, না হলে গৌতম গম্ভীরের দুঃশ্চিন্তা থেকেই যাবে।

কিছুদিন আগেও টি ২০ ক্রিকেটে এক নম্বর ব্যাটার ছিলেন সূর্য। এখন দশে নেমে গিয়েছেন। তার বদলে একে উঠে এসেছেন অভিষেক শর্মা। যিনি শুধু ছন্দেই নেই দলের টপ অর্ডারকে টেনে নিয়ে যাচ্ছেন। অভিষেক যেদিন রান পাচ্ছেন না সেদিন খুব ভুগতে হচ্ছে গম্ভীরদের।

গত ২০টি ম্যাচের মধ্যে ১৮টি ইনিংসে হাফ সেঞ্চুরি নেই সূর্যর। গড় ১৪.২০। খুব কাছাকাছি আছেন শুভমনও। টি ২০ দলে তাঁর অর্ন্তভুক্তি নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে যে বিশ্বকাপে এই দুজনকেই রান করতে হবে। ভারত এই দুজনের দিকে তাকিয়ে থাকবে।

গম্ভীরদের জন্য যেটা স্বস্তির খবর, দুই অলরাউন্ডার হার্দিক পান্ডিয়া ও শিবম দুবে ফর্মে রয়েছেন। নতুন বলে অর্শদীপ সিং আর হর্ষিত রানা ভাল করছেন। আছেন জসপ্রীত বুমরাও। যিনি ব্যাক্তিগত কারণে ধর্মশালায় না খেলে বাড়ি ফিরে গিয়েছিলেন। বুমরা লখনউতে ছিলেন।

চাপ বাড়ছে গম্ভীর ও সূর্যর ওপর।

আমেদাবাদেও হয়তো খেলবেন।

বোলিং ফ্রেন্ডলি উইকেটে বোলারদের জন্য কিছুটা চাপ থাকবে আমেদাবাদে। সিরিজের এখনও পর্যন্ত সেরা বোলার বরুণ চক্রবর্তীর জন্যও যেটা চ্যালেঞ্জ। দক্ষিণ আফ্রিকা এখানে রেজা হেনড্রিক্সের বদলে এইডেন মার্করামকে শুরুতে নিয়ে আসতে পারে। একই সঙ্গে ব্রেভিসের ব্যাটে রানও চায় তারা।

লখনউয়ে কুয়াশা ও দূষণের জন্য খেলা হয়নি। আমেদাবাদে সেই সমস্যা নেই। তবে দিনের বেলা ৩০ ডিগ্রি তাপমাত্রা উল্টো সমস্যায় ফেলতে পারে ক্রিকেটারদের। সেটা এইজন্য যে নিউ চণ্ডীগড়, ধর্মশালা ও লখনউয়ে হিমেল পরিস্থিতি ছেড়ে গরমে খেলতে হবে সূর্য, মার্করামদের। শেষ ম্যাচে এটাও চ্যালেঞ্জ।

লাথাম-কনওয়ের জোড়া সেঞ্চুরি

মাউন্ট মাউনগানুই, ১৮ ডিসেম্বর : ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে তৃতীয় টেস্টে রানের পাহাড় গড়ছে নিউজিল্যান্ড। প্রথম দিনের শেষে ১ উইকেট হারিয়ে স্কোরবোর্ডে ৩৩৪ রান তুলেছে কিউয়িরা। জোড়া সেঞ্চুরি এসেছে টম লাথাম ও ডেভন কনওয়ের ব্যাট থেকে। ওপেনিং জুটিতে দু'জনে মিলে ৩২৩ রান তুলে নতুন রেকর্ড গড়েছেন। এতদিন টেস্টে নিউজিল্যান্ডের মাটিতে কিউয়িদের সর্বোচ্চ ওপেনিং পার্টনারশিপ ছিল ২৭৬ রানের। যা ১৯৩০ সালে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে গড়েছিলেন স্টিউয়ি ডেম্পস্টার ও জ্যাকি মিলস। ৯৫ বছরের পুরনো সেই রেকর্ড ভেঙে দিলেন লাথাম ও কনওয়ে। অল্পের জন্য তাঁরা ভাঙতে পারেননি টেস্টে নিউজিল্যান্ডের সর্বোচ্চ ওপেনিং পার্টনারশিপ ৩৮৭ রান। যা ১৯৭২ সালে গড়েছিলেন গ্লেন টার্নার ও টেরি জার্ভিস। লাথাম ১৩৭ রান করে আউট হলেও, দিনের শেষে ১৭৮ রানে অপরাজিত রয়েছেন কনওয়ে।

বৃহস্পতিবারের দুই নায়ক লাথাম ও কনওয়ে। মাউন্ট মাউনগানুইয়ে।

দ্বিতীয় দিনেও স্লিকো-বিতর্ক

চাপে ইংল্যান্ড

অ্যাডিলেড, ১৮ ডিসেম্বর : স্লিকোমিটার বিতর্ক তাড়া করেছে চলতি অ্যাসেজকে! অ্যাডিলেড টেস্টের প্রথম দিন অ্যালেক্স ক্যারির বিরুদ্ধে কট বিহাইন্ডের আবেদন বাতিল করা নিয়ে সমালোচনার ঝড় উঠেছিল। এতটাই যে, হস্তক্ষেপ করতে বাধ্য হয়েছিল আইসিসি। ক্ষমা চায় প্রযুক্তির নির্মাতারা। রিভিউ ফেরত দেওয়া হয় ইংল্যান্ডকে।

আউট হয়ে ক্ষোভ স্মিথের।

দ্বিতীয় দিনেও এই বিতর্ক পিছু ছাড়ল না। এবার ক্যারির জায়গায় ইংল্যান্ডের জেমি স্মিথ। দু'টি ক্ষেত্রেই ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে গিয়েছে স্লিকোমিটারের সিদ্ধান্ত। ফলে ক্ষোভে ফুঁসছেন বেন স্টোকসরা। উত্তাপ চড়ছে অ্যাসেজে।

বৃহস্পতিবার প্যাট কামিন্সের বলে পুল মারতে গিয়েছিলেন স্মিথ। কিন্তু বল জমা পড়ে অস্ট্রেলীয় উইকেটকিপার ক্যারির গ্লাভসে। জোরালো আবেদন ওঠে কট বিহাইন্ডের। ফিল্ড আম্পায়ার নীতীন মেনন তৃতীয় আম্পায়ারের সাহায্য নিলে, টিভি রিপ্লেতে স্পষ্ট দেখা যায়, ব্যাট ও বলের মধ্যে দূরত্ব রয়েছে। কিন্তু স্লিকোমিটারে ধরা পড়ে স্মিথের ব্যাটের পাশ দিয়ে বল যাওয়ার সময় রেখচিত্রে কম্পন রয়েছে। ফলে স্মিথকে আউট দেওয়া হয়। মাঠেই প্রতিবাদ জানান, স্মিথ এবং নন স্ট্রাইকার স্টোকস। শেষ পর্যন্ত অবশ্য প্যাভিলিয়নে ফিরতেই হয় স্মিথকে। ওই সময় স্টাম্প মাইকে অস্ট্রেলীয় পেসার মিচেল স্টার্ককে বলতে শোনা গিয়েছে, স্লিকোমিটার বিষয়টাকেই তুলে দেওয়া উচিত। সবথেকে খারাপ প্রযুক্তি এটা।

এদিকে, দ্বিতীয় দিনের শেষ অ্যাডেলেডে চালকের আসনে অস্ট্রেলিয়া। এদিন ৩৭১ রানে শেষ হয় অস্ট্রেলীয়দের প্রথম ইনিংস। স্টার্ক ৫৪ রান করেন। ইংল্যান্ডের জোফ্রা আর্চার ৫৩ রানে ৫ উইকেট দখল করেন। পাল্টা ব্যাট করতে নেমে, দিনের শেষে ৮ উইকেটে ২১৩ রান তুলেছে ইংল্যান্ড। ফলে অস্ট্রেলিয়া এখনও ১৫৮ রানে এগিয়ে। চোট সারিয়ে মাঠে ফিরেই ৩ উইকেট নেন কামিন্স। ২টি করে উইকেট পান স্কট বোল্যান্ড ও নাথান লিয়ন। কামিন্সের মতোই এই টেস্টে প্রত্যাবর্তন ঘটেছে লিয়নের। সব মিলিয়ে ৫৬৪ উইকেট নিয়ে অস্ট্রেলিয়ার সর্বোচ্চ টেস্ট উইকেটশিকারিদের তালিকার দ্বিতীয় স্থানে উঠে এসেছেন লিয়ন। টপকে গিয়েছেন গ্লেন ম্যাকগ্রাকে (৫৬৩ টেস্ট উইকেট)।

ইংল্যান্ডের ভরসা এখন স্টোকস। তিনি ৪৫ রানে অপরাজিত রয়েছেন। তাঁর সঙ্গে ৩০ রানে ব্যাট করছেন আর্চার। এছাড়া হ্যারি ব্রুকের ৪৫ রান উল্লেখযোগ্য। বিতর্কিত আউটের শিকার স্মিথের অবদান ২২। ব্যর্থ জো রুট (১৯)।

লখনউ-কাণ্ডে বোর্ডকে তোপ উথাপ্পা, স্টেইনের

লখনউ, ১৮ ডিসেম্বর : লখনউয়ের ম্যাচ বাতিল নিয়ে প্রবল সমালোচনার মুখে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। ধোঁয়াশার জন্য বুধবার একটিও বল খেলা হয়নি। বোর্ড কর্তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তাঁরা অতীত অভিজ্ঞতা থেকে কোনও শিক্ষা নেননি।

ডিসেম্বর মাসে উত্তর ভারতের যে কোনও রাজ্যে প্রবল কুয়াশা ও ধোঁয়াশায় দাপট থাকে। তা সত্ত্বেও কেন এই সময়ে লখনউয়ে খেলা দেওয়া হল, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। বোর্ড কর্তারা ভাগ্যবান যে, মুল্লানপুর ও ধর্মশালায় নির্বিঘ্নে ম্যাচ হয়েছিল। কিন্তু লখনউয়ে এসে কপাল পুড়েছে।

একই সঙ্গে প্রশ্ন উঠছে আম্পায়াদের ম্যাচ বাতিলের সিদ্ধান্ত নিতে দেরি করা নিয়েও। কেন বারবার টসের সময় পিছিয়ে রাত সাড়ে নটা পর্যন্ত টেনে নিয়ে গেলেন আম্পায়াররা, এই প্রশ্ন তুলেছেন দুই প্রাক্তন ক্রিকেটার তথা ভাষ্যকার রবিন উথাপ্পা ও ডেল স্টেইন। তাঁদের দাবি, রাত যত বাড়বে, ততই কুয়াশার দাপটও বাড়বে, এটাই স্বাভাবিক। উথাপ্পার বক্তব্য, আম্পায়ারদের সিদ্ধান্তে আমি বিস্মিত। এই কুয়াশা কমবে না, বরং গভীর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাড়বে। তাহলে ম্যাচ বাতিল ঘোষণা করাতে কেন এত দেরি? স্টেইন বলেন, আমার তো আম্পায়ারদের ডেকে প্রশ্ন করার ইচ্ছা করছিল। কেন ক্রিকেটারদের অকারণে অপেক্ষা করানো হচ্ছে। এর থেকেও আরও বেশি কুয়াশার মধ্যে আমি প্রথম শ্রেণির ম্যাচ খেলেছি। তবে এখনকার কী নিয়ম, সেটা আমি জানি না। চাপের মুখে বোর্ডের তরফে সাফাই দেওয়া হয়, ১৫ ডিসেম্বর থেকে ১৮ জানুয়ারি কুয়াশা একটা বড় সমস্যা। ভবিষ্যতে সূচি তৈরির সময়, এটা মাথায় রাখা হবে।